পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 53 Wednesday, 22 January, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ৫৩ সংখ্যা ✱ ৮ মাঘ ১৪৩১, বুধবার, ২২ জানুয়ারি, ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

পুরীর জগন্নাথ দর্শনে এবার নয়া নিয়ম!

পুরী, ২১ জানুয়ারি ঃ বদলে যাচ্ছে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে বিগ্রহ দর্শনের নিয়ম! বদলাচ্ছে পদ্ধতিও। মন্দিরে দর্শনার্থীদের ভিড় সামলাতে নতুন নিয়ম চালু করা হচ্ছে। ভিড় ঠেলে আর বিগ্রহ দর্শন করতে হবে না। প্রত্যেকে সারিবদ্ধভাবে মন্দিরে বিগ্রহ দর্শন করতে হবে। ১ ফেব্রুয়ারি থেকে দর্শনের নিয়মে পরিবর্তন আনা হচ্ছে। জানুয়ারি মাসেই এই নিয়ম চালু হওয়ার কথা ছিল। সময় পরিবর্তিত হয়ে আগামী ১ ফেব্রুয়ারি থেকে চালু হবে হচ্ছে। ১ ফেব্রুয়ারি থেকে লাইন দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করতে হবে। মোট ৬টি লাইন থাকবে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সাধারণ ভক্তেরা চাইলেও যে কোনও পথ দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবেন না। বরং, পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশের জন্য নির্দিষ্ট চারটি পথ রয়েছে, তার মধ্যে একমাত্র সিংহদ্বার দিয়ে প্রবেশ করতে হবে। অন্য তিনটি পথ শুধুমাত্র বেরোনোর জন্য ব্যবহৃত হবে। দর্শনের জন্য মোট ছ'টি সারি রাখা হচ্ছে। একটি সারি মহিলা এবং শিশুদের জন্য। একটি সারি বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য। একটি সারি প্রবীণদের জন্য। বাকি তিনটি সারি থাকবে পুরুষদের জন্য।

কালীঘাটের কাকু' এখনও অসুস্থ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জানুয়ারি ঃ আবার পিছল 'কালীঘাটের কাকু' সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রর কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ। কারণ নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত ' কাকু' এখনও অসুস্থ। তাই মঙ্গলবারও তাঁকে আদালতে তোলা যায়নি। তবে আগামী সপ্তাহেই কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করা হবে বলে জানিয়ে দিয়েছে আদালত। বেসরকারি হাসপাতাল থেকে সংশোধনাগারে ফিরেছেন 'কালীঘাটের কাকু'। কিন্তু অসুস্থতার জন্য আজও নগর ও দায়রা আদালতে হাজিরা দিতে পারেননি সুজয়। তাই মঙ্গলবার নির্ধারিত দিন থাকলেও নেওয়া গেল না তার কণ্ঠস্বরের নমুনা। বিচারক জানিয়েছেন, ২৯ জানুয়ারি কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করা হবে। ওই দিন সুজয়কৃষ্ণকে সশরীরে আদালতে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ইডির মামলা থেকে অব্যাহতি পেলেও সিবিআইয়ের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন। চার্জ গঠিত হয়েছে 'কালীঘাটের কাকু'-সহ বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে। তাঁর কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহে সিবিআই-কে অনুমতি দিয়েছে বিশেষ আদালত।

আর জি করের সাজা নিয়ে মমতার মন্তব্যের কটাক্ষ শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২১ জানুয়ারি ঃ আমি আজ সন্ধ্যায় অভয়ার বাড়িতে যাব। তাঁর বাবা মার সঙ্গে দেখা করে যা আইনি ল।াই হবে তা কাঁধে কাঁধ দিয়ে একসঙ্গে ল।াই করব।'' বুধবার এভাবেই সুর চ।ান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আর জি করের সাজা ঘোষণা নিয়ে তিনি মমতার মন্তব্যেরও কটাক্ষ করেন। আর জি কর কাণ্ডের সাজা ঘোষণার পর মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন যে তিনি অসন্তুষ্ট। সঞ্জয়ের ফাঁসির দাবিতে উচ্চ আদালতে যাবেন। কয়েক ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই বুধবার রাজ্যের তরফে অপরাধীর সর্বোচ্চ সাজার আর্জি জানিয়ে মামলার আবেদন করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবারই সঞ্জয়ের সাজা ঘোষণার পর শুভেন্দুবাবু মন্তব্য করেন, যে অপরাধীকে 'ক্ষুধার্ত নেকড়ের সামনে ছেড়ে দেওয়া উচিত। আর বুধবারও একই মেজাজে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করতে শোনা গেল বিরোধী দলনেতার গলায়।

অজানা অসুখে আতঙ্ক জম্মু ও কাশ্মীরে!

জম্মু-কাশ্মীর, ২১ জানুয়ারি ঃ রহস্যময় অসুখে মৃত্যুমিছিল জম্মু ও কাশ্মীরের গ্রামে। আতঙ্ক ছড়াচ্ছে এই মৃত্যু ঘিরে। জানা গিয়েছে, জ্বর, মাথায় যন্ত্রণা ও বমির মতো উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন রোগীরা। তারপরই ঢলে পড়ছেন মৃত্যুতে। এখনও পর্যন্ত ১৭ জনের মৃত্যু হয়েছে এই অসুখে আক্রান্ত হয়ে। কিন্তু ঠিক কোন অসুখের প্রকোপে এতজনকে প্রাণ হারাতে হয়েছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। জানা গিয়েছে, উপত্যকার প্রত্যন্ত অঞ্চলে রাজৌরি জেলার বাধাই গ্রাম। গত ৭ ডিসেম্বর সেখানে মৃত্যু হয় একসঙ্গে ৫ ব্যক্তির। পরবর্তী সময়ে একই পরিবারের ৮ জনের মৃত্যু হয়। মা-বাবা-সহ ৬ সন্তান মারা যায় অজানা রোগে। গত রবিবার, ১৯ জানুয়ারি এক কিশোরীর মৃত্যু হলে সব মিলিয়ে মৃতের সংখ্যা পৌঁছেছে ১৭-তে। ওই কিশোরী হাসপাতালে ভেন্টিলেশনে ছিল গত কয়েক দিন। ইতিমধ্যেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখতে ১১ সদস্যের এক কমিটি গঠন করেছে। সেই দল রবিবারই রাজৌরি পৌঁছেছে। জেলা প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকও করেছে তারা। সোমবার দলটি বাধাই গ্রামেও পরিদর্শনে গিয়েছিল। এদিকে জম্মু ও কাশ্মীরের পুলিশও একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করেছে। তারা এই ঘটনায় অপরাধের চক্রান্ত রয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখছে তারা। কয়েকজনের মোবাইল স্ক্যানও করা হচ্ছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তেমন কোনও ষড়যন্ত্রের সন্ধান মেলেনি। জম্মু ও কাশ্মীরের উপমুখ্যমন্ত্রী সুরিন্দর চৌধুরীও বাধাই গ্রামে পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। আক্রান্তদের পরিবারের সঙ্গে তিনি দেখা করেছেন। আশ্বাস দিয়েছেন, সম্ভাব্য সমস্ত দিক খতিয়ে দেখার। কোনও রকম অপরাধের খোঁজ পেলে তারও তদন্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

আর জি কর মামলায় সিবিআই, পুলিশ সঠিকভাবে কাজ করেনি ঃ শুভঙ্কর সরকার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জানুয়ারি ঃ আর জি কর মামলার তদন্ত ও রায় নিয়ে হতাশা ব্যক্ত করলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। তাঁর মতে, আর জি কর মামলায় সিবিআই, কলকাতা পুলিশ, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ, কেউই সঠিকভাবে কাজ করেনি। উল্লেখ্য, আর জি কর-কাণ্ডে দোষী সঞ্জয় রায়ের সর্বোচ্চ শাস্তি চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য সরকার। সোমবার শিয়ালদহ আদালত দোষীর আমৃত্যু কারাবাসের শাস্তি ঘোষণা করে। এ প্রসঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার মঙ্গলবার বলেছেন, জনগণ অবাধ ও সুষ্ঠু তদন্ত দাবি করছে। জনতা এই তদন্তে সন্তুষ্ট নয়। এই ঘটনার পিছনে কোনও সংগঠিত অপরাধ ছিল কি না তা সব তদন্তকারী সংস্থা স্পষ্ট করতে পারেনি। প্রথমত, এই অপরাধে অন্য কেউ জড়িত ছিল কি না তা প্রমাণ করতে হবে। প্রকৃত দোষীদের সবার সামনে আনতে হবে। তাদের কঠিন শাস্তি দিতে হবে। তা না হলে এই রকম ঘটনা আরও ঘটবে। তাই সবার আগে ঘটনার সঙ্গে যারা যারা যুক্ত তাদের ধরে শাস্তি দিতে হবে।

কেন্দ্র টাকা না দিলেও কাজ থমকে থাকেনি। মুখ্যমন্ত্রী

মালদার জনসভাতেও আর জি কর-এর রায়ের তীব্র বিরোধিতা মমতার

দুরন্ত বার্তা, মালদহ, ২১ জানুয়ারি ঃ কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না। কিন্তু তার জন্য কাজ থমকে থাকেনি। মঙ্গলবার মালদহের জনসভায় এই দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তাঁর বক্তব্যে আবাস যোজনার প্রসঙ্গও উঠে এসেছে। তাঁর আবারও অভিযোগ, কেন্দ্র ১ লক্ষ ৬৫ হাজার কোটি টাকা দেয়নি। খাদ্যসাথী, স্বাস্থ্যসাথী, কন্যাশ্রী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কৃষকবন্ধু, সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র, হাসপাতাল, শিক্ষাশ্রী, যুবশ্রী, মেধাশ্রী, স্টুডেন্ট স্মার্ট কার্ড, পরিযায়ী শ্রমিক, বিড়ি শ্রমিকদের জন্য কাজ করছে রাজ্য সরকার। তাঁর কথায়, 'কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দেয় না তিন বছর ধরে। তা বলে গ্রামের রাস্তা তৈরির কাজ, ১০০ দিনের কাজ থেমে নেই। আবাসন যোজনায় ৪৭ লক্ষ বাড়ি করে দিয়েছি।'' এদিন মালদহে প্রশাসনিক সভা থেকে আবার মনে করিয়ে দিতে চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে এ সমাজে মাফিয়াদের কোনও জায়গা নেই। মঞ্চে এদিন কিছুটা ব্যতিক্রমী হিসাবেই দেখা যায় প্রয়াত তৃণমূল নেতা বাবলা সরকারের ছবি। নিজের বক্তব্যেও এদিন বাবলা প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। তিনি বলেন, বাবলার অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করার দায়িত্ব আমি চৈতালিকে দিয়েছি। এর পরেই মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি, মাফিয়াদের জায়গা এই সমাজে নেই। যাঁরা সন্ত্রাস করে এই সমাজে তাঁদের জায়গা নেই। তাঁর কথায়, 'বাংলার মানুষকে ভালবাসেন তাঁরাই আমার স্বর্গ। যাঁরা সেবা করেন, যাঁরা গরিব মানুষকে কাছে টেনে নেন, তাঁরাই আমার ভালবাসা, আমার মানবিক দিক।'' বিহার, ঝাড়খণ্ডের সঙ্গে সীমানা লাগোয়া মালদহ। এ ছাড়া বাংলাদেশ সীমান্তও রয়েছে। তাই সীমানা এলাকা দিয়ে যাতে এই রাজ্যে কোনও দুষ্কৃতী ঢুকতে না পারে সে বিষয়েও প্রশাসনকে সতর্ক থাকতে হবে বলে বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বার্তা, কোনও জঙ্গি, সমাজবিরোধী যেন ' বাসা' বানাতে না পারে। তা হলে তা দেশ, সমাজ এবং রাজ্যের জন্য ক্ষতি। সোমবারের মত মঙ্গলবারও রাজ্যের

আইসিডিএস-এর মেয়েদের মুঠোফোন দেওয়ার কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। অ্যাক্রেডিটেড সোস্যাল হেল্‌থ অ্যাকটিভিস্ট অর্থা ' এবং ইন্টিগ্রেটেড চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস (আইসিডিএস)-এর মেয়েরা, এলাকায় ঘরে ঘরে কাজ করেন। মুখ্যমন্ত্রী মঙ্গলবার সভায় বলেন, আগে 'আইসিডিএস জন্য আমরা করছিলাম, মুঠোফোনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আইসিডিএস-এর জন্যও করা হবে। টেন্ডারটা ক্লিয়ার হয়ে গেলে আপনারা হাতে একটা করে ফোন পাবেন। এই ফোনের মাধ্যমে আপনারা যোগাযোগ করে প্রশাসনকে জানাবেন এবং আপনারা অ্যাকশন নেবেন। মা-বোনদের সম্মান রক্ষা করবেন। বোনদের দায়িত্ব দিচ্ছি, কোথাও কোনওরকম অসংগতি দেখলে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের কানে তুলবেন। সোমবার মুর্শিদাবাদে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'স্মার্ট ফোন থাকলে, সারা পৃথিবীটাকে হাতের মুঠোয় এনে, নিজেদের তৈরি করতে পারে। আশা কর্মীদের ফোন দেওয়া হয়েছে। আইসিডিএস-কে যদি না দেওয়া হয়ে থাকে, তাঁদেরও করে দেওয়া উচিত। যাঁরা পাননি, আপনারা দুয়ারে সরকারে নাম লেখাবেন'। আর জি কর কাণ্ডে অপরাধী সঞ্জয় রায়ের সাজা ঘোষণার পরদিনও বিচারকের রায় নিয়ে ফের অসন্তোষ প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার ময়দানে সরকারি সভা থেকেও এই রায়ের তীব্র বিরোধিতা করেছেন তিনি। এদিন পশ্চিম মেদিনীপুরে জনসভায় শুভেন্দু অধিকারী আর জি করের সাজা ঘোষণা নিয়ে মমতার মন্তব্যের কটাক্ষ করেও একই সুরে আর জি কর-এর আসামী সঞ্জয়ের ফাঁসির দাবি করেছেন। মালদার সভায় মুখ্যমন্ত্রী মনে করিয়ে দেন, তিনি নিজেও একজন আইনজীবী। ফলে আইন তিনিও জানেন। এপ্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি দাবি করেন, রাজ্যের অপরাজিতা বিল গোটা দেশে মডেল করা হোক। এদিন তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে সঞ্জয় রায়ের সাজা প্রসঙ্গ। আর জি কর প্রসঙ্গে এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমি বলেছিলাম, আমরা ফাঁসি চাই। যারা এত পৈশাচিক অত্যাচার করে, যদি কেউ দানবিক হয়, যদি কেউ পাশবিক হয়, তাহলে সমাজ কি মানবিক হতে পারে? মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সমাজকে মানবিক করতে হবে। মা-বোনদের সম্মানের স্বার্থে আমরা অপরাজিতা বিল পাশ করেছি বিধানসভায়। আমরা মৃত্যুদণ্ড রেখেছি সেখানে। আমরা শাস্তির বিধান রেখেছি। অ্যাসিডেও অনেক সময় মুখটুখ পুড়িয়ে দেয়, তার জন্যও আমরা শাস্তি রেখেছি। আমাদের সেই বিল এখনও পাশ করায়নি কেন্দ্রীয় সরকার। ফেলে রেখে দিয়েছে। আমরা চাই, সেটা একটা মডেল তৈরি হোক এবং দেশে এটা মেনে নেওয়া হোক। মুখ্যমন্ত্রীর সংযোজন, যাবজ্জীবন মানেটা কী ? অনেক কেসে আমরা দেখেছি, দু'তিন বছরে বেরিয়ে গিয়েছে। প্যারোলে বেরিয়ে যায়। তাহলে অন্যায় করলেও তাকে ক্ষমা করে দেব? কেন বলবে? এই কেসটায় আমি সত্যি শকড্‌। কুমারগঞ্জে যখন গুলি চলেছিল পার্থ সিংহ বর্মনের উপর, সেদিন বালুরঘাট কোর্টে ছাত্রছাত্রীদের হয়ে আমি একটা কোট পরে দাঁড়িয়েছিলাম এবং ছাত্রছাত্রীদের ছাড়িয়ে এনেছিলাম। আমি অনেকগুলো কোর্টে কেস করেছি। টাকার জন্য নয়, মানবিকতার স্বার্থে। কী করে বলেন জাজমেন্ট ? ইট ইস নট দ্য রেয়ার অফ দ্য রেয়ারেস্ট কেস! আমি মনে করি, ইয়েস, ইট ইস দ্য রেয়ার, সেনসেটিভ অ্যান্ড ভেরি ভেরি হিনিয়াস ক্রাইম । তিনি আরও বলেন, অপরাধ করে যদি কেউ বেঁচে যায়, সে তো আবার অপরাধ করার চেষ্টা করবে। সেটাকে সুরক্ষা দেওয়া আমাদের কাজ নয়।

আর যেন উনি কিছু না করেন, মুখ্যমন্ত্রীকে উদ্দেশ করে কটাক্ষ নির্যাতিতার বাবার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জানুয়ারি ঃ মুখ্যমন্ত্রীকে অত ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এসে কিছু করতে হবে না। কারণ এতদিন অনেক করেছেন আর যেন উনি কিছু না করেন। এটাই ওঁর কাছে আমাদের অনুরোধ। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এভাবেই কটাক্ষ করলেন আর জি করের নির্যাতিতার বাবা। তিনি মঙ্গলবার সংবাদমাধ্যমকে বলেন, আমরা রায়ের প্রতিলিপি পেলে সিদ্ধান্ত নেব। মুখ্যমন্ত্রী অনেক কথা বলতে পারেন। উনিই তো সমস্ত তথ্যপ্রমাণ লোপাট করেছেন। ওনার পুলিশ কমিশনার, ডেপুটি পুলিশ কমিশনার উপস্থিত থেকে সমস্ত অন্যায়গুলো করেছে। পুলিশ এগুলো দেখতে পাচ্ছে না? সিবিআই ঠিক মতো তদন্ত করেনি বলেই সঞ্জয়ের ফাঁসি হয়নি বলেও অভিযোগ করেছেন নির্যাতিতার বাবা। মঙ্গলবার তিনি বলেন, বিচারকের উপর আমরা পূর্ণ আস্থা রেখেছিলাম, বিচারক সেই আস্থা রেখেছেন। সিবিআই দোষী সাব্যস্ত সঞ্জয়ের বিরুদ্ধে ঠিকমতো তথ্যপ্রমাণ দিতে পারেনি বলেই তার মৃত্যুদণ্ড হয়নি। তার বদলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন। আইনের সংস্থান অনুযায়ী আর্থিক ক্ষতিপূরণ বাবদ রাজ্য সরকারকে নিহতের পরিবারকে ১৭ লাখ টাকা দেওয়ার কথা জানিয়েছিল আদালত। সেই টাকা নিতে চাননি তাঁরা। তাঁর কথায়

আমার মেয়েকে বিকিয়ে দিতে আসিনি। আমরা এখানে বিচার চাইতে এসেছি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আর জি কর কাণ্ডে অপরাধী সঞ্জয় রায়ের সাজা ঘোষণার পরদিনও বিচারকের রায় নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার ময়দানে সরকারি সভা থেকেও এই রায়ের তীব্র বিরোধিতা করেছেন তিনি। এদিন পশ্চিম মেদিনীপুরে জনসভায় শুভেন্দু অধিকারী আর জি করের সাজা ঘোষণা নিয়ে মমতার মন্তব্যের কটাক্ষ করেও একই সুরে আর জি কর-এর আসামী সঞ্জয়ের ফাঁসির দাবি করেছেন। মালদার সভায় মুখ্যমন্ত্রী মনে করিয়ে দেন, তিনি নিজেও একজন আইনজীবী। ফলে আইন তিনিও জানেন। এপ্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি দাবি করেন, রাজ্যের অপরাজিতা বিল গোটা দেশে মডেল করা হোক। এদিন তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে সঞ্জয় রায়ের সাজা প্রসঙ্গ। আর জি কর প্রসঙ্গে এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমি বলেছিলাম, আমরা ফাঁসি চাই। যারা এত পৈশাচিক অত্যাচার করে, যদি কেউ দানবিক হয়, যদি কেউ পাশবিক হয়, তাহলে সমাজ কি মানবিক হতে পারে? মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সমাজকে মানবিক করতে হবে। মা-বোনদের সম্মানের স্বার্থে আমরা অপরাজিতা বিল পাশ করেছি বিধানসভায়। আমরা মৃত্যুদণ্ড রেখেছি সেখানে। আমরা শাস্তির বিধান রেখেছি। অ্যাসিডেও অনেক সময় মুখটুখ পুড়িয়ে দেয়, তার জন্যও আমরা শাস্তি রেখেছি। আমাদের সেই বিল এখনও পাশ করায়নি কেন্দ্রীয় সরকার। ফেলে রেখে দিয়েছে। আমরা চাই, সেটা একটা মডেল তৈরি হোক এবং দেশে এটা মেনে নেওয়া হোক।

বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠকে গরহাজির শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জানুয়ারি ঃ বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠকে গরহাজির শুভেন্দু অধিকারী। কেন? জবাব দিতে গিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। খানিক খোঁচার সুরেই তিনি বলে দিলেন, উনি তো রাজ্যের ব্যস্ততম নেতা। আজ শহরে বিশেষ সাংগঠনিক কর্মশালার আয়োজন করেছিলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতারা। প্রাক্তন সভাপতি থেকে বর্তমান সভাপতি, কেন্দ্রীয় সব পর্যবেক্ষক, বিধায়ক, সাংসদ, জেলা সভাপতি-সহ সকলেই উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু ছিলেন না শুধু বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আজ প্রথম নয়, সম্প্রতি একাধিক সাংগঠনিক বৈঠক ছিলেন না তিনি। শুভেন্দু কেন দলীয় সাংগঠনিক বৈঠকে থাকেন না? প্রশ্ন করা হলে সুকান্তর জবাব বেশ ইঙ্গিৎপূর্ণ। রাজ্য বিজেপির সভাপতি বললেন, সাংগঠনিক বৈঠকে বিরোধী দলনেতার ডাক থাকে না সবসময়। তাঁকে নিয়ে আমরা আলাদা করে বসি। তাছাড়া এখন শুধু নয়, আগেও উনি সাংগঠনিক বৈঠকে আসতেন না।

ফেব্রুয়ারির গোড়ায় মহাকুম্ভে মোদি! আস্থার ডুব দিতে যাচ্ছেন শাহ

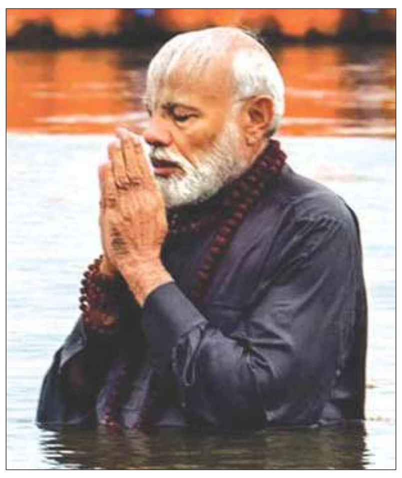

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি ঃ আস্থার ডুব দিতে মহাকুম্ভে যেতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বিশেষ সূত্রের খবর, সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী ৫ ফেরুয়ারি প্রয়াগরাজ যাবেন তিনি। তবে শুধু প্রধানমন্ত্রী নন, মহাকুম্ভে যাবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড়ও। এছাড়াও এই বিরাট ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর। মহাকুম্ভে অংশগ্রহণের জন্য দিল্লিতে এসে মোদিকে আমন্ত্রণ জানান উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। সূত্রের খবর, মহাকুম্ভে অংশগ্রহণের ইচ্ছা তাঁরও যে রয়েছে, সেকথা যোগীকে নিজমুখেই জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তবে, মহাকুম্ভের জন্য বর্তমানে প্রয়াগরাজে যে বিপুল জনসমাগম হচ্ছে তাতে প্রধানমন্ত্রী সেখানে গেলে নিরাপত্তার কড়াকড়ির কারণে মানুষকে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। সেই সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি তিনি প্রয়াগরাজ যেতে পারেন বলে সূত্রের খবর। প্রয়াগরাজে গঙ্গাপুজো করার পাশাপাশি অমৃতস্নান করবেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া সেখানে অস্থায়ী আখড়ায় থাকা সাধুদের সঙ্গেও সাক্ষা১ করবেন বলে জানা যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর পর কুম্ভ মেলায় পা রাখতে পারেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি প্রয়াগরাজে অমৃতস্নান যেতে পারেন তিনি। এছাড়া ১ ফেব্রুয়ারি সঙ্গমে স্নান করতে যেতে পারেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড়। শোনা যাচ্ছে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও যাবেন প্রয়াগরাজে। আগামী ২৭ জানুয়ারি সোমবার প্রয়াগরাজে যাওয়ার কথা রয়েছে তাঁর। ভিভিআইপিদের আগমন উপলক্ষে ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে উত্তর প্রদেশ সরকার। যদিও সরকারের তরফে এখনও আনুষ্ঠানিক ভাবে কোনও কোনও রাষ্ট্রনেতার সফরের তারিখ ঘোষণা করা হয়নি। উল্লেখ্য, জানুয়ারি মাসের ১৩ তারিখ থেকে শুরু হওয়া মহাকুম্ভ চলবে সেই শিবরাত্রি অর্থা ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। মঙ্গলবারে প্রথম অমৃত স্নান হওয়ার পর, ফের অমৃতস্নানের যোগ রয়েছে চলতি মাসের ২৯ তারিখ মৌনি অমাবস্যা, ফেব্রুয়ারি মাসের ৩ তারিখে বসন্ত পঞ্চমী, ১২ তারিখ মাঘী পূর্ণিমা এবং ২৬ ফেব্রুয়ারি শিবরাত্রির দিনে।

আগুনে পুড়ে ছাই বারাকপুরের শপিং মল, ক্ষতিগ্রস্ত সিনেমা হল

দুরন্ত বার্তা,বারাকপুর, ২১ জানুয়ারি ঃ বিধ্বংসী আগুন লেগে পুড়ে ছাই হয়েছে শপিংমল। বারাকপুরের স্টেশন রোড ঘোষপাড়া সংলগ্ন এলাকায় এই ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার বিকেলে এলাকার শপিং মলে এই আগুন লাগে। প্রাথমিকভাবে জানা যায়, অতীন্দ্র সিনেমা হলের ওই বাড়ির একটি দোকানে ওই আগুন লাগে। মুহূর্তে সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে। আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়ে খাক একটি রেস্তরাঁও। আগুন নেভাতে দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়েছে। বিপুল অঙ্কের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হয়েছে। পুলিশ ও দমকল সূত্রে জানা গিয়েছে, বারাকপুর রেল স্টেশনের ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে এই ঘোষপাড়া রোড। সেখানেই একটি অতীন্দ্র মাল্টিপ্লেক্স রয়েছে। সেই বাড়িতেই আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। ওই বাড়িতে একটি শপিং মল ও রেস্তরাঁও রয়েছে। বিকেলে সেখান থেকেই আগুন বেরতে দেখা যায়। মুহূর্তে সেই আগুন ছড়িয়ে প।লে গোটা এলাকায় আতঙ্ক দেখা যায়। রেস্তরাঁ থাকার কারণে দ্রুত সেই আগুন ছড়ায়। ওই বাড়ির ভিতর ও বাইরে দাউদাউ করে আগুনের লেলিহান শিখা জ্বলতে দেখা যায়। ওই এলাকা বরাবর বেশ জনপ্রিয়। বহু মানুষ সেই অঞ্চলে কেনাকাটা, খাওয়াদাওয়া করতে আসেন। সিনেমা হলের কারণে দর্শকদের ভি।ও দেখা যায়। এদিন বিকেলেও একই ছবি ছিল। আগুন লাগার পরেই এলাকা ফাঁকা করার কাজ শুরু হয়। ঘটনাস্থলে দ্রুত চলে আসে দমকলের দুটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীরা দ্রুত সেই আগুন নেভাতে শুরু করেন। আগুনের ভয়াবহতা বুঝে আরও ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নেভানোর কাজ চালায়। ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় সেই আগুন নিয়ন্ত্রণ আসে। পুলিশ নিরাপত্তার খাতিরে গোটা এলাকা ঘিরে রাখে। ঘটনাস্থলে যান বারাকপুরের বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী ও পুরপ্রধান। কীভাবে আগুন লাগল প্রশ্ন উঠছে। সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী। শর্টসার্কিট থেকেই এই আগুন লেগেছে কিনা তা খতিয়ে দেখ হচ্ছে। নাকি এর পিছনে অন্য কোনও ঘটনা রয়েছে। সমস্ত কিছু তদন্ত করে দেখা হবে বলে জানান পুলিশ ও দমকলের আধিকারিকরা।

মসনদে বসেই হু-র সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন ট্রাম্প!

ওয়াশিংটন, ২১ জানুয়ারি ঃ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু-র সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করলেন সদ্য মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেওয়া ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর অভিযোগ, অতিমারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে 'হু' সেভাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারেনি। দেখিয়েছেন আরও নানা কারণও। এদিকে 'হু' থেকে আমেরিকা সরে দাঁড়ানোয় সংস্থাটি চাপে পড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে। কেননা বাইডেন প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন হু'র মোট বাজেটের এক-পঞ্চমাংশই এসেছে মার্কিন তহবিল থেকে। সেক্ষেত্রে আমেরিকা সরে গেলে বাজেটে ঘাটতি হওয়ার সম্ভাবনা সমূহ।

কিন্তু ঠিক কী কারণে এমন সিদ্ধান্ত ট্রাম্পের? কেবল অতিমারী নিয়ন্ত্রণে দীর্ঘসূত্রিতাই একমাত্র কারণ নয়। নতুন মার্কিন প্রেসিডেন্টের অভিযোগ, চিনের থেকে কম অর্থ নিয়ে আমেরিকার কাছ থেকে বেশি অর্থ নেওয়া হয়েছে। এই অতিরিক্ত অঙ্কের অর্থ অনুদান নেওয়ার অভিযোগও তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন

করার অন্যতম কারণ। প্রসঙ্গত, আমেরিকার ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেওয়ার পর ট্রাম্প রেকর্ডসংখ্যক এক্সিকিউটিভ অর্ডারে সই করেছেন ট্রাম্প। নিঃসন্দেহে অন্যতম বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে নাম সরানো। এছাড়াও জন্মগত নাগরিকত্বের অধিকার থেকে 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' তুলে দেওয়া কিংবা প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে সরে যাওয়ার মতো নানা বিষয় রয়েছে। এছাড়াও মার্কিন জনতার দৈনন্দিন খরচ সংক্রান্ত ফাইলে সই করেছেন ট্রাম্প। আমজনতার দারিদ্র মেটাতে সরকারি দপ্তরগুলিকে উদ্যোগ নিতে বলেছেন তিনি। বাকস্বাধীনতা ফেরানো, সরকারি বিধিনিষেধ খানিকটা লঘু করা, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সরকারের ' তুলে নেওয়া' বন্ধ, এমন বিষয়ক নির্দেশিকাতেও রিপাবলিকান নেতা সই করেছেন। এছাড়াও আমেরিকা-মেক্সিকো সীমান্তে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে নির্বাহী আদেশ জারি করেছেন ট্রাম্প। ক্যাপিটল হিংসায় অভিযুক্ত ১৫০০রও বেশি জনকে ক্ষমা করার আদেশ দিয়েছেন তিনি।

কাজের ক্ষেত্রে কখনই কাউকে জোর করা যায় না, বললেন নারায়ণমূর্তি!

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি ঃ সপ্তাহে ৭০ ঘণ্টা কাজ করতে হবে তরুণদের। দেশে কর্মসংস্কৃতির হাল ফেরাতে এমনই পরামর্শ দিয়েছিলেন প্রাক্তন ইনফোসিস কর্তা নারায়ণমূর্তি। আর তা নিয়ে শুরু হয়েছিল তুমুল বিতর্ক। তাঁর সমর্থন বা বিরোধিতায় নানাজন নানা মতামত দিয়েছিলেন। এবার নিজের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে মুখ খুললেন ইনফোসিসের প্রতিষ্ঠাতা। কার্যতই ঢোঁক গিলে তিনি বললেন, কাউকে মোটেই এবিষয়ে জোর করা যায় না। আইএমসির কিলাচাঁদ স্মারক বক্তৃতা দিচ্ছিলেন নারায়ণমূর্তি। আর সেখানেই তাঁকে বলতে শোনা যায়, কেউই চাপিয়ে দিয়ে বলতে পারেন না, এটা করুন। এটা করবেন না। তবে তিনি নিজের মন্তব্যের সমর্থনেও বক্তব্য রেখেছেন। তাঁর কথায়, আমি সকাল ৬টা ২০ মিনিটে অফিসে যেতাম। আর বেরোতাম সন্ধ্যা সাড়ে আটটায়। আর এটা আমি করে গিয়েছিল চল্লিশ বছর ধরে। এটাই ঘটনা। তাই কেউ বলতে পারবেন না এটা ভুল। সেই সঙ্গেই নারায়ণমূর্তি জোর দিয়ে বলেন, এগুলো ব্যক্তিগত পছন্দের ব্যাপার। আর এই নিয়ে বিতর্ক বা আলোচনারও কিছু নেই। তাঁর সাফ যুক্তি, এগুলো এমন বিষয় যেগুলো সম্পর্কে কেউ আত্মবিশ্লেষণ করতে পারে, কেউ আত্মস্থ করতে পারে। আবার কেউ কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসতেই পারেন। এবং যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন।প্রসঙ্গত, একটি পডকাস্টে কথা বলার সময় নারায়ণমূর্তি জানিয়েছিলেন, ভারতের কর্ম সংস্কৃতির বড় পরিবর্তন প্রয়োজন। সপ্তাহে ৭০ ঘণ্টা কাজ করতে হবে তরুণদের। তাঁর কথায়, ভারতের কর্ম-উৎপাদনশীলতা বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে কম। এই পরিস্থিতিতে ৭৭ বছরের নারায়ণমূর্তির পরামর্শ, আমার মতে তরুণদের অবশ্যই বলা উচিত, এটা আমার দেশ। আমি ৭০ ঘণ্টা কাজ করতে চাই। এর পরই শুরু হয় বিতর্ক। পরবর্তী সময়ও এই বিষয়ে নিজের মতকেই প্রতিষ্ঠা করতেই দেখা গিয়েছে তাঁকে। কিন্তু এবার কিছুটা যেন স্তিমিত শোনাল তাঁর স্বর।

ছত্তিশগড়-ওড়িশা সীমানায় ১৬ জন মাওবাদী খতম, বড় সাফল্য সুরক্ষা বাহিনীর

গড়িয়াবন্দ, ২১ জানুয়ারি ঃ নকশালদের বিরুদ্ধে অভিযানে ফের বড়সড় সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। ছত্তিশগ।-ওড়িশা সীমানায় গড়িয়াবন্দে এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে ১৬ জন নকশাল। মঙ্গলবার ছত্তিশগড় পুলিশ বড়সড় এই সাফল্য পেয়েছে। নিহত নকশালদের মধ্যে একজনের মাথার দাম ছিল ১ কোটি টাকা। অভিযান এখনও জারি রয়েছে।গড়িয়াবন্দের পুলিশ সুপার নিখিল রাখেচা বলেছেন, এখনও পর্যন্ত ১৬ জনেরও বেশি নকশালের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নিহত নকশালদের মধ্যে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জয়রাম ওরফে চালাপাথিও রয়েছে, তার মাথার দাম ছিল এক কোটি টাকা। এসএলআর রাইফেলের মতো স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রসহ বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে।গড়িয়াবন্দ এনকাউন্টার প্রসঙ্গে ছত্তিশগড়ের উপমুখ্যমন্ত্রী অরুণ সাও বলেছেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ঘোষণা করেছেন, আমরা ২০২৬ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে দেশকে নকশালবাদমুক্ত করব। আমাদের নিরাপত্তা বাহিনীও সাহসিকতার সঙ্গে এই লক্ষ্যে কাজ করছে, তাঁরা সফলও হচ্ছেন। গড়িয়াবন্দ এই সাফল্যের জন্য আমি অভিবাদন জানাই।

ভারত ২০২৫ ফিডে বিশ্বকাপের আয়োজক হতে চলেছে

অ্যাথেন্স, ২১ জানুয়ারিঃফিডে বিশ্বকাপ ২০২৫, ভারত আয়োজক হতে চলেছে। ২০২২ চেন্নাই দাবা অলিম্পিয়াডের পর দেশে প্রথম বড় আন্তর্জাতিক দাবা টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। আন্তর্জাতিক দাবা পরিচালনা সংস্থা, প্রাথমিকভাবে ৩১ অক্টোবর থেকে ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত নির্ধারিত টুর্নামেন্টের দিন ঠিক করেছে।ফিডে বিশ্বকাপ একটি মর্যাদাপূর্ণ নকআউট টুর্নামেন্ট, যেখানে ২০০ জনেরও বেশি খেলোয়াড় রয়েছে। এটি ক্যান্ডিডেটস টুর্নামেন্টের পথ হিসেবেও কাজ করে, যেখানে ৩টি যোগ্যতা অর্জনের জায়গা রয়েছে।

রাজ্যস্থানে পথ দুর্ঘটনায় নিহত দুই বাইক আরোহী

বালোত্রা, ২১ জানুয়ারি ঃ রাজ্যস্থানে বালোত্রার হাইওযেতে সোমবার রাতে এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, আসাদা গ্রামের কাছে একটি দ্রুতগামী গাড়ি বাইককে ধাক্কা দেয়। দুর্ঘটনায় দুই বাইক আরোহী গুরুতর আহত হয়।এক পুলিশ আধিকারিক জানান, বাইক আরোহী ধর্মরাম (৩৬) এবং দিলীপ (৩০) টেলারিংয়ের কাজ করে ডাংখা গ্রামে ফিরছিলেন। সেই সময় আসাদা গ্রামের কাছে দুর্ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক দুজনকেই মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। যুবকদের মৃত্যুতে পরিবারে শোকে ছায়া নেমে এসেছে জানা গেছে।

নকশাল-মুক্ত ভারত গড়তে নিরাপত্তা বাহিনীকে শুভেচ্ছা অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি ঃ নকশালবাদের ওপর আরেকটি প্রবল আঘাত। নকশাল-মুক্ত ভারত গড়ার লক্ষ্যে আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী বড় সাফল্য পেয়েছে। মঙ্গলবার এক্স হ্যান্ডলে এই বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।তিনি লিখেছেন, সিআরপিএফ, এসওজি ওড়িশা এবং ছত্তিশগড় পুলিশ ওড়িশা-ছত্তিশগড় সীমান্তে যৌথ অভিযানে ১৪ জন নকশালকে নিকেশ করেছে। নকশালমুক্ত ভারতের জন্য আমাদের সংকল্প এবং আমাদের নিরাপত্তা বাহিনীর যৌথ প্রচেষ্টায় নকশালবাদ আজ শেষ নিঃশ্বাস নিচ্ছে।প্রসঙ্গত, ওড়িশা-ছত্তিশগড় সীমানায় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে রাতভর গুলির লড়াইয়ে নিহত হন ১৪ নকশাল। তাঁদের মধ্যে এক জনের মাথার দাম ছিল ১ কোটি টাকা। পুলিশ জানিয়েছে, এই সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন জয়রাম ওরফে চালাপাতি। তিনি মাওবাদীদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন।

সঞ্জয়ের সর্বোচ্চ শাস্তি চেয়ে হাই কোর্টে রাজ্য, মামলা দায়েরের অনুমতি ডিভিশন বেঞ্চের

কলকাতা, ২১ জানুয়ারি ঃ শাস্তি ঘোষণার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, তিনি এখনও ফাঁসির দাবিতে অনড়। সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে রাজ্য হাই কোর্টের দ্বারস্থ হবে বলেও জানান তিনি। সময় এতটুকুও নষ্ট না করে মঙ্গলবার দিনের প্রথমার্ধেই আবেদন নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হল রাজ্য সরকার।দোষী সঞ্জয় রায়ের সর্বোচ্চ সাজা অর্থা ফাঁসির দাবিতে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত হাই কোর্টে আবেদন জানান। সূত্রের খবর, মামলা দায়েরের অনুমতি মিলেছে বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ শব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চে।সোমবার শিয়ালদহ আদালত দোষীর আমৃত্যু কারাবাসের শাস্তি ঘোষণা করে। শিয়ালদহ আদালতের বিচারক অনির্বাণ দাস নির্দেশনামায় লিখেছেন, আর জি করের ঘটনাকে বিরলের মধ্যে বিরলতম হিসাবে বিবেচনা করছেন না তিনি।যদিও মুখ্যমন্ত্রী এটিকে বিরলের মধ্যে বিরলতম ঘটনা বলেই মনে করছেন। মুখ্যমন্ত্রী শুরু থেকেই আর জি কর-কাণ্ডে দোষীর সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানিয়ে এসেছেন। গত বছরের ৯ অগস্ট আরজি করের মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনার পর দোষীর ফাঁসির দাবিতে রাস্তায় নেমেছিলেন তিনি।

মিনাখায় নেতাজি ব্রাহ্মণচকের মাঠে কি বললেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ

দুরন্ত বার্তা,মিনাখায়ঃ-প্রতিবছরের ন্যায় এবছরেও ড. ভীমরাও আম্বেদকরের স্মরণে হাড়োয়ার নেতাজি ব্রাহ্মণচকের মাঠে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল এম.এল.এ কাপ-২০২৫ মিনাখার বিধায়িকা ঊষারাণী মন্ডলের উদ্যোগে। এই টুর্নামেন্টের তথা এম.এল.এ কাপেরও শুভ সূচনা হয়। টুর্নামেন্টে উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিন ২৪ পরগনার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মোট ১৬ টি দল অংশগ্রহণ করে এই এম.এল.এ কাপ টুর্নামেন্টে। ফাইনাল খেলায় এদিন রাধানগর আজাদ সংঘ ও ব্যাঁওতা রিভার্স একাদশ পরস্পর পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাধানগর আজাদ সংঘ চ্যাম্পিয়ন হয়। টুর্নামেন্টের শেষে মিনাখা বিধানসভার বিধায়িকা ঊষা রানী মন্ডল ও জেলা পরিষদের পরিষদীয় দলনেতা মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল চ্যাম্পিয়ন দলের হাতে সুদৃশ্য ট্রফির পাশাপাশি দেড় লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন ও তার পাশাপাশি রানার্স দলের হাতে সুদৃশ্য ট্রফি সহ এক লক্ষ দশ হাজার টাকার চেক তুলে দেন। এছাড়াও সেরা খেলোয়াড়,সেরা ব্যাটসম্যান, সেরা উইকেট রক্ষক ও সেরা বোলিংয়েরও পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় তাদের হাতে। ফাইনালের মেগা ম্যাচের সভা মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ মহাশয় ও রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ মহাশয়, রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু মহাশয়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট উত্তরের বিধায়ক রফিকুল ইসলাম মন্ডল, বসিরহাট দক্ষিণের বিধায়ক সপ্তর্ষি ব্যানার্জি, সন্দেশখালীর বিধায়ক সুকুমার মাহাতো,হাড়োয়ার বিধায়ক রবিউল ইসলাম ও এম.এল.এ কাপের উদ্যোক্তা ঊষা রানী মন্ডল সমস্ত অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের পরিষদীয় দলনেতা মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল।

হরিয়ানায় ঘন কুয়াশায় দৃশ্যমানতা তলানিতে, যান চলাচলে প্রভাব

যমুনানগর, ২১ জানয়ারি ঃ দুই দিন ধরে রোদ ঝলমলে আবহাওয়ার পর আবারও ঘন কুয়াশার কারণে স্বাভাবিক জনজীবন ব্যাহত হয়েছে হরিয়ানায়। মঙ্গলবার ভোর থেকেই ঘন কুয়াশার কারণে স্বাভাবিক জনজীবনে প্রভাব পড়ে। এদিন ভোরবেলা ও সকালে দৃশ্যমানতা ১৫ মিটারেরও কম থাকায় যানবাহনগুলি ধীর গতিতে চলতে বাধ্য হয়েছে।এদিন সকালে তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রিরও নিচে নেমে যায়। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী দু'দিন দিনের বেলায় তাপমাত্রা কিছুটা বাড়বে এবং আকাশ পরিষ্কার থাকবে। জেলা কৃষি দফতরের এক আধিকারিক জানান, তাপমাত্রা যত কম থাকবে, ততই গমের ফসলের জন্য উপকারি হবে।

৫ দিন নিখোঁজ থাকার পর বাঁধ থেকে উদ্ধার কিশোরীর দেহ

রাঁচি, ২১ জানুয়ারি ঃ৫ দিন নিখোঁজ থাকার পর উদ্ধার হল কিশোরীর দেহ। বাঁধ থেকে ওই কিশোরীর দেহ উদ্ধারের ঘটনায় ঝাড়খণ্ডের রাঁচি শহরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মঙ্গলবার ধুরভা বাঁধ থেকে কিশোরীর দেহ উদ্ধার হয়। এক পুলিশ আধিকারিক জানান, বৃহস্পতিবার থেকেই কিশোরী নিখোঁজ ছিল।পরিবারের সদস্যরা জানান, পড়াশুনা করতে বলায় ক্ষিপ্ত হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় কিশোরী। এরপর শুরু হয় খোঁজাখুঁজি। ওইদিনই থানায় অভিযোগ দায়ের করেন পরিবারের সদস্যরা। এক পুলিশ আধিকারিক জানান, মেয়েটির শরীরে কোনও ধরনের আঘাতের চিহ্ন নেই। মেয়েটি বাঁধে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়ায় এনডিআরএফ-এর ২০তম প্রতিষ্ঠা দিবস

নতুনদিল্লি(পিআইবি), ২১জানুয়ারীঃকেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়ায় এনডিআরএফ-এর ২০তম প্রতিষ্ঠা দিবস অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেন। অনুষ্ঠানে শ্রী শাহ বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন করেন এবং প্রায় ২২০ কোটি টাকা মূল্যের বিভিন্ন প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। এরমধ্যে রয়েছে ইনস্টিটিউট অফ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের ন্যাশনাল সাউথ ক্যাম্পাস, এনডিআরএফ-এর ১০-ম ব্যাটেলিয়ন এবং সৌপল ক্যাম্পাসের আঞ্চলিক প্রতিরোধ কেন্দ্র। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হায়দ্রাবাদে ন্যাশনাল পুলিশ অ্যাকাডেমিতে একটি নতুন সুসংহত শ্যুটিং রেঞ্জের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন এবং তিরুপতিতে আঞ্চলিক ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি ভবনের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নায়ডু, কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী শ্রী রামমোহন নায়ডু, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শ্রী বান্দিন্দ সঞ্জয় কুমার, স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রী গোবিন্দ মোহন এবং এনডিআরএফ-এর মহা নির্দেশক শ্রী পীযূষ আনন্দ।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী বলেন, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে উদ্ধারে এগিয়ে আসে এনডিআরএফ আর মানবঘটিত বিপর্যয়ে এগিয়ে আসে নরেন্দ্র মোদী সরকার। ২০১৯ থেকে ২০২৪ এই ৫ বছরে অন্ধ্রপ্রদেশ মানব ঘটিত দুর্যোগে অনেক বিপত্তির মুখে পড়েছে। যাতে ব্যাহত হয়েছে রাজ্যের প্রভূত সম্ভাবনা। তিনি বলেন, এই সময়কালে উন্নয়নের ক্ষতির ভার কাটিয়ে উঠতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মুখ্যমন্ত্রী শ্রী চন্দ্রবাবু নায়ডু অন্ধ্রপ্রদেশের উন্নয়নের গতিকে ৩ গুণ প্রসারিত করেছেন। সক্ষম প্রশাসন, আর্থিক এবং উন্নয়নমূলক কৌশলের মাধ্যমে রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চন্দ্রবাবু নায়ডু-র প্রশংসা করেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী । তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী অন্ধ্রপ্রদেশে ৬ মাসে ৬ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ ও সাহায্যে জুগিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, অন্ধ্রপ্রদেশের গর্বের প্রতীক বিশাখাপত্তনম ইস্পাত কারখানার ভবিষ্যত সম্ভাবনার দিকে তাকিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা অতি সম্প্রতি ১১ হাজার কোটি টাকা অনুমোদন করেছে। চন্দ্রবাবু নায়ডুর ইচ্ছানুসারে রাজ্যের রাজধানী হিসেবে অমরাবতীকে সগৌরবে ভূমি পুজোর মাধ্যমে উদ্বোধন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাজ্যের উচ্চাকাঙ্খী নানা প্রকল্পকে অবহেলা করায় বিগত সরকারের সমালোচনা করেন তিনি।শ্রী শাহ বলেন, বিগত ৬ মাসে রাজ্যের রাজধানী হিসেবে অমরাবতীকে গড়ে তোলার চন্দ্রবাবু নায়ডুর দৃষ্টিভঙ্গিকে বাস্তব রূপ দিতে কেন্দ্র অমরাবতী প্রকল্পে হাডকো এবং বিশ্ব ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ২৭,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। নতুন রেলওয়ে জোনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়েছে এবং পোলাভারম থেকে জল ২০২৮ সালের মধ্যে রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছে যাবে। ১,৬০০ কোটি টাকা ব্যয়ে এইমস হাসপাতাল প্রকল্প চালু এবং বিশাখাপত্তনমকে গ্রীণ হাইড্রোজেন হাব হিসেবে গড়ে তুলতে ২ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, অন্ধ্রপ্রদেশের জন্য গত ৬ মাসে ১ লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকার জাতীয় সড়ক এবং পরিকাঠামো প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশের উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার দৃঢ়তার সঙ্গে চন্দ্রবাবু নায়ডুর পাশে রয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিগত এক দশকে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা ব্যবস্থাপণায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে। গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে পুলিশ, থানা, এনসিসি, স্কাউট সকলেই সমন্বিতভাবে বিপর্যয় মোকাবিলার কাজে একসাথে কাজ করছে। এই ব্যবস্থাপণা ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য এবং কার্যবিধির যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। ত্রাণ কেন্দ্রিক অভিমুখকে বর্তমানে উদ্ধার কেন্দ্রিক অভিমুখে রূপান্তর ঘটানো হয়েছে। বিপর্যয়ে প্রানহানির সংখ্যা শূন্যে নামিয়ে আনার লক্ষ্যকে সামনে রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে এনডিআরএফ, এনডিএমএ এবং এনআইএমডি সমন্বয়ের ভিত্তিতে কাজ করছে। শ্রী অমিত শাহ বলেন, এনডিআরএফ দেশের মধ্যেই কেবল বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠান নয়, বিশ্ব জুড়ে অতি অল্প সময়ে তা স্বীকৃতিলাভ করেছে। বিগত দুটি বামাপের প্রাকৃতিক ঝঞ্ঝায় কোনো জীবনহানি না ঘটায় এনডিআরএফ-এর বিরাট ভূমিকা রয়েছে। নেপাল, ইন্দোনেশিয়া, তুরস্ক, মায়ানমার, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশে এনডিআরএফ-এর কাজেরও প্রশংসা করেছেন সেইসব দেশের প্রধানরা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার বিপর্যয় ব্যবস্থাপণায় দ্বাদশ অর্থ কমিশনের ১২,৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ বাড়িয়ে চতুর্দশ অর্থ কমিশনে ৬১,০০০ কোটি টাকা করেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে ভারত সিডিআরআই অর্থা বিপর্যয় প্রতিরোধ পরিকাঠামো জোট গড়ে তুলেছে। বর্তমানে এই জোটের অন্তর্ভুক্ত ৪৮টি দেশ। বিপর্যয় ব্যবস্থাপণা ক্ষেত্রে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে মোদী সরকার নানা অ্যাপ, ওয়েবসাইট এবং পোর্টাল চালু করেছে বলে তিনি জানান। দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ এইসব অ্যাপের সঙ্গে যুক্ত এবং তারা নিজ নিজ ভাষাতেও এই অ্যাপের উপযোগিতা গড়ে তুলেছেন। ডায়াল ১১২-এর মতো সাধারণ সতর্কবার্তা প্রোটোকল মানুষের উপকারে লাগছে। শ্রী শাহ বলেন, আজ আরও দুটি প্রতিষ্ঠান এই কাজের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। কেন্দ্রক নিখরচায় জমি দিয়েছেন চন্দ্রবাবু, সেখানে এনডিআরএফ-এর দশম ব্যাটলিয়ন এবং এনআইডিএম-এর দক্ষিণ ভারত শাখা গড়ে উঠেছে।

নদীয়ার কল্যাণীতে ডাঃ কে. আর. অধিকারী কলেজে যুব দিবস পালন উপলক্ষে ডাক্তারদের সেমিনার সার্থক হল

দুরন্ত বার্তা,কল্যাণীঃকল্যাণীতে ডাঃ কে. আর. অধিকারী কলেজ অফ অপ্টোমেট্রি এন্ড প্যারামেডিকেল টেকনোলজিতে মহাসাড়ম্বরে পালিত হল যুব দিবস। এই যুব দিবস উপলক্ষে স্বাস্থ্য বিজ্ঞান সচেতনতা শিবিরের মাধ্যমে এই দিনটিকে পালন করা হয়। এই মহতি অনুষ্ঠানটির শুভ উদ্বোধন করেন কল্যাণী পৌরসভার পৌরপ্রধান ড. নিলিমেশ রায় চৌধুরী। যে যার পেশায় সুবক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেডিসিন বিভাগের বিশিষ্ট চিকিৎসক কল্যাণীর ডাঃ কে. পি. হালদার, তিনি আলোচনা করেন কমন কার্ডিয়াক ইমার্জেন্সি বিষয়ে, কলেজ অফ মেডিসিন এন্ড জে. এন. এম. হাসপাতালের ডাঃ রথীন্দ্র নাথ বিশ্বাস তিনি আলোচনা করেন রেস্পিরেটরি ইমার্জেন্সি বিষয়ে এবং কলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের অর্থোপেডিক বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ সুজিত নারায়ন নন্দী আলোচনা করেন সেভ রোড এক্সিডেন্ট ভিকটিম এন্ড বেসিক লাইফ সাপোর্ট বিষয়ে। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ডাঃ এস. কে. রায়, ডাঃ প্রদীপ কুমার শর্মা, ডাঃ শান্তি রঞ্জন মন্ডল সহ বিশিষ্ট চিকিৎসক বৃন্দ। সমস্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ডাঃ কে. আর. অধিকারী. কলেজ অফ অপ্টোমেট্রি এন্ড প্যারামেডিকেল টেকনোলজির প্রতিষ্ঠাতা এবং অধ্যক্ষ-অধ্যাপক ডাঃ তপন কুমার অধিকারী মহাশয়।

মুম্বইয়ের ব্যবস্থা ভালো রয়েছে, বিজেপি ভয়ের পরিবেশ তৈরি করছেঃসঞ্জয় রাউত

মুম্বই, ২১ জানুয়ারি ঃমুম্বইয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভালোই রয়েছে, বিজেপি শুধু শুধু ভয়ের পরিবেশ তৈরি করছে, এমনটাই অভিযোগ করলেন উদ্ধব ঠাকরে শিবিরের শিবসেনা সঞ্জয় রাউত। তাঁর কথায়, মুম্বই পৌরসভা নির্বাচনের জন্য বিজেপি ভয়ের পরিবেশ তৈরি করছে।মঙ্গলবার দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, মুম্বইয়ে যদি বাংলাদেশি থাকে, তাহলে এ জন্য দায়ী কে? কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কী করছেন? সঞ্জয় রাউত আরও বলেছেন, নির্বাচনের সময় বাংলাদেশিদের নিয়ে তাঁরা চিন্তিত। কেন তারা এসব আগে ভাবেনি?... তাঁরা ক্ষমতায় আছে এবং তাঁদেরই জবাব দিতে হবে কিভাবে রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশিরা আমাদের দেশে প্রবেশ করেছে। এলজি এখন চিঠি লিখছেন, তিনি কি গত ১০ বছরে রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশিদের দেখতে পারেননি?

পঞ্চাননতলা অ্যাথলেটিক ক্লাবের উদ্যোগে তুলসী দাস বলরাম স্পোর্টস কমপ্লেক্সের শুভ সূচনা হল

দুরন্ত বার্তা,নৈহাটিঃ ৫৪ তম উত্তর ২৪ পরগনা জেলা আন্ত জিমন্যাস্টিকস মিট ২০২৫ সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো ১৮ জানুয়ারি ২০২৫ সকাল থেকে রাত পর্যন্ত।পঞ্চাননতলা অ্যাথলেটিক ক্লাবে নবনির্মিত স্যার তুলসী দাস বলরাম নামাঙ্কিত স্পোর্টস কমপ্লেক্সের দারোদ্ঘাটন ও স্যার তুলসী দাস বলরামের মূর্তির আবরণ উন্মোচন করলেন রামকৃষ্ণ বানপ্রস্থ মিশনের সভাপতি স্বামী সর্বসুখানন্দজী মহারাজ ও নৈহাটির বিধায়ক সনৎ দে মহাশয়। এই সূচনার মহতী মুহূর্তে সঙ্গে ছিলেন অলিম্পিয়ান তথা দ্রোনাচার্য অর্জুন পুরস্কার প্রাপ্ত সোমা বিশ্বাস ও কুন্তল রায়, অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক বিশ্বরূপ দে, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর রঞ্জিত সুর, নৈহাটির বড় মায়ের সম্পাদক তাপস ভট্টাচার্য, ফুটবলার নাসির আহমেদ,প্রদীপ তালুকদার ও ট্রেনার অঞ্জন ব্যানার্জি,বৈদ্যনাথ দাস ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নৈহাটি পৌরসভার পৌরপিতাগন। বিধায়ক সনৎ দে তার বক্তব্যে বলেন আমরা সব সময় খেলা প্রেমী মানুষের মনের চাহিদা পূরণ করে থাকি। এখানে এত সুন্দর একটা খেলার আঙ্গিনা তৈরী হলো যেখান থেকে খুদে খুদে ছেলে-মেয়েরা ও কিশোর কিশোরীরা স্ব-স্ব ক্ষেত্রে ক্রীড়া জগতে গড়ে উঠবে এই আশা রাখি, যাতে এখান থেকে ক্ষুদে খুদে ছেলেমেয়েরা খেলোয়াড় তৈরি হয়ে দেশ-বিদেশের মাটিতে সাড়া জাগায় ও ভারতের সম্মান শিখরে পৌঁছাতে পারে। সারাদিন ধরে স্পোর্টস কমপ্লেক্সের মধ্যে চলল ছোট ছোট খুদে খেলোয়াড়দের জিমন্যাস্টিকস প্রতিযোগিতা।

স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৩তম জন্মতিথি উদযাপিত জলপাইগুড়ির রামকৃষ্ণ মিশনে

জলপাইগুড়ি, ২১ জানুয়ারি ঃ জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে উদযাপিত হলো স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৩তম জন্মতিথি। মঙ্গলবার ভোর থেকে শুরু হয় নানান ধর্মীয় অনুষ্ঠান। দূর-দূরান্ত থেকে আগত ভক্তদের সমাগম হয়।ভক্তদের ঢল এবং আধ্যাত্মিক পরিবেশে সকাল থেকেই আশ্রম প্রাঙ্গণ মুখরিত ছিল। বৈদিক মন্ত্রপাঠ, স্তোত্রপাঠ এবং হোমযজ্ঞ দিয়ে দিনের সূচনা হয়। দিনভর ভক্তদের জন্য আযোজিত হয় ভক্তিমূলক সংগীত এবং কীর্তন। দুপুরে প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়।রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক শ্রীম শিবপ্রেমানঃদ মহারাজ জানান, ১২ জানুয়ারি স্বামীজির জন্মদিন হিসেবে পালিত হলেও আজকের দিনটি বিশেষ পুজো এবং অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদযাপন করা হয়। তিনি আরও জানান, এই উদযাপন নতুন প্রজন্মকে স্বামীজির জীবনদর্শন এবং আদর্শ সম্পর্কে অনুপ্রাণিত করবে।

সাইবার অপরাধ দমনে সতর্কতায় অমিতাভ বচ্চনকে বার্তা অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি ঃ সতর্কতাই সাইবার অপরাধ দমনের চাবিকাঠি। আপনাকে ধন্যবাদ অমিতাভ বচ্চনজি, সাইবার অপরাধের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযানে আপনার সমর্থন দেওয়ার জন্য। মঙ্গলবার এই মর্মে বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।ভারতীয় চলচ্চিত্রের মেগাস্টার, অমিতাভ বচ্চন, সাইবার অপরাধের ক্রমবর্ধমান হুমকি সম্পর্কে নাগরিকদের সতর্ক করেছেন এবং সাইবার জালিয়াতির ক্ষেত্রে ১৯৩০ নম্বরে জানানোর পরামর্শ দিয়েছেন। এক্সবার্তায় অমিতবাবু লিখেছেন, এটি অবশ্যই একটি ' সাইবারসিকিওর'ভারত গড়তে আমাদের প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী করবে।এর সঙ্গে যুক্ত করা ভিডিওতে আছে অমিতাভ বচ্চনের সেই আবেদন, যেখানে তাঁকে বলতে দেখা গেছে- আমি সবাইকে আরও আপডেটের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের এর ' সাইবারদোস্ট'অনুসরণ করতে এবং ১৯৩০-তে অথবা সাইবারক্রাইম ডট ইন-এ সাইবার অপরাধ রিপোর্ট করার জন্য অনুরোধ করছি।

কেজরিওয়াল ও অতিশীর জন্য দিল্লিতে আশ্রয় পাচ্ছে রোহিঙ্গা মুসলিমরাঃঅনুরাগ ঠাকুর

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারিঃআম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অতিশীর বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অনুরাগ সিং ঠাকুর। অনুরাগের কথায়, কেজরিওয়াল ও অতিশীর জন্য দিল্লিতে আশ্রয় পাচ্ছে রোহিঙ্গা মুসলিমরা।মঙ্গলবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, কেজরিওয়াল, অতিশী ও আম আদমি পার্টির নেতাদের নির্দেশে রোহিঙ্গা মুসলিম ও অবৈধ বাংলাদেশি অভিবাসীরা দিল্লিতে আশ্রয় পাচ্ছে। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে আম আদমি পার্টিকে উৎখাত করার আহ্বান জানান তিনি।

মহাকুম্ভের জনপ্রিয়তা প্রতিটি ভারতীয়ের জন্য গর্বের বিষয়ঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি ঃ এবার আমরা এত বৃহ পরিসরে কুম্ভের ডিজিটাল পদচিহ্ন প্রত্যক্ষ করছি। কুম্ভের এই বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়তা প্রতিটি ভারতীয়ের জন্য গর্বের বিষয়। গত রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, কুম্ভ অনুষ্ঠান আমাদের আরও বলে যে, আমাদের ঐতিহ্য কীভাবে সমগ্র ভারতকে একত্রিত করে। উত্তর থেকে দক্ষিণে বিশ্বাস মেনে চলার উপায় একই। একদিকে, প্রয়াগরাজ, উজ্জয়িনী, নাসিক এবং হরিদ্বারে কুম্ভের আয়োজন করা হয় অন্যদিকে, দক্ষিণ অংশে, গোদাবরী, কৃষ্ণা, নর্মদা এবং কাবেরী নদীর তীরে পুস্করম আয়োজন করা হয়।প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভ শুরু হয়েছে। মানবতার এক অবিস্মরণীয় সমুদ্র, অবিশ্বাস্য দৃশ্য।

আবহাওয়া

আগামী কয়েকদিনে বেশ কয়েক ডিগ্রি পারদ পতন হবে বলে ইঙ্গিত হাওয়া অফিসের। পূর্বাভাস, আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় তাপমাত্রা বেশ কয়েক ডিগ্রি নামতে পারে। রাতের তাপমাত্রাতেও পতন হতে পারে। কলকাতায় বৃহস্পতিবার তাপমাত্রা ১৩ ডিগ্রির আশেপাশে থাকার সম্ভাবনা। সারাদিনই মূলত শীতের কনকনে ভাব অনুভূত হবে। বৃহস্পতিবার ভোরে কিছু জায়গা কুয়াশাচ্ছন্ন হলেও, বেলায় পরিষ্কার থাকবে আকাশ। দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে ২১ ডিগ্রি এবং ১২ ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ সর্বোচ্চ ৯২ শতাংশ, সর্বনিম্ন ৫৪ শতাংশ ।জোয়ার-সকাল ৮ টা ৫৫ মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫৫ মিনিট। ভাটা-সকাল ৮ টা ৫৫মনিট এবং রাত ২ টা ৫৫মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ০২মিনিট এবং অস্ত ৪টা ৫৯মিনিট

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

৮মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ,বুধবার, ইংরেজীঃ২১ জানুয়ারী ২০২৫, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ৬ মাঘ, চান্দ্রঃ ১২ মাধব মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ ৬মাঘ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ ৬ মাঘ ১৯৪৬, মৈতৈঃ১২ বাকচিং, আসামঃ২৬ পুহ, মুসলিমঃ১১-রজব-১৪৪৬ হিজরী।শ্রীকুর্ম দ্বাদশীসূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ২১ঃ১৬ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ০৭ঃ২৯।চন্দ্র উদয়ঃদুপুর ০২ঃ৩০ঃ৩৭(১১) এবং অস্তঃশেষ রাত্রি ০৪ঃ৪৭ঃ ৪২(১১)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃ ত্রয়োদশী (জয়া) শেষ রাত্রি ঘ ০৫ঃ ৫৮ঃ১২ দং ৫৯১৫২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃ রোহিণী দুপুর ঘ ০০ঃ১৮ঃ২১ দং ১৪৫২২৭.৫ পর্যন্ত পরে মৃগশিরাকরণঃকৌলব রাত্রিঃ০৬ঃ ৪৬ঃ২৬ দং ৩১২৪০ পর্যন্ত পরে তৈতিলযোগঃশুক্র দুপুর ঘ ০০ঃ০৩ঃ ৩৭ দং ১৪১৫৩৭.৫ পর্যন্ত পরে ব্রহ্মঅমৃতযোগঃদিন ০৬ঃ২১ঃ২২ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ২৭ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৪৭ঃ৩২ থেকে - ০৯ঃ৫৬ঃ৪৬ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০৬ঃ০১ থেকে - ০২ঃ৫৮ঃ২০ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ ৪১ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০১ঃ০৩ঃ৫১ থেকে - ০২ঃ৪৯ঃ৪১ পর্যন্ত।মহেন্দ্রযোগঃ রাত্রি ০২ঃ৪৯ঃ৪১ থেকে - ০৩ঃ ৪২ঃ৩৭ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ০৭ঃ০৪ঃ২৭ থেকে - ০৭ঃ৪৭ঃ৩২ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ থেকে - ০৬ঃ০০ঃ৩০ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০১ঃ০৫ঃ১৫ থেকে - ০২ঃ২৬ঃ০২ পর্যন্ত। কালবেলাঃ দিন ০৬ঃ২১ঃ২২ থেকে - ০৭ঃ৪২ঃ ০৯ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৪৬ঃ৪৮ থেকে - ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৫ঃ০৭ঃ৩৫ থেকে - ০৬ঃ৪৬ঃ৪৮ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ ৪২ঃ০৯ থেকে - ০৬ঃ২১ঃ২২ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৮২৭৩২৫ (২১) ১ পদচন্দ্রঃ ২৩৪৪২ (৫) ৩ পদমঙ্গলঃ ৩৪৫০১৭ (৮) ১ পদবুধঃ৮১০৯৭ (১৯) ৪ পদবৃহস্পতিঃ১১৮৫১৩ (৪) ৩ পদশুক্রঃ১০১৩৩০১১ (২৪) ৩ পদশনিঃ১০১৮১২৪৬ (২৪) ৪ পদরাহুঃ১১৯০১ (২৬) ২ পদকেতুঃ৫৯০১ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রিবৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃধনু রাশি সকাল ০৬ঃ৩৪ঃ৫৪ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ০৮ঃ২১ঃ৪৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ০৯ঃ৫৫ঃ১১ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ১১ঃ২৬ঃ১৬ পর্যন্ত। মেষ রাশি দুপুর ০১ঃ০৬ঃ৫০ পর্যন্ত। বৃষ রাশি দুপুর ০৩ঃ০৫ঃ১৩ পর্যন্ত। মিথুন রাশি বিকাল ০৫ঃ১৮ঃ৩২ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৭ঃ৩৪ঃ ১৪ পর্যন্ত। সিংহ রাশি রাত্র ০৯ঃ ৪৫ঃ৩৫ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্র ১১ঃ ৫৫ঃ৪৭ পর্যন্ত। তুলা রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ০৯ঃ৫৬ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ২৫ঃ৪২ পর্যন্ত।

ফের বৃদ্ধি তাপমাত্রায়, দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গে কুয়াশার পূর্বাভাস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জানুয়ারি ঃ মহানগরী কলকাতায় ফের বা।ল তাপমাত্রা, মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বেড়ে ১৪.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৭ ডিগ্রি বেশি। আপাতত তাপমাত্রা হ্রাসের কোনও সম্ভাবনা নেই, উল্টে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ঊর্ধ্বমুখী থাকবে তাপমাত্রা। ফলে হালকা শীত যতটুকু অনুভূত হচ্ছে, তাও উধাও হতে পারে। তাপমাত্রার বৃদ্ধির পূর্বাভাসের মধ্যেই দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় কুয়াশার সম্ভাবনাও রয়েছে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি হল-দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পঙ, আলিপুরদুয়ার। দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় কুয়াশার সম্ভাবনা রয়েছে। এই জেলাগুলিতে সকালের দিকে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকতে পারে।

ক্যানিংয়ে স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে খুন! অভিযুক্ত স্বামী পলাতক

দুরন্ত বার্তা, ক্যানিং, ২১ জানুয়ারি ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ে স্বামীর সঙ্গে বিবাদের জেরে মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। মৃতার নাম আসমীরা সর্দার (২১)। ক্যানিংয়ের সুন্দিপুকুরিয়া এলাকার ঘটনা। আসামীরাকে খুন করে ঘরে ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তার স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনার পর থেকে পলাতক মৃতার স্বামী মিজানুর সর্দার। মঙ্গলবার সকালে পরিবারের সদস্যরা ওই গৃহবধূকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃতার পরিবারের অভিযোগ, বছর তিনেক আগে বারুইপুরের বৃন্দাখালির বাসিন্দা আসমীরার বিয়ে হয় মিজানুরের সঙ্গে। বিয়ের পর থেকেই পনের টাকার জন্য লাগাতার চাপ দিত মিজানুর। বেশ কয়েকবার কষ্ট করে টাকা যোগাড় করে দিয়েছিলেন আসমিরার বাবা আসমত মোল্লা। তার অভিযোগ, মেয়েকে শ্বাসরোধ করে খুন করে ঘরে ঝুলিয়ে দিয়েছে জামাই। দোষীর শাস্তি দাবি করেছেন তিনি।

হাওড়ার চ্যাটার্জিহাটে হাইড্রেনে উদ্ধার নিখোঁজ বৃদ্ধার মৃতদেহ

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২১ জানুয়ারি ঃ হাওড়ার চ্যাটার্জিহাট থানা এলাকায. হাইড্রেনের মধ্যে থেকে উদ্ধার নিখোঁজ বৃদ্ধার মৃতদেহ, এলাকায় চাঞ্চল্য। হাওড়ার চ্যাটার্জিহাট থানা এলাকায় হাইড্রেনের মধ্যে থেকে উদ্ধার হলো বৃদ্ধা মহিলার মৃতদেহ। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। মৃত মহিলার নাম গঙ্গা দাস (৭০)। বাড়ি চ্যাটার্জীহাট থানা এলাকায়। মৃত বৃদ্ধা গত কয়েকদিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন। মঙ্গলবার সকালে তাঁর দেহ উদ্ধার হয় শৈলেন মান্না সরণীর একটি হাইড্রেনের মধ্যে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে চ্যাটার্জিহাট থানার পুলিশ। বৃদ্ধা গত ৫ তারিখ থেকে নিখোঁজ ছিলেন। তারপরেও বাড়ির লোকজন থানায় কোনও মিসিং ডায়েরি কেন করেননি এটা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে চ্যাটার্জিহাট থানার পুলিশ। খতিয়ে দেখা হচ্ছে ওই এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ।

যাদবপুরে স্কুটারে ধাক্কা বাসের মহিলার মৃত্যু, মেয়ে ও স্বামী আহত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জানুয়ারি ঃ যাদবপুরে এইট বি বাসস্ট্যান্ডের কাছে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক মহিলা। গুরুতর জখম হয়েছেন তাঁর স্বামী, আহত হয়েছে তাঁদের মেয়েও। জানা গিয়েছে, বিনোদিনী গার্লস স্কুলের পড়ুয়া মেয়েকে নিয়ে স্কুটারে করে যাচ্ছিলেন মা ও বাবা। এইট বি-র কাছে তাঁদের স্কুটারে ধাক্কা মারে এস৩১ রুটের একটি বাস। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ছাত্রীর মা ঘটনাস্থলেই মারা যায় ও তাঁর বাবা গুরুতর আহত হন। তাঁকে বাঘাযতীন স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে. যাওয়া হয়েছে। তবে মেয়েটি সামান্য আঘাত পেলেও, সুস্থ রয়েছে। পুলিশ মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৩তম জন্মতিথি সাড়ম্বরে পালন

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২১ জানুয়ারি ঃ স্বামী বিবেকানন্দের ১৬৩তম জন্মতিথি সাড়ম্বরে পালিত বেলুড় মঠে। প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উপলক্ষে মঙ্গলবার সকাল থেকেই বেলুড় মঠে ভক্ত সমাগম হয়। ভোরে স্বামীজীর মন্দিরে মঙ্গলারতির মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর বেদপাঠ, স্তবগান, বিশেষ পূজা ও হোমের আয়োজন করা হয়। অস্থায়ী মন্ডপেও সকাল থেকেই চলে নানা অনুষ্ঠান। স্বামীজীর ঘরেও সকাল থেকে উচ্চাঙ্গ সংগীত, ধ্রুপদ, খেয়াল, বিবেকানন্দ গীতি, কঠোপনিষদ পাঠ, শাস্ত্রীয় সংগীত, যুগলবন্দী ও তবলা লহরার আয়োজন করা হয়। দুপুর তিনটেয় ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী উপস্থাপনা করা হয়। এই বিশেষ দিনে বেলুড় মঠের পক্ষ থেকে মা সারদা সদাব্রত ভবনে বেলা ১১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত আগত ভক্তদের জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা করা হয়। এদিন বেলুড় মঠে বহু দূরদূরান্ত থেকে প্রচুর ভক্তের সমাগম হয়। বেলঘড়িয়া পুলিশ হাউসিং এর বাসিন্দা তনুজা ভান্ডারি বলেন, আমি প্রায়ই আসি বেলুড় মঠে।

পরবর্তী সময় এখানে দীক্ষা নেওয়ার ইচ্ছা আছে। এখানে এসে মন শান্ত হয়ে যায়। স্বামীজীর বাণী মেনে চললে সঠিক পথ পাওয়া যায়। নতুন প্রজন্ম যদি স্বামীজীর বাণী মেনে চলে তাহলে জীবনে কোনও কষ্ট হবে না। সারাদিন বেলুড় মঠে কাটাব। মনের শান্তি এবং তৃপ্তির আশাতেই এখানে এসেছি। বেলুড় মঠে আগত আরেক দর্শনার্থী গৌতম চট্টোপাধ্যায় বলেন, বেলুড় মঠে আজকের দিনটা একটা আলাদা অনুভূতির। বিশেষ করে স্বামীজী এই বেলুড় মঠে শেষ দিন পর্যন্ত কাটিয়েছেন। বিবেকানন্দের ঘরে সকালবেলায় যখন পৌঁছোই, ভেতরটা দেখার পর তাঁর প্রতিটি ব্যবহার্য জিনিসের মধ্যে এখনও তাঁর অনুভূতি রয়েছে এটাই আমি অনুভব করতে পেরেছি। এর পাশাপাশি তাঁর ঘরের বাইরে থেকে তাঁর ব্যবহার্য জিনিস দেখলে এখনও পর্যন্ত মনে হয় স্বামীজী এখনও বেলুড় মঠের প্রতিটি জায়গায় রয়েছেন। এখনও সবার মাঝে তাঁর উপস্থিতি রয়েছে। এদিন সকাল থেকে বারেবারে এটাই অনুভব করতে পেরেছি।

জয়নগরে ডাকাতির আগেই ধৃত ৮

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর,২১ জানুযারি ঃ জয়নগর থানার পুলিশের ধারাবাহিক সাফল্য চলছে। জয়নগর মজিলপুর পৌর এলাকা সহ জয়নগর থানা এলাকায় বর্তমানে বা।তিতে চুরির ঘটনা কিছুটা হলেও বেড়েছে।আর তাঁর ফলে জয়নগর থানার পুলিশ রীতিমতো এলাকায় নজরদারি বাড়ায়। সোমবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পালের নির্দেশে জয়নগর থানার পুলিশের বিশেষ টিম জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ব্যানার্জী পাড়া মোড়ে কয়েকজন যুবককে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে তাদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে। এবং পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদে তাদের কথায় অসংগতি থাকায় তাদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃত ৮ জন হলো -আসলাম হালদার (২৩), বাড়ি জীবনতলা থানার মাখালতলা ফেরিনগর এলাকায়, সিরাজুল লস্কর(২৩),বাড়ি বারুইপুর থানার বেলেগাছি এলাকায়, নুরমহম্মদ গাজী (১৯),বাড়ি বারুইপুর থানার বেলেগাছি এলাকায়, হোসেন মোল্লা (২৮), বাড়ি বারুইপুর থানার বেতবেড়িয়া ঘোলা এলাকায়, সাহেব আলি সেখ (২৩),বাড়ি বারুইপুর থানার বেলেগাছি এলাকায়, হাসমানতুল্লা মল্লিক (২৪), বাড়ি জয়নগর থানার চালতাবেড়িয়া এলাকায় ও সাইফুদ্দিন সরদার (৩২),বাড়ি বারুইপুর থানার বেলেগাছি ঘোলা এলাকায়।

নাবালিকার দেহ উদ্ধারে এলাকাবাসীর অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে উঠল বাসন্তী

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ২১ জানুয়ারি ঃ আর জি কর ও কুলতলি-জয়নগর ঘটনর পরে সেই ঘটনা ঘটল বাসন্তীতে? উত্তর চুনাখালি এলাকার নাবালিকার পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ার পরে থেকেই ক্ষোভে ফুঁসছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ওই নাবালিকাকে ধর্ষণের পর খুন করা হয়েছে। সেই কথাই জোরালোভাবে দাবি করছেন এলাকার বাসিন্দারা। সোমবার সকালের পর মঙ্গলবারও দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীর উত্তর চুনাখালি গ্রামে উত্তেজনা রয়েছে। পুলিশ গোটা বিষয়টি তদন্ত করে দেখছে। বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মণ্ডলও ঘটনার তীব্র নিন্দা করে প্রতিবাদে সরব হয়েছেন। অভিযুক্তরা যাতে ছাড় না পান। তদন্তের মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি। ওই নাবালিকাকে গণধর্ষণ করা হয়েছে। সেই কথাই এলাকায় শোনা যাচ্ছে। পুলিশও সেই বিষয়টিকে খতিয়ে দেখছে। এখনও অবধি ওই ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতরা হলেন বুদ্ধদেব সর্দার, বিনয় সর্দার ও দীপেন কয়াল। ধৃত তিনজনেরই বাড়ি উত্তর চুনাখালি এলাকায়। সূত্রের খবর, ত্রিকোণ প্রেমের জেরেই সম্ভবত ধর্ষণ করে এই খুনের ঘটনা ঘটেছে। অষ্টম শ্রেণির ওই নাবালিকার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল স্থানীয় যুবক বুদ্ধদেব ও বিনয় সর্দারের। প্রেমের

ঘটনায় মিডলম্যানের কাজ করতেন দীপেন কয়াল। অন্যদিকে বুদ্ধদেব আর বিনয়ের মধ্যে সম্পর্ক ভালো ছিল না। একজনের সঙ্গেই দুজনে প্রেম করছেন, সেটা তাঁরা জানতে পারেন। এদিকে নাবালিকার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে চাইছিলেন দীপেনও। তিন বন্ধুই গোটা বিষয়টি জানতে পেরে তারপরেই কি খুনের পরিকল্পনা করে। সেই প্রশ্নও উঠে আসছে। সূত্রের খবর, গত ৯ জানুয়ারি সন্ধ্যায় তিনজন একত্রিত হয়ে মদ্যপান করেন। ডেকে নেওয়া হয়েছিল ওই নাবালিকাকেও। এরপর সকলের অলক্ষ্যে তাঁকে ধানচাষের ওই জমিতে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপরেই তিন বন্ধু মিলে গণধর্ষণ করেন। ঘটনা ধামাচাপা দিতে নাবালিকাকে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়। এরপর চাষের ওই খেতেই মাটি খুঁ।ে পুঁতে দেওয়া হয়। ওই নাবালিকার পরিবার বিস্তর খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে ১২ জানুয়ারি বাসন্তী থানায় নিঁখোঁজ অভিযোগ দায়ের করে। পরিবারের দাবি, নিখোঁজ অভিযোগ দায়ের করার পর পুলিশ কোনও প্রকারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেনি। মৃতদেহ উদ্ধার করতে গেলে সাধারণ মানুষের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয় পুলিশকে। সোমবার রাত থেকে ঘটনাস্থলটি ঘিরে রাখা হয়েছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার কথা জানার কাজ শুরু করেছে পুলিশ।

খেলাধুলায় বেশি মনযোগী হবার আহ্বান মন্ত্রী পুলক রায়ের

মতিয়ার রহমান,উলুবেড়িয়া,২১ জানুয়ারি ঃ উলুবেড়িয়া দক্ষিণ চক্রের প্রাথমিক বিদ্যালয়,নিম্ন বুনিয়াদি ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্র সমূহের ৪০তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো ধুলাসিমলা বোর্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে। মঙ্গলবার প্রাক প্রাথমিক শ্রেনী থেকে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে মোট ৩৪টি ইভেন্টে র প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন, শহীদ বেদীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, জাতীয় সঙ্গীত,ও শপথ বাক্য পাঠের মধ্য দিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্তমন্ত্রী পুলক রায় তিনি তার বক্তব্যে সকল ছাত্রছাত্রীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন আরো বেশি খেলাধুলায় মনযোগ দিতে। উলুবেড়িয়া পূর্বের বিধায়ক তথা প্রাক্তন জাতীয় ফুটবলার বিদেশ রঞ্জন বসু, তিনি তার বক্তব্যে বলেন মোবাইল থেকে বিরত

থাকতে সকলকে আহ্বান জানান, এবং খেলাধূলায় আরো বেশি সময় দিতে বলেন, উপস্থিত অভিভাবকদের কাছে অনুরোধ করেন যে তাদের শিশুদের মধ্যে পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলায় বেশি করে সময় দেওয়ার জন্য। খেলাধুলার জন্য সবসময় তিনি সহযোগিতা করতে প্রস্তুত বলে জানান। খেলাধুলায় বাংলার তথা দেশের উন্নয়নে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। আরো উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অজয় মন্ডল,উলুবেড়িয়া ১নং বিডিও এইচ এম রিয়াজুল হক, বিশিষ্ট সমাজসেবী দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়,উলুবেড়িয়া ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অতীন্দ্র শেখর প্রামাণিক, ধুলাসিমলা পঞ্চায়েতের উপপ্রধান গোপীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,মহঃ ফিরোজ, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ শুভ্রা মন্ডল,শিক্ষক নেতা কিংকর মন্ডল,মারুফুদ্দিন মল্লিক।

শিয়ালদহ-এসপ্ল্যানেড স্ট্রেচ অফ গ্রিন লাইনের প্রথম ট্রায়াল রান সম্পন্ন হয়েছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জানুয়ারি ঃ শিয়ালদহ-এসপ্ল্যানেড

স্ট্রেচ (২.৬৩ কিমি) গ্রিন লাইনের পশ্চিম-গামী টানেলের মধ্য দিয়ে প্রথম ট্রায়াল রান আজ অর্থাৎ ২১.০১.২০২৫ তারিখে সফলভাবে পরিচালিত হয়েছে। মেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার এবং কলকাতা মেট্রো রেল কর্পোরেশন লিমিটেডের (কেএমআরসিএল) চেয়ারম্যান শ্রী পি. উদয় কুমার রেড্ডি, মেট্রো রেলওয়ে এবং কেএমআরসিএলের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এই ট্রায়াল রানে উপস্থিত ছিলেন। শিয়ালদহ মেট্রো স্টেশন থেকে রাত ১১.২০ মিনিটে শুরু হওয়া এই ট্রায়াল রানের সময় জেনারেল ম্যানেজার মোটরম্যানস ক্যাবে উপস্থিত ছিলেন। ট্রায়াল রেক (এমআর ৬০৭) এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনে ১১.৩১ মিনিটে পৌঁছায়। শ্রী রেড্ডি এই সফল ট্রায়াল রানের জন্য সকলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশনে ট্রায়াল রানের পর তিনি মেট্রো রেলওয়ে এবং কেএমআরসিএল-এর কর্মকর্তাদের সাথে একটি বৈঠকও করেন। এই অংশটি চালু হলে কলকাতা এবং শহরতলির জনগণকে শিয়ালদহ এবং হাওড়া থেকে কলকাতার বিভিন্ন অংশ এবং সংলগ্ন অঞ্চলে পৌঁছানোর জন্য একটি আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি বিপ্লবী পদক্ষেপ হবে।

তেলিনিপাড়া ভদ্রেশ্বর উচ্চবিদ্যালয়ের পুনর্মিলন উৎসব

মলয় সুর, হুগলি, ২১ জানুযারি ঃ তেলিনিপাড়া ভদ্রেশ্বর উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল তাদের ২৮ তম পুনর্মিলন উৎসব। পুরোপুরি নবাবী মেজাজে স্কুলের প্রাক্তনীদের গান, আড্ডা যেমন ছিল সঙ্গে বক্তৃতাও থাকে। স্কুলের বিশাল হল ঘরে এক ঝাঁক প্রাক্তনীদের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের সমবেত কন্ঠে উদ্বোধনী সংগীতের পর প্রদীপ প্রজ্জলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন স্কুলের প্রাক্তনী কালিশংকর মিত্র। ১৮৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টি হুগলি জেলার নামকরা স্কুল গুলির মধ্যে অন্যতম। এই শতাব্দী প্রাচীন স্কুলের বহু ছাত্র দেশ-বিদেশে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও প্রাক্তনী শিশির বিশ্বাস ও প্রাক্তনী বলরাম কর্মকারকে বিশেষ সম্মান দেওয়া হয়।। পরবর্তী নিবেদন ছিল বেহালা বাজিয়ে রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন করেন শ্যামল পাল । 'চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে' ও '

আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয়'। তার নেশা বেহালায় সুর তোলা। তাই যন্ত্রটির চর্চা করে চলেছেন তিনি। অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল শ্রুতি নাটক' নৃত্য কালী' । পরিবেশন করেন নারায়ণ চন্দ্র দাস, সুকুমার ভট্টাচার্য ও শ্যামল মজুমদার। বিদ্যালয়ের বর্তমান প্রধান শিক্ষক দেব কুমার দাস বিদ্যালয়ের সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন । এদিন মঞ্চে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের কৃতি ছাত্রদের পুরস্কৃত করা হয়। প্রাক্তনীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বর্ষীয়ান শীতল চন্দ্র কোলে, হারাধন কর, শক্তিপদ ভট্টাচার্য, কৃষ্ণচন্দ্র সুর ,ভাস্কর রায় প্রমুখরা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় ও বিপ্লব ভট্টাচার্য।

টানা ৮ দিন বাংলায় চড়কিপাক খেয়ে জিনাত প্রেমিক ঢুকলো ঘাটশিলায়

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ২১ জানুয়ারি ঃ টানা ৮-৯ দিন বাংলায় চড়কিপাক খেয়ে অবশেষ ঢুকলো ঘাটশিলায়। এক জঙ্গল থেকে আরেক জঙ্গল। রীতিমতো হন্যে হয়ে জিনাতকে খুঁজে না পেয়ে বনদপ্তরের সাতদিনের বাঘবন্দি অভিযানের সাঁড়াশি আক্রমণে আবার ঝাড়খণ্ডে ফিরে গেল তার পুরুষসঙ্গী। যে পথ দিয়ে সে বাংলায় প্রবেশ করেছিল সেই পথ অর্থাৎ হাতির করিডর দিয়েই দলমা বন্যপ্রাণ অভয়ারণ্য লাগোযা. জামশেদপুর বনবিভাগের ঘাটশিলা বনাঞ্চলে ঢুকে যায়। ঝাড়খণ্ড বনবিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার বিকাল পর্যন্ত ওই বনাঞ্চলের কালাঝোড় এলাকায় রয়েছে। তার পদচিহ্ন পেয়েছে জামশেদপুর বনবিভাগ। এদিকে বাংলা ছেড়ে ঝাড়খণ্ডমুখী হওয়ার পায়ের ছাপও সংগ্রহ করেছে রাজ্যের বনদপ্তর। শনিবার বিকাল থেকে শুরু হওয়া ৪৮ ঘন্টার সাঁড়াশি অভিযান এদিন বিকালে শেষ হলেও আরও ৭২ ঘন্টার নাইট ওয়াচিং-র পাশাপাশি বনাধিকারীকদের তদারকি চলবে। থাকবেন সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের বিশেষজ্ঞরাও। কারণ সে যে জিনাতের পথ ধরে আবার ফিরবে না তা নিশ্চিত করে বলতে পারছে না কংসাবতী দক্ষিণ বনবিভাগ। এই বাঘবন্দি অভিযানের তত্ত্বাবধানে থাকা রাজ্যের মুখ্য বনপাল (পশ্চিম চক্র) সিঙ্গরম কুলান ডাইভেল জানান, জিনাতের পথ ধরে যে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারটি বাংলায় এসেছিল। সেটি আবার ঝাড়খণ্ডে ফিরে গিয়েছে। ঝাড়খণ্ডে যাওয়ার তার যেমন পদচিহ্ন মিলেছে। তেমনই ঝাড়খণ্ডের ঘাটশিলা বনাঞ্চল কর্তৃপক্ষ তাদের নিশ্চিত করে জানিয়েছে ওই এলাকায় থাকা বাঘের পায়ের ছাপ থেকে তারা পরিস্কার ওই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারটি সেখানে রয়েছে। অভিযান আপাতত বন্ধ হলেও ৭২ ঘন্টা নজরদারি চলবে। সুন্দরবন ব্যাঘ্র বিশেষজ্ঞ টিমও বান্দোয়ানে থাকছেন। ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুর বনবিভাগের ডিএফও সাবা আলম আনসারি বলেন, ওই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারটি জামশেদপুর

বনবিভাগে রয়েছে। আমরা তার পায়ের ছাপ পেয়েছি। আমরা ধারাবাহিক নজরদারি চালাচ্ছি। মানুষজনকে সতর্ক থাকার কথা বলা হয়েছে। এখন ঘাটশিলায় ভরা পর্যটনের মরশুম। ফলে ঠাসা পর্যটক। আর সেখানে রয়্যাল বেঙ্গল চলে যাওয়ায় তীব্র আতঙ্ক তৈরি হয়েছে ওই পাহাড়-জঙ্গল পর্যটন কেন্দ্রে।

বনদফতরের সাঁড়াশি অভিযানেই রীতিমতো বিরক্ত হয়ে গর্জনে প্রতিবাদ জানিয়ে সোমবার ভোর রাতে বাংলার সীমানা ছাড়ে ওই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। বাংলা থেকে প্রায় ৭-৮ কিলোমিটার দূরে রয়েছে সে। বান্দোয়ানের কাঁটাপাহাড় থেকে ঝাড়খণ্ডের পটমদা থানার বুড়াবুড়ি পাহাড়ে আসে জিনাত সঙ্গী। তারপর গোবরঘুষি, বাটালুকার জনপদ ছুঁয়ে ঘাটশিলায় যায়। বাটুলুকা গ্রামের কঙ্কা সরেনের ঘর থেকে ২০০ মিটার দূরে এদিন সকালে ওই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের পায়ের ছাপ দেখে ঝাড়খন্ড বনবিভাগ। এরপরেই বাঘ থেকে সতর্ক থেকে সচেতনতার প্রচার চালায় বনদপ্তর। কয়েক দিন ধরে জিনাতের পুরুষ সঙ্গী সন্ধ্যে থেকে বিভিন্ন এলাকায় পদচারণা করে রাইকা পাহাড়ের কাছে ভাঁড়ারি ও যমুনাগোড়াতেই ফিরে আসছিল। ওই এলাকায় ২ দিন ধরে তার ছবি মিলছিল ট্র্যাপ ক্যামেরায়। তাই রবিবার কাঁটাপাহাড় এলাকায় সাঁড়াশি আক্রমণের পাশাপাশি যমুনাগোড়ার জঙ্গল এলাকায় গাছে মাচা বেঁধে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের শুটাররা ক্যামোফ্লেজে এমবুস করেছিলেন। কিন্তু রবিবার রাতে আর সেখানে যায়নি জিনাত প্রেমিক । যেমনভাবে শনিবার সকালে ট্র্যাপ ক্যামেরায় দুটো ছবি ধরা পড়লেও তার পাশেই খাঁচার মধ্যে থাকা ছাগলের টোপে আকৃষ্ট হয়নি। ব্যাঘ্র বিশেষজ্ঞদের কথায়, ওই বাঘটি যে আসলে জিনাতকেই খুঁজছে! এই কারণেই তার ফেলে আসা পথে বারবার পদচারণা। এভাবে হুলা পার্টিকে নিয়ে পটকা ফাটিয়ে অভিযান না হলে হয়তো ওই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার রাইকা পাহাড় ও পাহাড়তলি ছেড়ে যেত না। বলছেন বাং়োযানের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষজন।

মহাকুম্ভ ২০২৫, সংস্কৃতি ও প্রযুক্তির এক সঙ্গম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জানুয়ারি ঃ মৃদুভাবে প্রবাহিত হচ্ছে শক্তিশালী গঙ্গা, প্রাচীন ও নতুনকে আলিঙ্গন করে, আমাদের পরিচিত জীবনকে প্রাণবন্ত করে তোলে এবং সভ্যতাগুলিকে লালন করে এর প্রতিটি ফোঁটা। চিরকাল ধরে পালিত হয়ে আসছে এই বিশাল নদী, প্রতি ১২ বছর অন্তর লক্ষ লক্ষ মানুষ তার আশীর্বাদ কামনা করে এখানে ভিড় জমায়। বিশাল জনতার কাছে, প্রয়াগে গঙ্গা, যমুনা এবং অদৃশ্য সরস্বতীর সঙ্গমস্থলে পালিত কুম্ভ মেলা, পূর্বপুরুষদের সাথে একটি প্রতীকী সংযোগ হিসেবে রয়ে গেছে যারা বহু প্রজন্ম আগে শ্রদ্ধার সাথে এই স্থানে এসেছিলেন এবং স্মৃতি নিয়ে ফিরে এসেছিলেন যা জীবনকাল স্থায়ী ছিল। ২০২৫ সালের মহাকুম্ভ, যা বর্তমানে প্রয়াগে চলছে, ৪৫ দিনের মেলায় প্রায় ৩০ কোটি তীর্থযাত্রীর সমাগম হবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা এটিকে পৃথিবীর বৃহত্তম ধর্মীয় সমাবেশে পরিণত করবে। এই বিশাল জনতা যাতে পবিত্র সঙ্গমে পৌঁছাতে পারে এবং স্বাচ্ছন্দ্যে এর আশীর্বাদ গ্রহণ করতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য সকল অংশীদারদের এক বিশাল প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে।২০২৫ সালের মহাকুম্ভের জন্য, ভারতীয় রেল কেবল ভ্রমণকে সহজতর করছে না বরং পুরো অভিজ্ঞতাকে ঐতিহ্য এবং প্রযুক্তির এক অসাধারণ মিশ্রণে পরিণত করছে। গত তিন বছরে এটি কুম্ভ-সম্পর্কিত অবকাঠামো প্রকল্পগুলি তৈরি করতে ৫,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে, যার মধ্যে একটি নতুন নদী সেতুও রয়েছে। নাগরিকদের ভ্রমণের সুবিধার্থে গৃহীত ডিজিটাল উদ্যোগগুলি রেল ভ্রমণকে একটি আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছে। তীর্থযাত্রা ডিজিটাল হয়ে ওঠে ভারতীয় রেলওয়ে কর্তৃক চালু করা কুম্ভ রেল সেবা ওয়েবসাইটটি ট্রেনের

সময়সূচী, টিকিটের প্রাপ্যতা এবং স্টেশনের সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে রিয়েল-টাইম আপডেটের জন্য একটি ওয়ান-স্টপ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম। একটি বহুভাষিক মোবাইল অ্যাপের সাথে যুক্ত, এটি নিশ্চিত করে যে কোনও ভক্ত ভাষাগত বা প্রযুক্তিগত বাধা নির্বিশেষে পিছিয়ে না পড়েন। তীর্থযাত্রীরা তাদের নখদর্পণে রুট পরিকল্পনা করতে, টিকিট বুক করতে এবং প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলি অ্যাক্সেস করতে পারেন - লক্ষ লক্ষ মানুষের আগমন পরিচালনার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।দেশের ভাষাগত বৈচিত্র্যের কথা মাথায় রেখে ১২টি প্রধান ভারতীয় ভাষায় ঘোষণা করা হচ্ছে। এমনকি সুবিধা পুস্তিকাটি ২২টি ভাষায়ও পাওয়া যাচ্ছে। টোল ফ্রি নম্বরটি হিন্দি, ইংরেজি এবং আঞ্চলিক ভাষায় তথ্য সরবরাহ করে, যা ভাষা, অঞ্চল বা দেশ নির্বিশেষে নির্বিঘ্নে যোগাযোগ নিশ্চিত করে। প্রায় ২০০০ স্টেশনে সমন্বিত ডিজিটাল রেলওয়ে ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক যাত্রীদের জন্য রিয়েল-টাইম আপডেট প্রদান করে। যোগাযোগকে সহজতর করে, এই ডিজিটাল স্ক্রিনগুলি নিশ্চিত করে যে তীর্থযাত্রীরা তাদের যাত্রার সময় ন্যূনতম অসুবিধার সম্মুখীন হন। তাছাড়া, ভারতীয় রেল টুইটার, ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রামের মতো সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিকে গ্রহণ করেছে, যা যাত্রীদের সময়োপযোগী আপডেট এবং ঘোষণার মাধ্যমে অবহিত করে। এই প্রচেষ্টার পরিপূরক হিসেবে প্রধান টার্মিনালগুলিতে টাচ-স্ক্রিন কিয়স্ক স্থাপন করা হয়েছে। এই কিয়স্কগুলি টিকিট কাউন্টার এবং তথ্য কেন্দ্র উভয়ই কাজ করে, দক্ষ নেভিগেশন সক্ষম করে এবং দীর্ঘ সারি হ্রাস করে। অতিরিক্তভাবে, স্টেশনগুলিতে বারকোড-ভিত্তিক ইউটিএস (অসংরক্ষিত টিকিটিং সিস্টেম) সংহতকরণ, রেল কর্মীদের বিশেষভাবে ডিজাইন করা সবুজ জ্যাকেটে মুদ্রিত ঘণ্ড কোড সহ, টিকিট কাউন্টারে দীর্ঘ অপেক্ষার সময় সাশ্রয় করছে এবং একই সাথে কাগজের ব্যবহার হ্রাস করছে। ওয়ার রুমঃ মহাকুম্ভের অভিজ্ঞতা রক্ষা এই বিশাল লজিস্টিক অপারেশনের মূল কেন্দ্রবিন্দু হল প্রয়াগরাজের মহাকুম্ভ ওয়ার রুম। অত্যাধুনিক পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা সহ সজ্জিত, ওয়ার রুমটি মহাকুম্ভ প্রশাসন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংস্থাগুলির সাথে অবিচ্ছিন্ন সমন্বয়ে রিয়েল-টাইম ট্রেন পরিচালনা, জনসাধারণের ট্র্যাফিক এবং ভিড়ের চলাচল তদারকি করে।নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ বাড়ানোর জন্য এক হাজারেরও বেশি নজরদারি ক্যামেরা (কিছু মুখের স্বীকৃতি দিয়ে সজ্জিত) এবং ড্রোন মোতায়েন করা হয়েছে। ২৩,০০০ এরও বেশি রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী এবং রাজ্য পুলিশ কর্মীরা ডিজিটাল নজরদারি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাকে সমর্থন করে। ভবিষ্যতের জন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গিআধ্যাত্মিকতাকে সম্মান করার পাশাপাশি, উদ্ভাবনকে আলিঙ্গন করে, ভারতীয় রেল কেবল ভক্তদের পরিবহন করছে না এটি এমন একটি অভিজ্ঞতা তৈরি করছে যা অতীত এবং ভবিষ্যতের সেতুবন্ধন করে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে গৃহীত উদ্যোগগুলি ভারতের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারের সুখী সহাবস্থান এবং উদীয়মান বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের বিশ্বের উদাহরণ। মহাকুম্ভ ২০২৫, ভারতের ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং ভবিষ্য প্রজন্মের জন্য প্রযুক্তি সমৃদ্ধ ভবিষ্য গঠন-উভয়ের প্রতি সরকারের নিষ্ঠার সাক্ষ্য হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ৫৩ সংখ্যা, বুধবার ৮ মাঘ, ১৪৩১

সঙ্গীত শিল্পী ওপি নায়ার

উর্দুতে রামায়ণ পড়ছেন হিন্দি গানের অবিসংবাদী যুগপুরুষ, ওপি নায়ার। ১৯৫০ এর দশক, একজন সুরকার হিন্দি ছবিতে সুরারোপ করার জন্য পারিশ্রমিক নিলেন ১,০০,০০০ টাকা। হ্যাঁ, ঠিক পড়েছেন, এক লাখ টাকা! ভাবা যায়? ওঙ্কারপ্রসাদ নায়ার। তাঁর গানের সুরে মুগ্ধ হয়ে গীতা দত্ত তাঁকে আলাপ করিয়ে দিলেন স্বামী গুরু দত্তের সঙ্গে। অজান্তেই যেন একটা ইতিহাস বইয়ের প্রথম পাতাটা লিখে দিলেন গীতা। এর পরের দীর্ঘ সময়ে মোট ৬২টা গান তৈরি হল ওপি-গীতা জুটিতে। গীতা আর তারপর শামশাদ বেগম হয়ে উঠলেন ওপি'র কণ্ঠ। শামশাদ গাইলেন ৩৯টা গান। গুরু আর ওপি হয়ে উঠলেন অভিন্নহৃদয় বন্ধু। বারবার গুরু দত্তের মৃত্যুর জন্য নিজেকে দায়ী করেছেন তিনি। গুরু'র মৃত্যুর আগের রাতে রাজ কাপুর নাকি ফোন করেন ওপি'র বাড়িতে এবং তাঁর স্ত্রীকে জানান যে গুরু দুরন্ত মদ্যপ অবস্থায় কাঁদছেন আর ওপি'কে খুঁজছেন! ওপি ক্লান্তির অজুহাতে রাতটুকু কাটিয়ে পরের সকালে গুরুর বাড়ি গিয়ে শোনেন গুরু আত্মঘাতী হয়েছেন। এমনিতেই স্ত্রী গীতা আর পরে তথাকথিত প্রেয়সী ওয়াহিদা রহমান ছেড়ে চলে যাওয়ায় ভেতরে ভেতরে শেষ হয়ে গিয়েছিলেন গুরু। চিরকাল ঠোঁটকাটা হিসেবে পরিচিত ওপি সেখানে একেবারে হুলুস্থুল বাঁধালেন। গুরুর মৃত্যুর জন্য দায়ী করে তাঁর মৃতদেহের সামনেই যাচ্ছেতাই করে বলেন গীতা দত্তকে। আর ওয়াহিদাকেও যা নয় তাই কথা শোনান অন্ত্যেষ্টির সময়। শোনা যায়, একবার নাকি তিনি গুরু দত্তের সামনে ওয়াহিদাকে গোয়ানিজ আয়া'র মত লাগছে বলে মন্তব্য করেন! এই ওপি-গীতা একের পর এক গান চলতে চলতেই ১৯৫৭ সালে মুক্তি পেল 'নয়া দৌড়'। এই ছবির গান নাড়িয়ে দিল আপামর ভারতবাসীকে। এই ছবি মোড় ঘুরিয়ে দিল এক শিল্পীর কেরিয়ারের আর হাওয়া দিল এক সুরকারের প্রেমের পালে। দিদি লতা মঙ্গেশকরের ছায়ায় ঢেকে থাকা আশা ভোঁসলের নবজন্ম হল। একমাত্র ওপি'র কাছেই আশা ছিলেন প্রথম পছন্দ, বাকি সবার কাছেই আশা দ্বিতীয় অপশন্, মানে লতার পরে। এমনকি রাহুল দেব বর্মনের কাছেও একই। এরপর ওপি'র গানে গীতা দত্ত এবং শামশাদ বেগমের জায়গা নিয়ে নিলেন আশা। 'আশাবরী' হলেন ওপি। যে দৌড় শেষ হয় ৬০টা ছবিতে ৩২৪টা গান দিয়ে। আশাকে নিয়ে এত বাড়াবাড়ি রকমের উৎসাহ দেখালেন যে ঠিক করলেন লতা মঙ্গেশকরকে দিয়ে কোনও গান না গাইয়েই কাজ করবেন। শুনতে অবাক লাগলেও সত্যি, তিনিই বলিউড ইতিহাসের একমাত্র বিখ্যাত সুরকার যিনি লতা মঙ্গেশকরকে দিয়ে একটাও গান রেকর্ড করান নি। দৌড়টা স্বপ্নের হলেও শেষটা 'আশা'নুরূপ হল না। প্রেম ভাঙল সুর আর স্বরের। ১৯৭২ সাল। একদিকে চরম মদ্যপ ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রার খেসারত জীবন দিয়ে দিলেন গীতা দত্ত। আর এক দিকে আশার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে অবশেষে দাঁড়ি পড়ল। এমন বিরোধিতা তৈরি হল যে আর জীবনেও মুখোমুখি হলেন না দুজন। কিন্তু শিল্পের তাতে কি বা এসে যায়! ওপি-আশা জুটিতে যে গানটা শেষ তৈরি হল সেটা হল 'প্রাণ জায়ে পর বচন না যায়ে'।

গবেষক আশুতোষ ভট্টাচার্য

সাহিত্যিক, লোকসংস্কৃতিবিদ। ১৯০৯ সালের ১৭ জানুয়ারি কিশোরগঞ্জ জেলার ঝালুয়া গ্রামে মাতুলালয়ে তাঁর জন্ম। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল একই জেলার বকজোড়গান্দি গ্রামে। তাঁর পিতা মুরারিমোহন ভট্টাচার্য ছিলেন একজন আইনজীবী। আশুতোষ বরাবরই একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি কিশোরগঞ্জ উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক (১৯২৬) এবং ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে আইএ (১৯২৮) পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। পরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃত ও বাংলায় অনার্সসহ বিএ (১৯৩১) এবং বাংলায় এমএ (১৯৩২) ডিগ্রি লাভ করেন। এখান থেকে তিনি ১৯৫৯ সালে পিএইচডি ডিগ্রিও লাভ করেন। আসানসোল রেলওয়ে স্কুলে শিক্ষকতার মাধ্যমে আশুতোষ কর্মজীবন শুরু করেন। পরে তিনি ১৯৩৭ সালে বাংলার লেকচারার হিসেবে যোগদান করে কয়েক বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। ১৯৫৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার হিসেবে যোগদান করে তিনি পর্যায়ক্রমে রবীন্দ্র অধ্যাপক (১৯৬৭) ও বিভাগীয় প্রধান (১৯৭১) হন এবং ১৯৭৭ সালে অবসর গ্রহণ করেন। মাঝে কয়েক বছর তিনি প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ ভেরিয়ার এলউইনের রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট হিসেবে অ্যানথ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ায় সাত বছর কাজ করেন। লোকসংস্কৃতি পরিষদ, নিখিলবঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলন ইত্যাদি সম্মেলনে তিনি প্রতিনিধিত্ব করেন এবং আমেরিকা, রাশিয়া ও ইংল্যান্ডসহ পৃথিবীর বহু দেশে লোকসাহিত্য সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। পুরুলিয়ার 'ছৌ' নৃত্যকলাকে তিনিই প্রথম বিশ্বজনসমক্ষে তুলে ধরেন। একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লোকসংস্কৃতিবিদ হিসেবেই আশুতোষের প্রধান পরিচয়। তিনি মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গলকাব্য এবং আধুনিক যুগের বাংলা নাটকের ইতিহাস রচনা করেও খ্যাতি অর্জন করেন। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস (১৯৩৯), বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস (১ম ও ২য় খন্ড ১৯৫৫ ও ১৯৬১) এবং বাংলা সামাজিক নাটকের বিবর্তন (১৯৬৪) তাঁর এ বিষয়ক তিনটি মৌলিক গ্রন্থ। বাংলা লোকসাহিত্য সম্পর্কেও তাঁর একাধিক গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, যথা বাংলার লোকসাহিত্য (৬ খন্ড, ১৯৫৪-১৯৭২), বাংলার লোকশ্রুতি (১৯৬০), বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর (৪ খন্ড ১৯৬৬-৬৭), বাংলার লোকনৃত্য (২ খন্ড ১৯৭৬, ১৯৮২), বাংলার লোকসংস্কৃতি (১৯৭৯) ইত্যাদি। আশুতোষ ছৌ-নৃত্যের পুনরুজ্জীবন ও ভূমিজ শিল্পিদের সংগঠিত করে দেশে-বিদেশে এর প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন। 'রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব ফোক-কালচার' (১৯৬০) প্রতিষ্ঠা এবং লোকশ্রুতি (১৯৬৮) পত্রিকা সম্পাদনা করেন তিনি।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

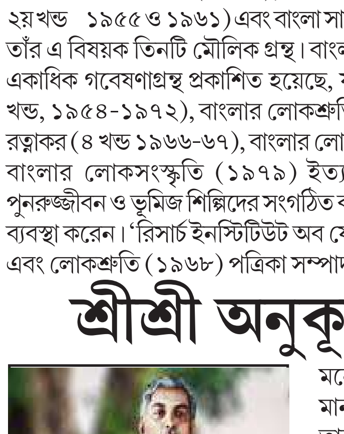

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন, জ্ঞানীর কাছে ধন আপনা থেকে তার কাছে এসে ধরা দিয়ে থাকে। জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়।

মনের শক্তিটাকে খুলে দিতে হয়। মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। তার জন্য মায়ের ধ্যান করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ-বাণী

স্বামী বিবেকানন্দ শক্তির কথা বলতেন মানবধর্মের জয় করতে হবে। তার বিকাশ করতে হবে। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। আর স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, পুজো না করে ফুটবল খেলতে। শরীর চর্চা করতে। শরীর চর্চা করে শক্তি অর্জন করতে হবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ কোনও সময় কমে না। তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা দান করলে শিক্ষার উন্নতি লাভ করে। শিক্ষার বিকাশ হয়। জীবনে উন্নতি করা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দান করে যেতে হবে। সেটা শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। অর্থ এবং শিক্ষাকে দান করত হবে। কিছু দান না করলে কোনও কিছু কমে না। আর যিনি ধ্যান করেন তিনি পরম দেবতার সাক্ষাৎ পান। পরম দেবতা শরীরে অবস্থান করেন। তিনি মহান। তাকে কেন্দ্র করে সারা জগত জাগরিত হতে থাকে। তিনি হচ্ছেন জগত মাতা। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করতে হয় না।

কার্টুন শিল্পী নারায়ণ দেবনাথ যখন 'হাঁদা ভোঁদা' ও 'বাঁটুল' ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কিত করে শিশুদের আনন্দ দিচ্ছিলেন তখন 'টিনটিন'-এর জন্ম হয়নি

রবীন্দ্রকুমার শীল

(নারায়ণ দেবনাথের অমর সৃষ্টি 'বাটুল দি গ্রেট', 'হাঁদা ভোঁদা', 'নন্টে ফন্টে', 'বাহাদুর বেড়াল'। ২০১৩-য় তাঁকে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার এবং বঙ্গবিভূষণ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। ২০২১ সালে পান পদ্মশ্রী। ১৯৬৯ সালে কিশোর ভারতীদ পত্রিকায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করে নন্টে-ফন্টে।অর্ধ শতাব্দী ধরে নিজের হাতে ছবি এঁকে ও গল্প লিখে অন্টে-ফন্টেদ চরিত্রকে জীবন্ত করে রাখার সব কৃতিত্ব তাঁর। কয়েক প্রজন্ম বাঙালি শিশু-কিশোররা নিশ্চিতভাবে তাঁর অনির্বচনীয় সৃষ্টির জন্য কমিকস প্রীতিতে মজে ছিলেন)

১৯২৫ সালের ২৫ নভেম্বর নারায়ণ দেবনাথের জন্ম এবং বেড়ে ওঠা হাওড়া জেলার শিবপুরেগ্ধপারিবারিক বাসস্থান বাংলাদেশের বিক্রমপুর অঞ্চলে হলেও তিনি পৃথিবীর প্রথম আলো দেখার আগেই তাঁর পরিবার শিবপুরে এসে স্থায়ী ভাবে বসবাস করা শুরু করে। অল্প বয়স থেকেই অঙ্কনের প্রতি ঝোঁক। আর্ট কলেজে পড়াশোনা করেছেন গ্ধদবাঁটুল দি গ্রেটদ ত্হাঁদা-ভোদাদ থেকে শুরু করে অন্টে- ফন্টেরদ নানান কীর্তি - ছোটবেলায় এইসব কমিকসে মজেননি, এমন বাঙালি খুঁজতে সত্যিই দূরবীন লাগবে। মানুষের শিল্প কীর্তি মানুষকে অমর করে রাখে। শিল্পী 'লিওনা দ্য ভিঞ্চি' কবেই ইহলোক ত্যাগ করে চলে গিয়েছেন। তিনি ছিলেন ইতালির রেনেসাঁস যুগের শিল্পী। তাঁর শিল্পকলা এখন রোমের বিভিন্ন স্থানে রয়েছে। রোমের ভ্যাটিক্যান সিটিতে তাঁর শিল্পকলা দেখতে সারা বিশ্ব থেকে বহু মানুষরা এসে ইতালিতে উপস্থিত হয়। কিন্তু বাংলার শিল্পী নারায়ণ দেবনাথের শিল্প কার্টুন দেখতে বিদেশিরা না আসলেও বাংলার পাঠকেরা তাকে বঞ্চিত না করে তৃপ্তি লাভ করে থাকে। শৈশবের জাগনিয়া শিল্পী হলেন নারায়ণ দেবনাথ। তাঁর অঙ্কিত কার্টুন 'বাঁটুল দ্য গ্রেট', 'হাঁদা ভোঁদা', 'নন্টে ফন্টে', প্রত্যেকের শৈশব জীবনকে রঙিন করে তুলতে সাহায্য করেছিল। বাংলার প্রতিটি ছেলেদের শৈশব জীবন কেটেছে নারায়াণ দেবনাথের কার্টুন শিল্পকে কেন্দ্র করে। কার্টুন শিল্পী নারায়ণ দেবনাথ যদি ভারতের জন্মগ্রহণ না করে কোনও বিদেশে জন্মগ্রহণ করতেন তাহলে তিনি নিশ্চয় আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করতে পারতেন। তিনি যদি ইংল্যাণ্ড, জার্মান, ফ্রান্স, ইতালি কিংবা সুইডেনে জন্মগ্রহণ করতেন তাহলে তাঁর শিল্প কিন্তু বলা যেতে পারে আন্তর্জাতিক প্রচার লাভ করতো। এটা নিশ্চিত করে বলে দেওয়া যেতে পারে। বিদেশে কোনও প্রতিভাবান সম্ভাবনার উপস্থিতি যদি কারোর মধ্যে সেখানকার সরকার দেখতে পায় তাহলে তাকে সব রকমের সহযোগিতা করতে সরকার থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষে তা হবার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। শিল্পী নারায়ণ দেবনাথ বিদেশ সফর করেননি। তাই তাঁর বাঁটুল বিদেশের মাটিতে পা দিতে পারেনি। কিংবা হাঁদা ভোঁদা কিন্তু নন্টে ফন্টে সবাই কিন্তু বাংলার মধ্যেই বিচরণ করেছেন। তার বাইরে পা ফেলতে পারেনি। কিন্তু বেলজিও কার্টুন শিল্পী জর্জ প্রোস্পের রেমি 'টিনটিন' কমিকস কার্টুন রচনা করে বিশ্ব জয় করে ফেলেছিল। বাংলায় এই বিদেশি শিল্পীর নাম হয় হার্জ। হার্জ আগে 'ল্য ভাঁতিয়েম সিয়েকল' নামক একটি বেলজিয়ান সংবাদপত্রে 'ল্য প্যতি ভাঁতিয়েম' নামক শিশুদের ক্রোড়পত্রে ফরাসি ভাষায় সর্বপ্রথম টিনটিনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। হার্জ জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ২১ মে, ১৯০৭ সালে। পরলোকগমন করেন ৩ মার্চ ১৯৮৩ সালে। টিনটিন এর আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৯২৯ সালে ১০ জানুয়ারি। টিনটিন মাত্র পঞ্চাশ বছর ধরে শিশুদের আনন্দ দান করেছিল। টিনটিন সারা বিশ্ব সফর করেছেন এবং তিনি চন্দ্রাভিযানেও অংশ গ্রহণ করেন। শিল্পী টিনটিনকে মহাকাশেও নিয়ে গিয়েছিলেন। শিল্পী নারায়ণ দেবনাথ যেভাবে বাংলায় বসে তিনি বাংলার পরিবেশের মধ্যে থেকে কার্টুন রচনা করে গিয়েছেন তা একেবারে বলতে গেলে তুলনাহীন, অতুলনীয়। বাংলার কার্টুন শিল্পী নারায়ণ দেবনাথকে এমন সময়ে পদ্মশ্রী দেওয়া হল যখন তিনি হাসপাতালে শয্যাশায়ী। তিনি বুঝতে কি বুঝতে পেরেছেন কী সম্মানে তাঁকে ভূষিত করা হল? তিনি তখন তো মানসিক শক্তি হারিয়েছেন। তন্দ্রাচ্ছন্ন বলা যেতে পারে। পদ্মশ্রী দেওয়ার কথা আগেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তা দিতে কেন এত দেরি হল তা বুঝতে পারা গেল না। বিশ্ব বন্দিত চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়কে অস্কার দেওয়া হয়েছিল তিনি যখন শয্যাশায়ী হয়ে নার্সিং হোমে ভর্তি ছিলেন। যথার্থ শিল্পীদের সম্মান দিতে কেন এত কুণ্ঠা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছে এখন। শিল্পী নারায়ণ দেবনাথ বুঝতে পারলেন না যে তিনি 'পদ্মশ্রী' সম্মান লাভ করেছেন। প্রশাসনের কাছে বিনীত অনুরোধ যে সঠিক সময়ে যথার্থ শিল্পীদের সম্মান দিন। নাহলে কিন্তু ভারতবর্ষের মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যেতে সময় নেবে।

শিল্পী নারায়ণ দেবনাথে কার্টুন চরিত্রগুলি বিদেশ সফর করেনি। তারা বাংলার মধ্যে বিচরণ করেছে। সেখান থেকেই বাংলা শিশু জগতকে উদিপ্ত করেছিল। কিন্তু হার্জের শিল্প কার্টন চরিত্র সারা বিশ্ব সফর করে। তার ফলে আন্তর্জাতিক জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিল টিনটিন চরিত্রটি। নায়ারণ দেবনাথের কার্টুন চরিত্র কিন্তু আন্তর্জাতিক মানের দিক দিয়ে কোনও অংশে কম ছিল না। কিন্তু

তাঁর শিল্প যেহেতু বাংলা ভাষায় রচিত হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা সেটা কিন্তু বিদেশে বেশি করে ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। ইংরেজিতে বা ফরাসি ভাষায় নারায়ণ দেবনাথের শিল্প কার্টুন রচিত হলে সেটা আন্তর্জাতিক সম্মান আদায় করতে বেশি সময় নিত না বলে মনে করা যেতে পারে। শিল্পীদের নিয়ে বাংলায় লবিবাজী হয়ে থেকে। লবিবাজী যারা করতে পারেন তারা কিন্তু অতি সহজেই সব কিছু সুবিধা আদায় করতে সক্ষম। কিন্তু নারায়ণ দেবনাথ কোনও লবিবাজীর মধ্যে ছিলেন না বলেই কি তাঁকে সবার পিছনে বসে থাকতে হয়েছিল? তা নিয়ে সর্বত্র প্রশ্ন দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। জানা গিয়েছে যে তাঁর শিল্পী কীর্তির প্রাপ্য টাকা আদায় করতে একজন আইনজীবী আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। বহু প্রকাশক তাঁর সৃষ্টি নিয়ে বই প্রকাশ করলেও তাকে কিন্তু আর্থিক দিক দিয়ে বঞ্চিত করা হতে থাকে। শিল্পীতে তাঁর প্রাপ্য আদায় করিয়ে দিতে আদালতের শরণাপন্ন হয়েছিলেন সেই আইনজীবী। এটা বাংলার লজ্জা বলা যেতে পারে। আজকে যখন শিল্পী পরলোকগমন করেছেন তখন সবাই হা হুতাশ করতে শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু এই শিল্পীকে একটি সময়ে তাঁর প্রাপ্য আর্থিক সম্মান দিতে কুণ্ঠাবোধ করেছিল কলকাতার বহু প্রকাশক। তবে তার মধ্যে হাতে গোনা কয়েকজন যারা তাঁর হাতে যথাসময়ে বই বিক্রির অর্থ দিয়ে ছিল। কলকাতার নামকরা প্রকাশ কেরা তাঁকে বঞ্চিত করেছিল বলে জানতে পারা গিয়েছে। তখন তিনি ঘর থেকে বের হতে পারতেন না। বয়স হয়েছে। নানা রকম সমস্যা সৃষ্টি হতে শুরু করে দিয়েছে। তবু প্রায় ৯৫ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি একেবারে তরতাজা ছিলেন। বাড়ির মধ্যে হাঁটাচলা ফেরা করতে পারতেন। তখন তাঁকে বহু সমস্যায় ভুগতে হয়েছিল।

নারায়ণ দেবনাথ জন্মগ্রহণ করেন শিবপুরে। বাড়িতে অলঙ্কার তৈরির চল ছিল। কিন্তু নারায়ণ দেব নাথের আঁকার দিকে ঝোঁক দিতে শুরু করেন। তিনি পরিবারের পৈতিক ব্যবসার দিকে একবারও নজর দেননি। স্কুলের পাট চুকিয়ে তিনি আর্ট কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু সেখানে বেশিদিন ক্লাস করতে পারেননি। তারপরে তিনি নিজের প্রতিভাকে প্রকাশ করার অধিকার

পেয়ে গেলেন। তখন মাসিক পত্রিকা 'শুকতারা'তে কার্টুন চিত্র আঁকার ব্যাপারে তিনি কাজ করার মনস্থির করলেন। তখন সেই সময়ে কাফি খাঁ এবং প্রফুল্ল চন্দ্র লাহিড়ী আঁকা শেয়াল পণ্ডিত যুগান্তর পত্রিকাতে প্রকাশিত হতো। নারায়ণ দেবনাথের 'হাঁদা ভোঁদা' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার পাঠক মহলে সাড়া পড়ে যায়। ১৯৬৫ সালে বাঁটুল দ্য গ্রেটের সৃষ্টি হয়। ১৯৬৯ সালে 'নন্টে ফন্টে'র সৃষ্টি করেন তিনি। নন্যে ফন্টেও জনপ্রিয়তা লাভ করে বাংলার পাঠক মহলে। ২০১২ সালে বাঁটুল ইংরেজিতে প্রকাশ লাভ করেছিল। শিল্পী নারায়ণ দেবনাথ বাংলা দেশের বাইরে জন্মগ্রহণ করতে তিনি আরও খ্যাতিলাভ করতেন বলে মনে করছেন কেউ কেউ। কিন্তু বাংলার পাঠকেরা যেভাবে নারায়ণ দেবনাথকে কাছে টেনে নিয়েছে তা আর কোনও রাজ্য বা দেশ করতে পারতো কিনা তা সন্দেহ। ২০১৩ সালে তিনি সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন। পদ্মশ্রী লাভ করেন ২০২১ সালে তাঁর জীবনের শেষ দশায়। শিল্পীকে আগেই পদ্মশ্রী বা বঙ্গশ্রী দেওয়াটা উচিত ছিল। সেটা তখন কেন হল না তা নিয়ে পাঠক মহল বহু প্রশ্ন করতে শুরু করে দিয়েছে। যোগ্য ব্যক্তিকে সম্মান দেওয়াটা সরকারের কাজ সেটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। নারাযণ দেবনাথের জনপ্রিয়তা বহু দিন আগে থেকে শুরু হয়ে গিয়েছিল। বাংলার বাইরে তাঁর নাম শোনা যায় না বটে। কিন্তু তিনি কার্টুন শিল্পী হিসাবে যথেষ্ঠ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর শিল্প জগতে একাই সেনাপতি ছিলেন। তাঁকে রোখার মতো কোন সেনাপতি তখন তৈরি হয়নি।

শিবপুরের নাম সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছিল। তবে এটা ঠিক যে তিনি জীবদ্দশায় পদ্মশ্রী পেলেন। তিনি তখন প্রায় কোমায় চলে গিয়েছিলেন বলা যেতে পারে। ভারত সরকার যে তাকে যথার্থ সম্মান দিয়েছে তাতেই বাংলা খুশি। শিল্পী নারায়ণ দেবনাথ একেবারে মাটির মানুষ ছিলেন। কারোর ওপরে তাঁর কোনও রাগ বা অভিমান দেখতে পাওয়া যায়নি। তিনি বরাবরই হাশিখুশি ছিলেন। তিনি আক্ষেপ করে বলতেন যে বহু প্রকাশ তাঁকে টাকা পাঠায় না। তাঁর আঁকা কার্টুন বই বাজারে বিক্রি হচ্ছে। তিনি তার রয়্যালিটি পান না। টাকা পয়সা ঠিক সময়ে পান বলেও তাঁর আক্ষেপ ছিল। তবুও তিনি কারোর নাম করে কোনও নিন্দা প্রকাশ করেননি। তিনি মনে করতেন মানুষের শুভ বুদ্ধি উদয় হোক। তাহলে তাঁর প্রাপ্য তিনি পাবেন। শিল্পী নারায়ণ দেবনাথকে দেখতে একেবারে সুপুরুষ ছিল। তিনি যেসব সভাতে যেতেন সেখানে তিনি সবাইকে হাসিতে খুশিতে ভরিয়ে রাখতেন। কারোর নামে কোনও বদনাম করতে দেখি নি বা শুনি নি। তিনি সব সময়ে নিজের ভুলটাকে দেখার চেষ্টা করতেন। তিনি সব সময়ে নিজেকে ঠিক রাখার চেষ্টা করতেন। নিজের ভুলটাকে আগে সংশোধন করার উদ্যোগ গ্রহণ করতেন। কোথাও যদি কিছু ভুল হতো তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে সংশোধন করার চেষ্টা করতেন। তিনি ছবি আঁকতেন সকাল বিকেল এবং রাতের বেলায়। কার্টুন আঁকা তাঁর নেশা ছিল। আবার সেটাকে পেশায় পরিণত করেন। যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ত তখন তাঁর হাত দুটি কার্টুন আঁকাতে ব্যস্ত থাকতো। তিনি বেশ কয়েকবার করে নিজের আঁকা কার্টুনগুলি খতিয়ে দেখতেন। তারপরে সেটার শেষ তুলির টান দিতেন। সংলাপ তিনি নিজেই সৃষ্টি করতেন। আবার প্রয়োজন হলে কোনও গল্পের কার্টুন ছবিও আঁকতেন। যেমন 'ব্ল্যাক ডায়মণ্ড ইন্দ্রজিৎ রায়'। তাঁর সব কার্টুন জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তবে তিনি আবার বিজ্ঞান ভিত্তিক কার্টুনও চিত্রিত করেছিলেন তার নাম হচ্ছে 'ডানপিঠে খাঁদু' আর তার 'কেমিক্যাল দাদু'। 'গোয়েন্দা কৌশিক রায়' নাম দিয়ে বেশ কয়েকটি কার্টুন রচনা করেছিলেন। 'পেটুক মাস্টার বটুকলাল' কার্টুন খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল। যে সব পাঠকেরা তাঁর কার্টুন শিল্পের সঙ্গে পরিচিতি হয়েছেন তারা সবাই তাঁর কার্টুন শিল্প দেখে আনন্দ উপভোগ করতেন। তিনি সবাইকে আনন্দ দেওয়ার জন্যই কার্টুন শিল্প সৃষ্টি করে যেতেন অনায়াসে। তিনি আমাকে একটি বাঁটুল নিজের হাতে এঁকে উপহার দিয়েছিলেন। তিনি সবার কাছে প্রিয় ছিলেন। বয়স হয়ে যাওয়ার ফলে বাড়ি থেকে বেশি বের হতেন না। নিজের বাড়িতে চলাফেরা করতেন। ৯৫ বছর বয়সে তিনি রোজ সকাল বেলায় চেয়ারে বসে সংবাদপত্র পড়তেন। তিনি হাঁটা চলাফেরা করতেন কারোর কোনও অবলম্বন ছাড়া। কিন্তু মাত্র ৯৭ বয়সে তিনি একেবারে অক্ষম হয়ে গেলেন। বিছানা থেকে উঠতে পারতেন না। জীবনে তিনি কোনও কষ্ট পাননি। এটাই ঈশ্বরের সবচেয়ে বড় আর্শিবাদ বলা যেতে পারে।

রবীন্দ্র সঙ্গীত সব শিল্পীরাই গেয়েছেন, এই গান কোনও দিন প্রাচীন হয়ে যায়নি, অমরত্ব লাভ করেছে রবীন্দ্র সঙ্গীত

বিশেষ প্রতিবেদক

রবীন্দ্র সঙ্গীত সবাই গেয়েছেন। বাঙালি শিল্পীরা প্রত্যেকেই রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়েছেন। আবার অহিন্দিভাষী সঙ্গীত শিল্পীরাও রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়েছেন। কেউ বাদ যাননি। সবাই সেই কবিগুরুর গান পচ্ছন্দ করেছেন। বাংলাদেশের

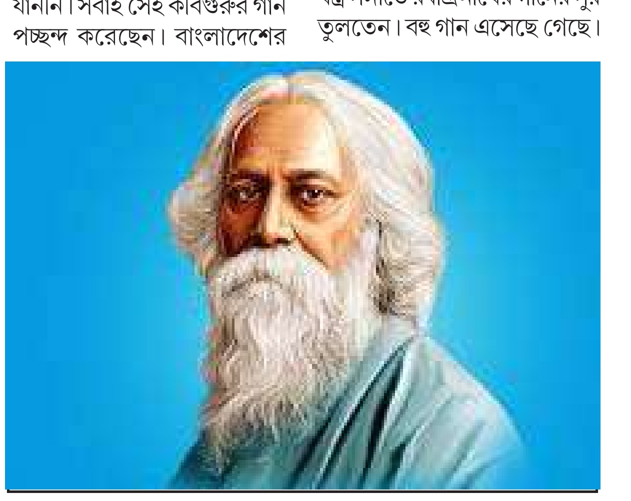

শিল্পীরা বিশ্ব ভারতীর ছাত্র হয়ে সেখানে রবীন্দ্র সঙ্গীত সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করে পড়ে নিজ দেশ বাংলাদেশে গিয়ে রবীন্দ্র সঙ্গীত চর্চা করছে এবং অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইছে। বিদেশে বিশেষ করে ইংল্যাণ্ডের কয়েকটি ব্রান্ড দল এবারে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতে শুরু করেছে। সেখানকার শ্রোতারা রবীন্দ্র সঙ্গীতের তারিফ করতে শুরু করে দিয়েছে। রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুরের মধ্যে একটি মিষ্টতা রয়েছে। একটি ভাব রয়েছে। একটি মাদকতা রয়েছে যা সবাইকে মুগ্ধ করে দিতে পারে। আকর্ষন করার ক্ষমতা রয়েছে রবীন্দ্র সঙ্গীতের। যারা একবার রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়েছেন তারা আর পরে অন্য কোনও সঙ্গীত গাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেনি। লতা মঙ্গেশকর বহুবার রবীন্দ্র সঙ্গীত গেয়েছেন। 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে' এই গানটি লতা মঙ্গেশকর ২৬ জানুয়ারি একবার কোথাও না কোথাও গাইতেন। শচীন দেববর্মনের প্রিয় গান ছিল রবীন্দ্র সঙ্গীত। তিনি প্রায় সময়ে একলা ঘরে বসে হারমোনিয়াম নিয়ে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতেন। আবার ভি বালসারা তাঁর যন্ত্র সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের গানের সুর তুলতেন। বহু গান এসেছে গেছে। কিন্তু রবীন্দ্রি সঙ্গীত কোনও কালে প্রাচীন হয়ে যায়নি। বারবার তাকে নতুন বলে মনে হয়েছে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে এর সুর, রচনা রীতি, ভাব সব মিলিয়ে একটি আবেশ তৈরি করতে সক্ষম ছিল বলে রবীন্দ্রি সঙ্গীত অমরত্ব লাভ করে। জন্মসুত্রে বাঙালি না হয়েও তাঁর মত করে রবীন্দ্রসংগীত কে কতজন ভালবাসতে পেরেছেন!হিন্দুস্থান কোম্পানি'তে রেকর্ড করার আগেহগ্রামাফোন কোম্পানির অডিশনে (দিল্লির শাখা) সায়গল বাতিল হয়েছিলেন কারণ ওই ন্যাজাল ভয়েস। কিন্তু কি অদ্ভুত সেই কোম্পানি লাহোরে খবর পাঠিয়ে জানতে পারছে তাদের বাতিল শিল্পীর পাঁচ হাজার রেকর্ডের অর্ডার হয়েছে। আসলে প্রতিভাকে চাপা দিয়ে রাখা যায় না। রবীন্দ্রসংগীত গাওয়ার জন্য প্রচণ্ড ভাবে আশাবাদী সায়গল কাননদেবীকে প্রায়ই স্টুডিওতে দুংখ করে বলতেন পঙ্কজদাকে কত করে বলেছি আমায় দিয়ে একটা রবীন্দ্রসংগীত খাওয়াতে কিন্তু তাঁর কোনও গা নেই। জানি না এ জীবনে আর কোনওদিন রবীন্দ্র সংগীত গাওয়ার সুযোগ হবে কি না! পঙ্কজ মল্লিকের কানে যায়, এমনিই তাঁর সায়গলের উপর অপত্যস্নেহ। হেসে হেসে বলতেন - সায়গল তোর জন্য রবীন্দ্রসংগীত আমি ফিল্মে দেবই দেবো। তোর শিল্পী সত্তা দিয়ে রবীন্দ্র সংগীতের যে রূপ ফোটাবি কোনও বাঙালি তা ভুলতে পারবে না। কারণ না জেনে না বুঝে তুই রবীন্দ্রনাথের গানকে এমন ভালবেসেছিস। সায়গল সেই নিষ্ঠার পুরস্কার পেয়েছেন নিজের জীবদ্দশায়। সেই সময়ে রবীন্দ্র সংগীত কবি নিজে অ্যাপ্রুভ করতেন। রেকর্ডের স্যাম্পেল কপি শুনে রবীন্দ্রনাথ প্রশান্ত মহলানবীশের ভাই প্রফুল্ল মহলানবিশকে বললেন, হ্যাঁরে বুলা এই গানগুলো কি সেই ছেলেটি গেয়েছে? গলা শুনে আমার যেন তাই মনে হচ্ছে? প্রিয়পাত্র বুলা জানতে চাইলেন- কার কথা বলছেন! বছর দুয়েক আগে যাঁর গান শুনেছিলাম, অবাঙালি ছেলেটি যে গান গেয়েছে আমাদের দেশের ছেলেরা কই তেমনটি ত পারে না! রাবীন্দ্রিক ঢং কবি সায়গলের গলায় খুঁজে পেয়েছিলেন কিনা সেটা আলাদা প্রশ্ন কিন্তু সায়গলের গানে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন।

'দেবদাস' ছবিতে পুরো রবীন্দ্র সংগীত নয় কবির গানের একটি লাইন ব্যবহার করা হয় 'কাহারে যে জুড়াতে চায় দুটি বাহুলতা'। পঙ্কজ মল্লিক ওই গানটি সায়গলকে গাইতে দেন। কিন্তু প্রথমবার খুব একটা খুশি হননি। বরং ক্ষুন্ন হয়ে বলেছিলেন যাই হোক পঙ্কজদা এতদিন পরে যা বা একটু রবি ঠাকুরের গান গাইতে দিল, মন ভরল না। অবশ্য পঙ্কজ মল্লিকের নিষ্ঠা ও সযত্ন শিক্ষায় সায়গল প্রথমবার দুটি রবীন্দ্রসংগীত গাইলেন 'জীবন - মরণ' কথাচিত্রে। গান দুটো হল 'তোমার বীনায় গান ছিলো 'ও ' আমি তোমায় যত গান শুনিয়েছিলাম'। সায়গলের কণ্ঠে গান দুটো বাঙালি বোধহয় কখনও ভুলতে পারবে না! সমসাময়িক রসিক সমাজ ওই কণ্ঠে মুগ্ধ,এক ভিন্ন ভাবেই স্বাদ। কুন্দনলাল সায়গল আসলে ছিলেন রেমিংটন কোম্পানির সেলসম্যান। মাঝে মাঝে চাকরির জন্য কলকাতায় আসতেন। কারও কাছে গানের প্রথাগত শিক্ষা ছিল না, বলতেন আমি গান গাইতে ভালবাসি তাই গাই,শিখিনি কারও কাছে। আর একটা গুণের কথা হেসে হেসে বলতেন আমি টাইপরাইটার মেরামত করতে পারি। তাঁর গান শুনে একদিন রাইচাঁদ বড়াল, ' আমার সঙ্গে দেখা করো' বলে একটি চিরকুট দিয়ে এসেছিলেন। রাইচাঁদ তৃপ্ত নতুন একটি প্রতিভা তাঁর হাত দিয়ে আবিষ্কার হবে।

'হিন্দুস্তান কোম্পানি'। কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা তথা ডাইরেক্টর চণ্ডীচরণ সাহার সাথে সায়গলের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন শচীন দেববর্মণ। তিনি একদিন ' হিন্দুস্তান কোম্পানি'তে এসে বললেন, চণ্ডীদা নিউ থিয়েটার্সে একটি ছেলে খাইছে, একবার শুনুন। এরপর সায়গল রেকর্ড করলেন প্রথম রেকর্ড নন ফিল্মের। তখন দুশোর বেশি রেকর্ড তৈরি হত না। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় সেই রেকর্ড যেত। হঠাৎ সবার বিস্ময়কে ছাপিয়ে লাহোরের মেসার্স জানকীনাথ কুমার অ্যান্ড ব্রাদার্স - এর থেকে একসঙ্গে পাঁচ হাজার কপির অর্ডার এল। গ্রামোফোন কোম্পানি খবর নিয়ে জানলো সত্যি তারা পাঁচ হাজার কপি চান। কে এই শিল্পী! সেগল, তখন এই নামে তাঁকে চিনতেন। পরে তিনি হয়েছিলেন সায়গল।

জীবন চলার পথে সত্য গল্প কথা-কাহিনী

বিশেষ প্রতিবেদক

পেটের থেকে মনের রাস্তায়। তবে আমাদের বাড়িতে বরাবরই উলোট পুরাণ দেখা সেই ছোটবেলার থেকে। আমার প্রাণপাখি আমার দাদু পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত জ্যোতিষ চন্দ্র পোদ্দার, মানুষটি খুব

ছোটবেলায় পিতৃহারা,মা আর ছোট বোনকে সাথে করে বাংলাদেশের কুমিল্লা চানপুর থেকে দেশভাগের সময় সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় মায়ের আশীর্বাদ এ প্রথমে নবদ্বীপ গোঁসাই বাজারে পরে বর্ধমান বড়বাজারে হোলসেল বি সি রোডে মোবারক বিল্ডিং এ নিউ শাড়ি সেন্টার রিটেল, নবদ্বীপ তাঁত কাপড় হাটে চাদরের গদি ভিটি, দক্ষ হাতে ব্যবসা সামলেছেন,সারা বর্ধমান জেলার লুঙ্গি গামছা আর তাঁতের শাড়ি হোলসেলার সে সময় একমাত্র আমরাই। দাদু মাত্র ৫২-৫৩ বছর বয়সে হাই সুগার ধরা পড়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন,লাইফ লাইন,ক্যালকাটা নার্সিং হোম আর ভেলোর তার ঘরবাড়ি হয়ে ওঠে সে সময়। বাবাই কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের থেকে পড়ে দাদুর অসুস্থ হওয়ার কারণে ব্যবসার হাল ধরতে হয়, চাকরি না করে, সাথে পরিবারের দায়িত্ব। সেই সময় মূলত ছোট পিসির বিয়ে ৮২ সালে সেই পর থেকে বাড়িতে অবসর নেন শারীরিক অসুস্থতা কারণে। কর্মঠ মানুষ কোনদিন বসে থাকেন নি, তাই বসে থাকতে পারলেন না, হেঁসেলের নিজের শখ পূরণ করতে লেগে পড়লেন। আমার বাড়িতে ছোট থেকেই যে জিনিসটা বড় বেশি চোখ টেনেছে বার বার সেটা লিঙ্গ ভেদে কাজ না সব কাজ সবাই করতে পারে, ঠাম্মা দাদু পিসি বাবাই পকাই বড় কাকাদের ও সেই শিখিয়ে ছিলেন।যেমন বাবাই বকুলতলা বিদ্যাসাগর কলেজ এর পাঠ চুকিয়ে পারি দিলেন কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের আঙিনায় উচ্চ শিক্ষার জন্য, সেই সময় হোস্টেলে থাকা সেই সুবাদে রান্নার হাতেখড়ি। পরের দিকে ব্যবসা সূত্রে বর্ধমান শহরে বাবাই বড়কাকা অসিতদা (আমাদের ব্যবসার পুরানো কাজের মানুষ) একা থাকতেন, তখন বেনারসী ও ব্যানাজি হোটেল থেকে টিফিন ক্যারিয়ার করে দুবেলা পঞ্চব্যঞ্জন আসতো বাড়ির মতো, দাদুর আমল থেকে এই রীতি, বেনারসী হোটেল এর ঠাকুর দাদু বাবাইদের জন্য আলাদা করে নিমবেগুন থেকে মাছের তেল পটকা পর্যন্ত আলাদা করে রেঁধে পাঠাতেন, তখন হোম সার্ভিসের ব্যবস্থা ছিল না। বাবাই বকাকা সেই সময় থেকে রান্নাতে পারদর্শী,পকাই (ছোটকাকু)এর আমার অন্য বিষয়ে আগ্রহ বেশি,পকাই ছোট থেকে পুজো করতে, নিজের হাতে পুতুল গড়ে মূর্তি গড়ে পুজো করতেন, দুর্গা থেকে সরস্বতী সব। পকাই ও বিজ্ঞানের মেধাবী ছাত্র, বকুলতলা বিদ্যাসাগর কলেজ হয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং সেই সময় অবশ্য তাকে রোজ ডেলি প্যাসেনঞ্জারি করতে হতো, বাড়িতে ঠাম্মা অসুস্থ দাদু মাম আর আমি, মূলতঃ ফেরা একমাত্র ভাইজির টানে, রাতে বুকের ওপর শুয়ে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে পড়া করতো, ছুটির দিনে স্নান করানো তেল মাখানো সবটা পকাই। পকাই শৈব শাক্ত বৈষ্ণব তিন মতে দিক্ষিত, চৈত্রের শেষে বাবা যোগ নাথের মূল সন্ন্যাসীর পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত বাবুলাল কাকুর দোসরআজ প্রায় ৪৫ বছর,রণকালী মায়ের দুয়ার ধরে পকাই ছিল অসুস্থ।

পথ দুর্ঘটনা কমাতে জেলা পুলিশের উদ্যোগে সচেতনতা

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২১ জানুয়ারি ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের উদ্যোগে রায়না থানার সেহারাবাজার পুলিশ ফাঁড়ির ব্যবস্থাপনায় রায়নার মিরেপোতা বাজারে পথ নিরাপত্তা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হলো মঙ্গলবার। বর্ধমান আরামবাগ রাজ্য সড়কের ধারে আয়োজিত এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিক সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি্রা। যানবাহনের গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ করা যেমন জরুরী তার পাশাপাশি পথ দুর্ঘটনার হার যাতে কমানো যায় তার জন্য নজরদারি পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের। বর্ধমান আরামবাগ রাজ্য সড়কে প্রায়শই দুর্ঘটনা ঘটছে। এই দুর্ঘটনায় যেমন প্রাণহানীর ঘটনা ঘটছে পাশাপাশি আহত হচ্ছেন বহু মানুষজন। এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে লাগাতার প্রচার চলছে পুলিশ এবং ট্রাফিক বিভাগের তরফ থেকে। এদিনও পথচলতি মানুষদের বিভিন্নভাবে সচেতন ও সতর্ক করেন পুলিশ আধিকারিকরা। এদিনের কর্মসূচিতে পদযাত্রার আয়োজন করার পাশাপাশি পথ চলতি মানুষজন যানবাহনের চালক মিরেপোতা বাজার এলাকার ব্যবসায়ী সকলকে সচেতন করা হলো পথ নিরাপত্তার বিষয়ে। রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালানোর সময় সকলে যাতে সজাগ থাকেন এবং গাড়ি যাতে নির্দিষ্ট গতির মধ্যে চালান এবং সমস্ত ট্রাফিক নির্দেশিকা মেনে সেই বিষয়ে বারবার অবহিত করা হচ্ছে পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে। এদিন জামালপুর লায়ন্স ক্লাবের সহযোগিতায় একটি চক্ষু পরীক্ষা শিবিরেরও আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন যানবাহনের চালকদের চোখ পরীক্ষা করলেন চিকিৎসকরা। এদিনের আয়োজিত চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের উদ্বোধন করলেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অভিষেক মন্ডল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সি আই সি তপন কুমার বসাক, রায়না থানার ওসি নিমাই ঘোষ, সেহারাবাজার ফাঁড়ির ইনচার্জ রাহুল দাস, মেজো বাবু উত্তম কুমার সরকার সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক ও ট্রাফিক পুলিশের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা।

করলা নদীর উপরে ফুট ব্রিজের শিলান্যাস

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২১ জানুয়ারি ঃ করলা নদীর উপরে ফুট ব্রিজের শিলান্যাস মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হল। জাগ্রত লোটা দেবী কালী মন্দিরের উপরে নির্মিত হবে ফুড ব্রিজ। আজ এই ব্রিজ তৈরির শিলান্যাস হলো। শিল্যানাস এর সূচনা করেন জলপাইগুড়ির বিধায়ক ডক্টর প্রদীপ কুমার বর্মা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। এদিন একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে করলা নদী মোহিতনগর সংলগ্ন লোটা দেবি মন্দিরে যেতে করার নদী পার হতে হয়। সেই জায়গায় করলা নদীর উপরে একটি শিলান্যাস অনুষ্ঠিত হলো। মূলতঃ লোটাদেবী মন্দিরে যেতে গেলে সাধারন মানুষের নদী পার হতে হয়। এর ফলে দারুন অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। আর এই কথা কে মাথায় রেখে আজ এনবিডিডি উদ্যোগে ও বিধায়কের চেষ্টা তে এখানে ফুড ব্রিজ নির্মিত হতে চলেছে। খরচ হবে প্রায় ২ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা।

RAMJIBONPUR MUNICIPALITY
NOTICE INVITING e-Tender
NIT No. 11 **Dated- 21.01.2025**
The Chairman, on behalf of the Board of Councillors of Ramjibonpur Municipality invites Tenders on percentage - Rate -Basis by two bid system for Providing grouting work at existing basement floor for protecting seepage of water of Auditorium Building of Ramjibonpur Municipality at ward No. 4 within Ramjibonpur Municipal Area through Electronic tendering (e-Tendaring) from the enlisted contractor of Municipalities & reliable bonafied resourceful tenderers / Bidders . **Tender Ref. No.: WBMAD/ULB/RM/CM/NIT-11/2024-25,Tender ID: 2025_MAD_804602_1** Last date & time for submission of bid through online is **05.02.2025. upto 2:00 P.M.** The details will be available on websites: **www.wbtenders.gov.in (or) www.etender.wb.nic.in** or **www.ramjibonpurmunicipality.org.in** and Office Notice Board.
Sd/- Chairman ,
Ramjibonpur Municipality

নিষিদ্ধ ফেনসিডিল সহ আটক যুবক

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ২১ জানুয়ারি ঃ বর্তমান সময়ে একাধারে যেমন প্রায়শই রাজ্যের অন্যান্য বাংলাদেশ সীমান্ত বর্তী এলাকার পাশাপাশি নদীয়ার বিভিন্ন এলাকাতেও ধরা পরছে মানব পাচারকারী থেকে শুরু করে দালাল ও বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী, তেমনই বি এস এফ এর আধিকারিক দের হাতে ধরা পরছে বিভিন্ন চোরা কারবারিরাও। আর এবার নদীয়ায় পাচারের আগেই ৭২ বোতল নিষিদ্ধ ফেনসিডিল আটক করলো বিএসএফ। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জের পুটিখালী সীমান্ত এলাকায়। বি.এস.এফের ১৯৪ নাম্বার ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানরাই এলাকায় টহলদেবার সময় ঐ নিষিদ্ধ ফেনসিডিল সহ এক যুবককে আটক করে। জানা যায় ওই যুবকের কাছ থেকে উদ্ধার হয় ৭২ বোতল নিষিদ্ধ ফেনসিডিল। জানা যায়, বি এস এফ এর হাতে আটক হওয়া যুবকের নাম আরশাফ আলী মোল্লা। বাড়ি ক্যানিংয়ে। সূত্রের খবর এদিন ঐ নিষিদ্ধ ফেনসিডিল নিয়ে আরশাফ আলী মোল্লা,তার বাংলাদেশী বন্ধুর সঙ্গে পুটিখালী সীমান্তে দেখা করে নিষিদ্ধ ফেনসিডিলের বোতল গুলি পাচারের উদ্দেশ্যে আসে। সেই সময় জওয়ানদের কাছে ধরা পড়ে যায় আরশাফ আলী মোল্লা, যদিও তার বন্ধু বাংলাদেশে পালিয়ে যায় বলেও সুত্রের খবর। এরপর ৭২ টি ফেনসিডিলের বোতল সহ আরশাফ আলী মোল্লাকে কৃষ্ণগঞ্জ থানায় নিয়ে যায় বি এস এফ এর তরফে। পুলিশ সুত্রে খবর মঙ্গলবার সকালেই কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশের তরফে ধৃতকে আদালতে পাঠানো হয়।

DEULPUR GRAM PANCHAYAT
Panchla, Howrah-711411
NOTICE INVITING TENDER No. 614-622/DGP/NIT/15th CFC
Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bonafide bidders for execution of total 9(Nine)Nos. different works. Bid submission date on **22.01.2025 at 11.30 am.** Date of Opening of Technical Bid on **06/02/2025 at 12.30PM**. For more details please visit:- **https://wbtenders.gov.in** or visit the office of the undersigned.
Sd/-Pradhan
Deulpur Gram Panchayat

Office of the
MAHESHPUR GRAM PANCHAYAT
Birshibpur, Uluberia, Howrah
NOTICE INVITING e-TENDER
Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan on behalf of Maheshpur Gram Panchayat, Uluberia, Howrah from eligible bonafied contractors/agencies/ bidders vide NIT reference / memo no. **07/MGP, Dated: 21.01.2025** at the jurisdiction area of Maheshpur Gram Panchayat within Uluberia-I Block, Howrah, W.B. Online Published Date & Bid Submission Start Date is **23.01.2025 at 10.00** and Last date for the online receipt of Tender is **31.01.2025 at 16:00**. Details will be available at the website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-PRODHAN
Maheshpur Gram Panchayat
Uluberia, Howrah.

নিজের মেয়েকেই ধর্ষন, অভিযোগে গ্রেপ্তার বাবা

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২১ জানুয়ারি ঃ সোমবার দেশ তথা এ রাজ্যের সকলের নজর ছিলো তিলোত্তমার বিচারের ও দোষীর শাস্তির ঘোষণার দিকে। প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে সোমবারই শিয়ালদহ আদালত ঘটনায় দোষীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা ঘোষণা করেন। আর মঙ্গলবার সামনে এলো আরও এক নক্কার জনক ঘটনা! নিজের নাবালিকা সৎ মেয়েকেই বিগত পাঁচ বছর ধরে ধর্ষনের অভিযোগ উঠলো বাবার বিরুদ্ধে। এমনই চাঞ্চল্যকর ও নক্কার জনক ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার কোতোয়ালি থানার অন্তর্ভুক্ত ভালুকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় বিগত পাঁচ বছর ধরে নিজের সৎ মেয়েকেই শারিরীক নির্যাতন সহ ধর্ষন করতো তার বাবা। ইং-২০।০১।২০২৫ তারিখ সোমবার রাত অনুমান ১১টা নাগাদ অভিযুক্ত ব্যক্তি তার সৎ মেয়েকে পুনরায় ধর্ষন করে, প্রতিবেশীরাই হাতে নাতে অসংলগ্ন অবস্থায় ধরে ফেলে অভিযুক্তকে, পাশাপাশি ফোন করা হয় কোতোয়ালি থানায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় কোতোয়ালি থানার পুলিশ, পুলিশ গিয়ে নাবালিকা মেয়েকে উদ্ধার করে করে পাশাপাশি অভিযুক্তকে আটক করে নিয়ে যায়। তবে বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়েও এ ধরনের মানসিকতার মানুষ নিজেদের এলাকায় বসবাস করতো এটাই ভাবতে পারছে না স্থানীয়রা, পাশাপাশি এলাকায় এধরণের অসামাজিক ঘটনা ঘটায় যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সূত্রের খবর মঙ্গলবার অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করে আদালতে পাঠায় পুলিশ, ও সামগ্রিক ঘটনার তদন্তও শুরু করেছে পুলিশ প্রশাসন।

পূর্ব বর্ধমানে যাত্রী নিয়ে উল্টে গেল বাস, আহত একাধিক

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ২১ জানুয়ারি ঃ পূর্ব বর্ধমানের দেওয়ান দিঘির ভান্ডারডিহি এলাকায় ভয়াবহ বাস দুর্ঘটনা। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তা থেকে জমিতে নেমে উল্টে গেল যাত্রীবোঝাই বাস! মঙ্গলবার সকালে এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। বাস দুর্ঘটনা নিয়ে তোলপাড় রাজ্য। সকালে যাত্রী বোঝাই বেসরকারি একটি বাস দুর্ঘটনা ঘটে। বাসটি বাঁকে ঘোরার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে জমিতে পড়ে যায়। মঙ্গলবার সকালে এমনই দুর্ঘটনাটি ঘটে পূর্ব বর্ধমানে। আহত হয় বহু মানুষ। জানা যায় বর্ধমান থেকে মন্তেশ্বর যাবার পথে ছোটেবেলুন গ্রামের কাছে বাঁকে ঘোরার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে জমিতে পড়ে যায়। ৪০ জন যাত্রী জখম হয়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় দেওয়ান দীঘি থানার পুলিস প্রশাসন ও অঞ্চলের সভাপতি। পুলিস ও স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁদের উদ্ধার করে প্রথমে কুড়মুন ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। আঘাত গুরুতর হওয়ায় ১৫ জন যাত্রীকে কুড়মুন ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, যান্ত্রিক ত্রুটির জন্যই বাসটি বাঁকের মুখে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফাঁকা জমিতে নেমে পড়ে। দুর্ঘটনার পরই স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধারের কাজে হাত লাগায়। পরে খবর পেয়ে দেওয়ান দীঘি থানার পুলিস দুর্ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। পুলিস ও গ্রামবাসীরা জখম যাত্রীদের হাসপাতালে নিয়ে যায়। এর আগেও যাত্রী বোঝাই বেসরকারি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাল পার করে গিয়ে পড়েছিল ওপারে। এমনই রাতে ভয়াবহ দুর্ঘটনার সাক্ষী হয়েছিল পূর্ব বর্ধমানের ভাতারের নতুনগ্রাম। বাসের গতি এতটাই বেশী ছিল যে, ডিভিসির একটি ২০ ফুটের সেচখাল টপকে গিয়ে বাসটি পাল্টি খেয়ে যায়। দুর্ঘটনায় কমবেশি ৪৫ জন জখম হন। দুর্ঘটনায় ১ জনের মৃত্যু হয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে

চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া-৭১১২০৪ কর্তৃক রেলওয়ের খ্যাতনামা ও অনুমোদিত এবং যোগ্য ঠিকাদার ও সরকারী বিভাগ/পাবলিক সেক্টর প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত তালিকাভুক্তদের থেকে নিম্নোক্ত কাজগুলির জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ- **ক্রম নং. ১. টেন্ডার নং. এবং কাজের নাম ঃ ইএনজিজি-স্টর্ম ওয়াটার২৪-২৫এলএলএইচ-আর** ও সি এন্ড ডব্লিউ ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া-তে বন্যা প্রতিরোধ (ফেজ-I)-এর জন্য ভূগর্ভস্থ স্টর্ম ওয়াটার ড্রেনেজ সিস্টেম সম্পর্কিত লিলুয়া ওয়ার্কশপের ড্রেনেজ সিস্টেমের উন্নতির অবশিষ্ট কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার; **টেন্ডারের মূল্য ঃ** ₹ ১,৮০,০০,০০৩.২৫; **বায়না অর্থ (টাকা) ঃ** ₹ ২,৪০,০০০.০০; **সমাপ্তির মেয়াদ ঃ** ২৭০ দিন। **ক্রম নং. ২. টেন্ডার নং. এবং কাজের নাম ঃ ইএনজিজি-ফাউন্টেন-২৪-২৫-এলএলএইচ** ও সিএন্ডডব্লিউ ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া-তে ০৩ (তিন)টি ফাউন্টেন সরবরাহ, স্থাপন ও চালু করা; **টেন্ডারের মূল্য ঃ** ₹ ১০, ০২,০০০.০০; **বায়না অর্থ (টাকা) ঃ** ₹ ২০,০০০.০০; **সমাপ্তির মেয়াদ ঃ** ৬০ দিন। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ক্রম নং. ১ ও ২ প্রতিটির জন্য শূন্য। **টেন্ডার জমার শেষ তারিখ এবং সময় ঃ** ১৪.০২.২০২৫ তারিখ বেলা ১২টা পর্যন্ত। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট ঃ **https://www.ireps.gov.in**-এ সংশোধনী সহ (যদি থাকে) পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাদের অফার জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।
MISC-315/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE FRESERGANJ GRAM PANCHAYAT
Freserganj, P.O, Freserganj, P.S.-Freserganj Coastal
Dist-South 24 Parganas
Memo No.-05(1)/FGP/2024, Date:-15/01/2025
Notice Inviting e-Tender NO.-17/(24-25)
As per Decision of Artho-O-Parikalpona Upo-samity vide Meting no.-03, dated on 11/07/2024) on behalf of said upo-Samity the undersigned (hereinafter called "the Employer") hereby invites through electronic tendering (e- tendering) for the total 10(Ten)Nos. Work. Document download to participate in e-Tender start date (online) starting from **21/01/2025 at 4.30 pm to 29/01/2025 at 01:30 PM**. Date of opening of technical Proposals (Online) on **31/01/2025 at 02.00 PM**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Freserganj Gram Panchayat
Namkhana, South 24 Parganas

হাতির দল তাণ্ডব চালিয়ে নষ্ট করলো কয়েক বিঘা জমির আলু, চাষীদের পাশে থাকার আশ্বাস গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ২১ জানুয়ারি ঃ তিন দিন ধরে হাতির দল তাণ্ডব চালিয়ে নষ্ট করলো কয়েক বিঘা জমির আলু চাষ, চাষীদের পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান। তিন দিন ধরে হাতির তাণ্ডবে ক্ষতি বিঘের পর বিঘে আলু ও সবজি চাষের। ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রামের জঙ্গল থেকে সুবর্ণরেখা নদী পেরিয়ে প্রায় ২৫ টি হাতি প্রবেশ করে ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর ২ নম্বর ব্লকের কালিঞ্জা গ্রামে। যার ফলে ওই এলাকায় প্রায় ৪০ বিঘে জমির আলু চাষের ব্যাপক ক্ষতি করে দিয়েছে হাতির দল টি। আলু চাষের পাশাপাশি ফুল কফি, বাঁধাকপি, বেগুন, টমেটো সহ বিভিন্ন সবজি চাষেরও প্রচুর ক্ষতি করেছে হাতির দলটি। যার ফলে মাথায় হাত আলু ও সবজি চাষীদের। তিন দিন ধরে হাতির দল টি ওই এলাকায় তান্ডব চালিয়ে আলু চাষের পাশাপাশি ব্যাপকভাবে অন্যান্য সবজি চাষের ক্ষতি করেছে বলে গ্রামবাসীরা জানান। তাই চাষের জমি থেকে আলু বাড়িতে তুলে নিয়ে যাওয়ার আগেই হাতির দল প্রায় ৪০ বিঘা জমির আলু সহ কয়েক বিঘা জমির সবজি চাষ হাতির দলটি নষ্ট করে দেওয়ায় ওই এলাকার চাষীরা প্রচুর ক্ষতির মুখে পড়বেন বলে তারা জানান। গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে বিষয়টি বন দফতর কে জানানো হয়েছে। বন দফতরের করে পক্ষ থেকে গ্রামবাসীদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, হাতির দল যাদের ফসলের ক্ষতি করেছে তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে বন দপ্তর। পেটবিন্ধি অঞ্চলের প্রধান শংকর প্রসাদ দে কালিঞ্জা গ্রামে গিয়ে হাতির দল তান্ডব চালিয়ে যেসব জমির আলু চাষ এবং সবজি চাষ নষ্ট করে দিয়েছে সেইসব এলাকা ঘুরে দেখেন, তিনি ক্ষতিগ্রস্ত চাষীদের সাথে কথা বলেন। তিনি হাতির হামলায় যে সকল চাষীদের আলু, সবজি চাষ নষ্ট হয়েছে তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য বন দফতর কে জানাবেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে জানান। সেই সঙ্গে তিনি ঐ এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত চাষীদের পাশে রয়েছে বলে তাদেরকে আশ্বাস দেন।

ABRIDGED TENDER NOTICE
The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows:-

NIT No.	Name of Projects	Bid submission Start Date	Last Date of Bid Submission
82/GPW/ WBFDC/ 2024-25	**Repair and Renovation of Pagoda, Repairing of street light & Electrical maintenance work at Banabitan Park, Salt Lake.**	**22.01.2025**	**29.01.2025**

Details can be seen at https://wbtenders.gov.in

অবৈধ বালি পাচার রুখল স্বয়ং বিএলআরও

দুরন্ত বার্তা, খড়িবাড়ি, ২১ জানুয়ারি ঃ মেচী নদী থেকে চালান ছাড়াই অবৈধভাবে বালি তুলে পাচার রুখল স্বয়ং বিএলআরও ! মঙ্গলবার সকালে খড়িবাড়ির বাতাসি সংলগ্ন এলাকায় এনএইচ ৩২৭ নং জাতীয় সড়কে আচমকাই অভিযান চালাল স্বয়ং খড়িবাড়ি ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক প্রতিমা সুব্বা। অভিযানে তিনটি চালান ছাড়া অবৈধ বালি বোঝাই ট্রাক্টর আটক করা হয়। পরে বালি বোঝাই তিনটি ট্রাক্টরগুলিকে খড়িবাড়ির পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ হাতে তুলে দেওয়া হয়। অবৈধভাবে বালি পাচারের খবর পেয়ে এদিন তিনটি ট্রাক্টর আটক করা হল। চালান ছাড়াই অবৈধভাবে বালি পাচার হচ্ছিল, কোনভাবেই বরদাস্ত করা হবে না বলেন, খড়িবাড়ির বিএলআরও প্রতিমা সুব্বা। অন্যদিকে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অবৈধ বালি বোঝাই ট্রাক্টর গুলির জরিমানার পর ছেড়ে দেওয়া হবে বলে জানা যায়।

খাল খনন করা যাবে না এমনটাই দাবি তুলে আবারো আন্দোলন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২১ জানুয়ারি ঃ ঘাটাল মহকুমাশাসক কার্য্যালয়ে ঘাটাল মাস্টার প্লান নিয়ে সেচ মন্ত্রী সহ জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের নিয়ে যখন বৈঠক করছেন সাংসদ দেব। তখনই ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানে দাসপুরের চাঁদপুর থেকে সুরতপুর পর্যন্ত নতুন করে খাল খনন করা যাবে না এমনটাই দাবি তুলে আবারো

আন্দোলনে নামলো চন্দ্রেশ্বর নদী খনন প্রতিবাদী কমিটি। এদিন মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ দাসপুরের ঘাটাল-মেদিনীপুর রাজ্য সড়কের সূরানারায়নপুর এলাকায় একটি প্রতিবাদী মিছিল আয়োজন করা হয়। এই মিছিলে বারে বারে স্লোগান উঠতে থাকে নদী নয় দাসপুরে কোন খালও কাটতে দেওয়া হবে না, দাসপুরকে কোনভাবে হেজা। পাহাড় করা যাবে না, ঘাটালকে বাঁচানোর জন্য দাসপুরকে কোনভাবেই ডুবানো যাবে না এমনই একাধিক স্লোগান দিয়ে আজকের এই প্রতিবাদ মিছিল করে চন্দ্রেশ্বর নদী খনন প্রতিবাদী কমিটি। এর আগেও একবার দাসপুরের চন্দ্রেশ্বর খালখনন নিয়ে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ মিছিল করেছিল। তাদের মূল দাবি, দাসপুর থানা এলাকায় নতুন করে কোনো খাল বা নদী খনন করতে দেবে না। ঘাটাল মাস্টার প্লানের জন্য একাধিক খাল পাশাপাশি নদী খনন যেমন হবে তেমনই প্রয়োজন পড়বে নতুন করে খাল খনন করার সেক্ষেত্রে বহু মানুষের দোকান বাড়ি, ভূমি উচ্ছেদের আশঙ্কার পাশাপাশি ঘাটালের মতো দাসপুরও বন্যা কবলিত হয়ে পড়বে প্রতি বর্ষায় এমনই আশঙ্কা থেকেই এই আন্দোলনে নেমেছে দাসপুরের দুটি ব্লকের মানুষ মত কমিটির সদস্যদের।

প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ছাত্রীকে হাঁসুয়ার কোপ, আত্মঘাতী যুবক

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২১ জানুয়ারি ঃ প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান। অভিমানে দশম শ্রেণীর ছাত্রীকে হাঁসুয়ার কোপ স্থানীয় যুবকের। ঘটনা নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জ থানা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর দশম শ্রেণীর ছাত্রী প্রাইভেট পড়তে যাচ্ছিল সেই সময় আচমকাই স্থানীয় যুবক প্রেমের প্রস্তাব দেয়। প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় ওই ছাত্রীকে হাঁসুয়ার কোপ মারে যুবক। প্রতিবেশীরা ওই ছাত্রীকে স্থানীয় কৃষ্ণগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসে চিকিৎসার জন্য। এই ঘটনার পরেই স্থানীয় যুবক গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে বলে সূত্র মারফত জানা গেছে। পরিবারের লোকজন যুবককে স্থানীয় কৃষ্ণগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

জালশংসাপত্র দিয়ে পাসপোর্ট করাতে গিয়ে ধৃত ব্যক্তি

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ২১ জানুয়ারি ঃ কালনা পুরসভার নামে তৈরী করা জালশংসাপত্র দিয়ে পাসপোর্ট করাতে গিয়ে নাদনঘাট থানা পুলিশের জালে ধরা পড়ল এক ব্যক্তি। গ্রেপ্তার বিষ্ণু বসাক। তার বাড়ি নাদনঘাট থানার হাটসিমলা বসাকপাড়া এলাকায়। নাদনঘাট থানার পুলিশ মঙ্গলবার কালনা আদালতে মঙ্গলবার তুললে তাকে ৬ দিনের পুলিশ হেপাজতে নেয়। জানা গেছে বিষ্ণু বসাক নামের ওই ব্যক্তি পাসপোর্ট তৈরির জন্য ডিআইবি তে জাল জন্ম সার্টিফিকেট প্রদান করেছিলেন। এটি যাচাই হওয়ার পরই জানা যায় তার সার্টিফিকেটটি নকল। এরপর ডিআইবির তরফে জানুয়ারি মাসের ১২ তারিখ নাদনঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত করে নাদনঘাট থানার পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে এদিন মঙ্গলবার কালনা মহকুমা আদালতে পাঠায়। উল্লেখ্য একইভাবে কয়েক দিন আগেই কালনা থানা এলাকায় এক যুবক, বাংলাদেশ থেকে এসে এখানে জাল জন্ম সার্টিফিকেট জমা দিয়ে পাসপোর্ট করাতে গিয়ে সেও ধরা পড়েছিল একইভাবে।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে, গোরক্ষপুর

গোরখপুর, ২১ জানুয়ারি ঃ উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের মহাব্যবস্থাপক, শ্রীমতী সৌম্য মাথুর ২১ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখে গোরখপুরের জেনারেল ম্যানেজারের কনফারেন্স হলে লখনউ ডিভিশনের নিরাপত্তা বিভাগ দ্বারা ডিজাইন করা বিভাগীয় সিস্টেম ম্যাপ এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের উদ্বোধন করেন। রিমোট বোতাম। এই অনুষ্ঠানে, লখনউ বিভাগের প্রধান বিভাগীয় প্রধান এবং কর্মকর্তারা ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে উপস্থিত ছিলেন। এই বিভাগীয় সিস্টেম ম্যাপ এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের মাধ্যমে, রেলওয়ে স্টেশন, লেভেল ক্রসিং, পণ্য শেড, রাস্তার পাশের যন্ত্রপাতি, এ.আর.টি. সম্পর্কিত তথ্য। এ.আর.এম.ই. সাইডিং, সিগন্যাল এবং টি.আর.ডি. সম্পদ, আরপি / এফম্যাজিস্ট্রেট/ জিআরপি গুগল ম্যাপের মাধ্যমে পুলিশ স্টেশন, হাসপাতাল ইত্যাদির অবস্থান সহজেই অ্যাক্সেস করা যায় এবং ডেটা ক্লাউডে SQL সার্ভারে সংরক্ষণ করা যায়। সার্ভারে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। লখনউ বিভাগের বিভাগীয় সিস্টেম মানচিত্র www.divisionalsystemmap.com লিঙ্কের মাধ্যমে মোবাইল, ডেস্কটপ এবং ল্যাপটপে অ্যাক্সেস করা যেতে পারে। এই সিস্টেমটি পাসওয়ার্ড সুরক্ষিত, যার অ্যাক্সেস শাখা কর্মকর্তাদের কাছে থাকবে। এর মাধ্যমে, সমস্ত সম্পর্কিত তথ্য এক জায়গা থেকে পাওয়া যাবে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (ওয়ার্কশপ)/খড়গপুর ওয়ার্কশপ, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে নিচে উল্লেখিত তারিখে ১৬:০০ টার আগে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করেছেন এবং খোলা হবে ১৬:৩০ টায়; **ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. :** ই-৫৮-ডিওয়াইসিইই-কেজিপিডব্লিউ-আইওটিডব্লিউ-২৪-২৫; **কাজের নাম :** খড়গপুর ওয়ার্কশপে বিদ্যুতের সাধারণ সম্পদের আইওটি ডিভাইস/ইন্টেলিজেন্ট ফিল্ড ডিভাইস (আইএফডি) -এর সরবরাহ। **কাজের আনুমানিক খরচ:** ₹ ১,৩৪,৯৬,০১২.০২; **বায়না মূল্য:** ₹ ২,১৭,৫০০.০০; **ই-টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ০৩.০৩.২০২৫ তারিখে ১৬.০০ টায়; আগ্রহী দরদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/নির্দিষ্টকরণের জন্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা দিতে পারেন। কোনও অবস্থাতেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবেনা। **(PR-1042)**

Notice Inviting E-Tender
TenderRef: AMTA-I/SGP/e-NIT-02/24-25 LAST DT OF BID 29-01-2025 11:00 AM TECH. OPENING DT 31-01-2025 11:00 AM
Electronic Tenders are hereby invited by the Prodhan, Sirajbati Gram Panchayat, Amta-I Dev. Block for implementation of SEVEN (07) No. work within Sirajbati Gram Panchayat, Howrah. Details are available in (**http://wbtenders.gov.in & http://etender.wb.nic.in**) and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Sirajbati Gram Panchayat

Office of The Chingani Gram Panchayat
Chaulyabad::P.O. Chhagulia::Dist.-Bankura
Notice Inviting E-Tender No.: 14/2024-2025
The Prodhan, Chingani Gram Panchayat invites eTender from the bonafied, reliable, resourceful and experienced contractors. Date of start of downloading documents from **20/01/2025 from 6.30 pm up to 26/01/2025 at 6.30 pm.** Last date of submission of Bid (online) **28/01/2025 up to 04.30 pm**. Date of opening of Tender on **04/02/2025 from 11.00 pm**. For details please visit office of the undersigned and website **https://wbtender.gov.in.**
Sd/- Pradhan
Chingani Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDERS
ABRIDGED NIT
The **Director General (Bustee), KMC** invites e-tender online percentage rate to bid system for the following works:–
1. NIT No.: **KMC/EEBS/HQ/62/24-25/248**
Name of the Work: **Repairing of Bustee Passage at different places of 13 Collin Lane, 2C Pementle Street, Nawab Abdul Latif Street and its surrounding area in Ward No. 62.** Estimate Amount (Incl. GST & LWC): **₹ 4,87,065.15.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of Completion: **90 days.**
2. NIT No.: **KMC/EEBS/HQ/60/24-25/245**
Name of the Work: **Repairing of Sanitary Latrine and at different places of 22/H/12 Linton Street, 47F Gorachand Road, Jannagar Road Bustee and its surrounding area in Ward No. 60.** Estimate Amount (Incl. GST & LWC): **₹ 4,74,887.19.** Earnest Money: **₹ 10,000.00**. Period of Completion: **90 days.**
3. NIT No.: **KMC/EEBS/HQ/120/24-25/255 (1st Call)**
Name of the Work: **Repairing of Bustee Sanitary Latrines at Auddy Bagan, Indrajit Pally, Tarikhana Gully etc. and its surrounding Slum area in Ward No. 120, Borough-XIII.** Estimate Amount (Incl. GST & LWC): **₹ 2,95,529.58.** Earnest Money: **₹ 6,000.00**. Period of Completion: **60 days.**
4. NIT No.: **KMC/EEBS/HQ/122/24-25/254 (1st Call)**
Name of the Work: **Development of Passage by C.C. near 76 Brick Field Road Slum area in Ward No. 122, Borough-XIII.** Estimate Amount (Incl. GST & LWC): **₹ 4,02,263.20.** Earnest Money: **₹ 8,100.00**. Period of Completion: **60 days.**
5. NIT No.: **KMC/EEBS/HQ/142/24-25/252 (1st Call)**
Name of the Work: **Development of Passage by C.C. near 60/55 Sajneberia Slum area in Ward No. 142, Borough-XVI.** Estimate Amount (Incl. GST & LWC): **₹ 4,90,172.56.** Earnest Money: **₹ 10,000.00**. Period of Completion: **60 days.**
6. NIT No.: **KMC/EEBS/HQ/67/24-25/247**
Name of the Work: **Repairing of Sanitary Latrine and at different Places of 164, 165 Swinhoe Lane, 115 Dr. GS Bose Road Bustee and its surrounding area in Ward No.-67.** Estimate Amount (Incl. GST & LWC): **₹ 3,62,429.22.** Earnest Money: **₹ 8,000.00**. Period of Completion: **90 days.** Last date and time of submission of Bid: **04.02.2025 up to 11.00 a.m.** (for Sl. No. 1 & 2) & **30.01.2025 up to 11.00 a.m.** (for Sl. No. 3 to 6). Bid opening date and time for technical proposals: **06.02.2025 at 11.00 a.m.** (for Sl. No. 1 & 2), **01.02.2025 at 11.30 a.m.** (for Sl. No. 3 to 5) & , **01.02.2025 at 11.00 a.m.** (for Sl. No. 6). The bid forms and other details are available on and from **22.01.2025, (11.00 a.m.)** (for Sl. N. 1 to 6). The website **https://wbtenders.gov.in** & **https://www.kmcgov.in** (for Sl. No. 1 to 6).
The **Executive Engineer (Civil) (Parks & Squares), KMC** invites quotation online percentage rate two bid system for the following works :–
1. NIT No.: **KMC/EE_PS/VIII/69/01/24-25 (1st Call)**
Name of the Work: **Daily maintenance of Rose Garden at Maddox Square in Ward No. 69, Borough-VIII.** Estimated cost: **₹ 1,99,582.93.** Earnest Money: **₹ 4,000.00**. Period of Completion: **365 days.**
2. NIT No.: **KMC/EE/PS_X/96/MNT/01/24-25 (1st Call)**
Name of the Work: **Annual Maintenance of Bijoygarh Bharat Mata Maidan (Horticulture Related Works) in Ward No. 96, Borough-X.** Estimated cost: **₹ 2,18,199.68.** Earnest Money: **₹ 4,500.00**. Period of Completion: **365 days.**
3. NIT No.: **KMC/EE_PS/X/97/C9/24-25R1 (2nd Call)**
Name of the Work: **Repairing of Wireless Sishu Uddyan in Ward No. 97, Borough-X.** Estimated cost: **₹ 1,49,217.43.** Earnest Money: **₹ 3,000.00**. Period of Completion: **25 days.**
4. NIT No.: **KMC/EE_PS/X/96/MNT/02/24-25 (1st Call)**
Name of the Work: **Annual Maintenance Around Laylka Pond and Adjacent Play Ground (Horticulture Related Works) in Ward No. 96, Borough-X.** Estimated cost: **₹ 2,11,119.48.** Earnest Money: **₹ 4,300.00.** Period of Completion: **365 days.** Last date and time of submission of Bid: **31.01.2025, 1.00 p.m.** (for Sl. No. 1) & **30.01.2025, 1.00 p.m.** (for Sl. No. 2 to 4). The bid forms and other details shall be available on and from **22.01.2025 (10.00 a.m.)** (for Sl. No. 1 to 4). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 4).
The **Dy. Chief Engineer (Parks & Squares), KMC** invites quotation online percentage two bid system for the following works :–
1. NIT No.: **KMC/EE_PS/VIII/70/1/2024-25**
Name of the Work: **Construction of Shed for Nursery Maintenance at Woodburn Park and some repairing works in D.N. Mitra Square in Ward No.-70, Borough-VIII.** Estimated cost: **₹ 4,86,508.60.** Earnest Money: **₹ 9,800.00.** Period of Completion: **30 days.**
2. NIT No.: **KMC/DCE(PS)/VIII/85/2/24-25 (1st Call)**
Name of the Work: **Repairing of The Canopy Top Cover Sheet including supplying structure of the Bhasa Mancha of Deshapriya Park in Ward No.-85, Borough-VIII.** Estimated cost: **Quotation Invited.** Earnest Money: **₹ 4,200.00** (2% of the total quoted amount). Period of Completion: **20 days.**
3. NIT No.: **KMC/DCE_PS/VII/66/02/24-25 (1st Call)**
Name of the Work: **Repairing of Kustia Park and Park at Picnic Garden 3rd Lane in Ward No.-66 under Borough VII.** Estimated cost: **₹ 4,97,274.95.** Earnest Money: **₹ 10,000.00.** Period of Completion: **30 days.**
4. NIT No.: **KMC/DCE_PS/VII/58/04/24-25 (1st Call)**
Name of the Work: **Repair and Renovation of Christopher Park in Ward No.-58 under Borough-VII.** Estimated cost: **₹ 4,03,662.48.** Earnest Money: **₹ 8,100.00**. Period of Completion: **45 days.** Last date and time of submission of Bid: **31.01.2025, 1.00 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2) & **30.01.2025, 1.00 p.m.** (for Sl. No. 3 & 4). The bid forms and other details shall be available on and from **22.01.2025 (10.00 a.m.)** (for Sl. No. 1 to 4). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 4).
1273/24-25

বিজ্ঞান

মঙ্গল গ্রহ থেকে সংগ্রহ করা নমুনাগুলো পৃথিবীতে আনতে গিয়ে বিপাকে নাসা

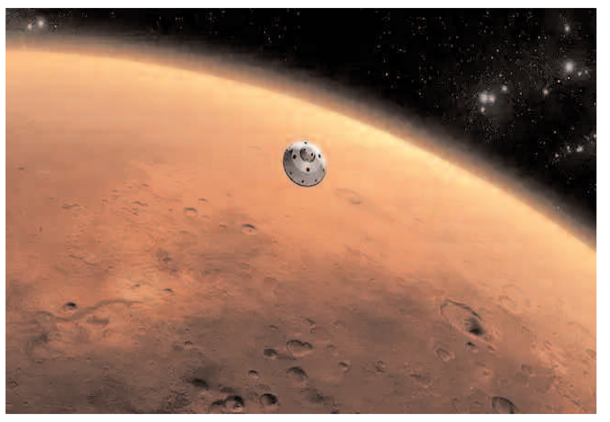

মঙ্গল গ্রহে থাকা শিলা পাথরসহ বিভিন্ন নমুনা বিশ্লেষণ করে গ্রহটির অতীত সম্পর্কে নানা তথ্য জানা যাবে বলে ধারণা করছে যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা। আর তাই দীর্ঘদিন ধরে নাসার পারসিভারেন্স রোভার মঙ্গল গ্রহে বিভিন্ন অনুসন্ধান চালানোর পাশাপাশি শিলা পাথরসহ বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করছে। নমুনাগুলো বর্তমানে বিশেষায়িত নলাকার টিউবসহ রোভারের মধ্যে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। কিন্তু মঙ্গল গ্রহ থেকে সংগ্রহ করা নমুনাগুলো পৃথিবীতে আনতে গিয়ে বিপাকে পড়েছেন নাসা ও ইউরোপীয় স্পেস এজেন্সির বিজ্ঞানীরা। মঙ্গল গ্রহ থেকে সংগ্রহ করা শিলা পাথরসহ বিভিন্ন নমুনা ২০৩০ সালের মধ্যে পৃথিবীতে আনা বেশ ব্যয়বহুল হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। আর তাই বিকল্প পরিকল্পনা প্রণয়নে কাজ শুরু করেছে নাসা। এরই মধ্যে ১১টি প্রস্তাব জমা পড়েছে, যার মধ্যে দুটি প্রস্তাব বিবেচনা করা হচ্ছে। এসব প্রস্তাবে মহাকাশযানের সঙ্গে স্কাই ক্রেন সিস্টেম ব্যবহার করে রোভারকে তারের মাধ্যমে যুক্ত করা বা উন্নত ল্যান্ডিং সিস্টেম তৈরি করে শিলা পাথরসহ বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অনেক রোবোটিক মিশন চাঁদ থেকে শিলা পাথরসহ বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করে পৃথিবীতে এনেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গল গ্রহে নতুন মিশন চালানোর পরিকল্পনা করছেন বিজ্ঞানীরা। মঙ্গল গ্রহে থাকা বিভিন্ন শিলা পাথরসহ বিভিন্ন নমুনা বিশ্লেষণ করে গ্রহটিতে প্রাণের উপস্থিতি ছিল কি না, তাও জানা যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ বিষয়ে নাসার বিজ্ঞান মিশন দপ্তরের সহযোগী প্রশাসক নিকোলা ফক্স জানিয়েছেন, 'নাসার বিভিন্ন রোভার মঙ্গল গ্রহের কঠিন পরিবেশ সহ্য করে বিজ্ঞানের জন্য নমুনা সংগ্রহ করছে। এসব শিলা পাথর পৃথিবীতে এনে পরীক্ষা করার মাধ্যমে অনেক তথ্য জানার সুযোগ আছে।

শক্তিশালী রশ্মি সরাসরি আমাদের পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছে বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা

পৃথিবী থেকে ১ হাজার ২৯০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে থাকা এক সুপার ম্যাসিভ বা বড় আকারের কৃষ্ণগহ্বর (ব্ল্যাকহোল) থেকে অতি শক্তিশালী রশ্মি সরাসরি আমাদের পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছে বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

বিগ ব্যাং বিস্ফোরণের প্রায় ১০ কোটি বছর পর এই রশ্মি নির্গত হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। জে০৪১০-০১৩৯ নামের কৃষ্ণগহ্বর থেকে পৃথিবীর দিকে আসা রশ্মি পর্যালোচনা করে মহাবিশ্বের শৈশবকালে বড় আকারের কৃষ্ণগহ্বরগুলো কীভাবে বিকশিত হয়েছে, তা জানা যাবে বলে ধারণা করছেন বিজ্ঞানীরা। কৃষ্ণগহ্বরটির ভর প্রায় ৭০ কোটি সূর্যের সমান। নাসার চন্দ্র অবজারভেটরি, চিলির ভেরি লার্জ টেলিস্কোপসহ বেশ কয়েকটি টেলিস্কোপের তথ্য পর্যালোচনা করে এই রশ্মি শনাক্ত করা হয়েছে। বড় আকারের কৃষ্ণগহ্বরটি মহাবিশ্বের প্রথম সময়কার তথ্যাদি জানতে সহায়তা করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল রেডিও অ্যাস্ট্রোনমির বিজ্ঞানী এমানুয়েল মোমজিয়ান বলেন, নতুন কৃষ্ণগহ্বর মহাজাগতিক শক্তির রশ্মি হিসেবে সরাসরি অনেক কিছু জানার সুযোগ করে দেবে।

কয়েক দশক ধরে মহাবিশ্বে থাকা বিভিন্ন কৃষ্ণগহ্বরের শক্তিশালী রশ্মির কথা জানা গেলেও সেগুলোর গতি বা বিস্তারিত তথ্য সম্পর্কে তেমন কোনো ধারণা নেই বিজ্ঞানীদের।

নব আরতি সংগীত বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সংগীত সম্মেলন

দুরন্ত বার্তা, চাকদহ, ২১ জানুয়ারিঃ নব আরতি সংগীত বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং ধ্রুপদী সংগীত সম্মেলন। এ ক্লাসিক্যাল মিউজিক কনফারেন্স। ১৯ জানুয়ারি রবিবার সময় একটা থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হলো বসন্ত কুমারী বালিকা বিদ্যাপীঠ এ পরিচালনায় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পন্ডিত স্বপন শিব মহাশয়ের সুযোগ্য ছাত্র মাননীয় উত্তম কুমার সরকার মহাশয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গুরু স্বপন শীব। জয়িতা শিব রিম্পা শিব নিলিমেশ চক্রবর্তী এবং সেতার বাদক পন্ডিত অসীম চক্রবর্তী এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ । বিদ্যালয় ২০০ শিক্ষার্থী তবলা লহরা বাঁশি গান নাচ আবৃত্তি অঙ্কনে ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করে। বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চাকদহ পৌরসভার পৌরপিতা অমলেন্দু দাস এবং উপ পৌরপিতা দেবব্রত নাগ মহাশয় এ ছাড়া শিক্ষক শ্রী অসীম পাটোয়ারী শ্রী মেঘনাথ সরদার গৌতম ভৌমিক প্রীতি প্রভা বিশ্বাস শিক্ষিকা নিতু মল্লিক শিউলি সর্দার রিতা দাস সরকার ঝুমুর দাস স্বপন দাস অনিন্দিতা দেব প্রমুখ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

১৫ মাসের বেশি সময় ধরে গাজায় ইসরায়েলের হামলায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে উপত্যকাটি

গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি কার্যকরের জন্য অধীর অপেক্ষা নিয়ে সময় গুনছেন ফিলিস্তিনিরা। উপত্যকায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনায় গাজাবাসীদের মধ্যে আনন্দ-উচ্ছ্বাস দেখা যাচ্ছে। তবে তাঁদের মধ্যে কাজ করছে শঙ্কাও। গাজার বাস্তুচ্যুত নারী লতিফা কাশকাশ বলেন, তিনি খুশি। কারণ, যুদ্ধবিরতি কার্যকর হলে তিনি তাঁর বসত এলাকায়, বাড়িতে ফিরে যাবেন। তবে লতিফার মধ্যে আশঙ্কাও আছে। তিনি বলেন, 'আমি ভয়ও পাচ্ছি। কারণ, আমি ইসরায়েলিদের বিশ্বাস করি না।'১৫ মাসের বেশি সময় ধরে গাজায় ইসরায়েলের নির্বিচার হামলায় প্রিয় মানুষদের হারানোয়, সম্পত্তি ধ্বংস হওয়ায় লতিফা ভীষণ শোক-দুঃখ অনুভব করছেন বলে জানান। গাজার বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিরা নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বিধ্বস্ত উপত্যকাটি পুনর্নির্মাণের অঙ্গীকার করছেন। তাঁদের একজন গাজার প্রবীণ অধিবাসী মাহমুদ আওয়াদ। তিনি উত্তর গাজা থেকে বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনায় তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন। মাহমুদ আওয়াদ আল-জাজিরাকে বলেন, অনেক প্রিয় মানুষ শহীদ হয়েছেন।

মহাকাশ স্টেশনের বাইরের কাজে সুনিতা

গত ৫ জুন মার্কিন উড়োজাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বোয়িংয়ের তৈরি স্টারলাইনার মহাকাশযানে চড়ে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে গিয়েছিলেন নাসার দুই নভোচারী সুনিতা উইলিয়ামস ও বুচ উইলমোর। মাত্র আট দিন মহাকাশ স্টেশনে থাকার কথা থাকলেও নিজেদের মহাকাশযানের ইঞ্জিনে গোলযোগ দেখা দেওয়ায় সাত মাসের বেশি সময় ধরে পৃথিবীতে ফিরতে পারছেন না তাঁরা। পৃথিবীতে ফিরতে না পারলেও এবার নাসার অপর নভোচারী নিক হেগকে নিয়ে স্পেসওয়াক (মহাকাশে গিয়ে নভোযানের বাইরে হাঁটা বা ঘোরা) করার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের বাইরের দিকে থাকা বিভিন্ন যন্ত্রাংশ মেরামত শুরু করেছেন সুনিতা উইলিয়ামস। আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের কমান্ডার হিসেবে সুনিতা উইলিয়ামস ১৬ জানুয়ারি প্রায় সাড়ে ছয় ঘণ্টা মহাকাশে স্পেসওয়াক করেন।

সুন্দরবনের জলবায়ু পরিবর্তনে শিশুদের উপর কতখানি প্রভাব পড়ছে, তা নিয়ে কর্মশালা

দুরন্ত বার্তা,বারুইপুর,২১ জানুয়ারিঃ সুন্দরবনের জলবায়ুর পরিবর্তনে শিশুদের উপর কতখানি প্রভাব পড়ছে এবং এর করনীয় ও বাল্য বিবাহ,শিশু শ্রম সহ একাধিক বিষয়কে সামনে রেখে মঙ্গলবার বারুইপুর বিডিও অফিসের মিটিং হলে পশ্চিমবঙ্গ শিশু সুরক্ষা আয়োগ দপ্তরের উদ্যোগে দঃ ২৪ পরগনার সাংবাদিকদের নিয়ে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল। এদিনের এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ শিশু সুরক্ষা আয়োগ দপ্তরের চেয়ারম্যান তুলিকা দাস,পরিবেশ বিজ্ঞানী পৌলুমি দে সরকার,দঃ ২৪ পরগনা জেলা সুরক্ষা আয়োগের অধিকর্তা রামেন্দু মাহান্তি, বারুইপুর ব্লকের জয়েন্ট বিডিও সন্দীপ প্রামানিক,বারুইপুর মহকুমা তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক কামিনী রায়, বারুইপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহকারি সভাপতি শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, পরিবেশ বিজ্ঞানী ড. স্বাতী নন্দী চক্রবর্তী, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের হিউম্যান রাইটস এন্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্টের ড. পায়েল রাই চৌধুরী, মহুয়া সাঁতরা সহ আরো অনেকে। এদিনের অনুষ্ঠানে এই বিষয়ে কাজ করা দুটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহায়তা করেন। এদিন পশ্চিমবঙ্গ শিশু সুরক্ষা আয়োগের চেয়ারম্যান তুলিকা দাস বলেন, বারবার সুন্দরবনের উপর দিয়ে ঘূর্ণিঝড় বয়ে যাচ্ছে। ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়ছে বাসস্থান। আর তার ফলে সবচেয়ে বেশি সংকটে ভুগছে শিশুরা। ড. স্বাতী নন্দী চক্রবর্তী ও ড. পায়েল রাই চৌধুরী এদিন এই বিষয়ে বিশদে আলোচনা করেন। শিশু শ্রম বন্ধ করা, বাল্য বিবাহ বন্ধ করতে কি কি করনীয় তা তুলে ধরেন। এবিষয়ে সাংবাদিকদের সহযোগিতা চান উদ্যোক্তরা।

পৃথিবীর কক্ষপথে নিউ গ্লেন রকেট

অ্যামাজনের প্রতিষ্ঠাতা জেফ বেজোসের মহাকাশ প্রতিষ্ঠান ব্লু অরিজিনের তৈরি রকেট প্রথমবারের মতো পৃথিবীর কক্ষপথে পৌঁছেছে। দৈত্যকার রকেটটির নাম 'নিউ গ্লেন'। অনেক জল্পনাকল্পনা আর সরকারি নিয়ন্ত্রক সংস্থার অনুমতির পরে রকেটটি ১৬ জানুয়ারি পৃথিবীর কক্ষপথে পৌঁছেছে। পুনর্ব্যবহার উপযোগী হওয়ায় নতুন এই রকেটের কারণে ইলন মাস্কের স্পেসএক্স মহাকাশ অভিযানে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে পড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে। আকারে বড় ও ভারী মালামাল মহাকাশে বহন করার জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে নিউ গ্লেন রকেটটি। ৩২০ ফুট লম্বা রকেটটি যুক্তরাষ্ট্রের কেপ ক্যানাভেরাল স্পেস ফোর্স স্টেশন থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়। উৎক্ষেপণের সময় ওয়াশিংটনে ব্লু অরিজিনের সদর দপ্তর ও কেপ ক্যানাভেরালে শত শত কর্মী অপেক্ষায় ছিলেন। অবশেষে ব্লু অরিজিনের কর্মকর্তা আরিয়েন কর্নেল বলেন, 'আমরা নিরাপদে কক্ষপথে পৌঁছেছি।' মহাকাশে পৌঁছানোর পরে ব্লু অরিজিন এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, নিউ গ্লেন একটি পরীক্ষামূলক স্যাটেলাইট বা উপগ্রহ নিয়ে মহাকাশ পৌঁছেছে। যদিও মিশনে রকেটের বুস্টার পৃথিবীতে নির্ধারিত জায়গায় ফিরে আসতে ব্যর্থ হয়েছে।

ভারতীয় রেলওয়েতে কালোবাজারি প্রতিরোধে আরপিএফ-এর ভূমিকা

মালিগাঁও, ২১ জানুয়ারিঃ ভারতীয় রেলওয়ের টিকিটিং ব্যবস্থা এক বিশাল প্রত্যাহ্বানের বিষয়, বিশেষত ব্যস্ত ভ্রমণের সময়গুলিতে যখন টিকিটের দালালি ও কালোবাজারি শুরু হয়। এই অবৈধ কার্যকলাপের ফলে টিকিটের ন্যায্য সুবিধার সাথে প্রকৃত যাত্রীদের আপস করার পাশাপাশি রেলওয়ে ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই সমস্যার মোকাবিলা করতে রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) সর্বদাই সক্রিয় এবং রেলওয়ের পরিষেবাগুলি পাওয়ার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে জড়িত থাকে। রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর সাইবার সেলগুলি অনিয়ম চিহ্নিত করতে বুকিঙের নমুনা পরীক্ষা করে, নিয়মিত অভিযান ও বিভিন্ন পদক্ষেপ চালিয়ে আসছে এবং টিকিট কাউন্টার ও সাইবার ক্যাফেগুলিকে লক্ষ্য করে নির্দিষ্ট অভিযানও চালাচ্ছে। টিকেটিং সিন্ডিকেটগুলি ট্র্যাক করতে এবং ধ্বংস করার জন্য আরপিএফ সাইবার সেলকে অত্যাধুনিক সফ্টওয়্যার ও হার্ডওয়্যার দ্বারা সজ্জিত করে তুলেছে। আরপিএফ-এর পক্ষ থেকে উন্নত প্রযুক্তি উপকরণ ব্যবহার করে অনলাইন বুকিং প্ল্যাটফর্মগুলির ক্রমাগত ডিজিটাল নজরদারি চালানো হয়। প্রযুক্তিগত এই উন্নতি রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীকে ক্রমশ অত্যাধুনিক হয়ে ওঠা দালালি চক্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম করে তুলেছে। আরপিএফ-এর পক্ষ থেকে বাল্ক বুকিং এবং অনিয়মিত লেনদেন সহ সমস্ত সন্দেহজনক কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করা হয় এবং ফলপ্রসূভাবে কালোবাজারি চিহ্নিত ও প্রতিরোধ করতে টিকিট কাউন্টারগুলিতে সিসিটিভি স্থাপন করা হয়েছে। আরপিএফ-এর পক্ষ থেকে ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ক্যাটারিং অ্যান্ড টুরিজম কর্পোরেশন (আইআরসিটিসি)-এর সাথে সমন্বয় স্থাপন করে সন্দেহজনক অ্যাকাউন্টগুলি চিহ্নিত

ও নিষ্ক্রিয় করা হয়ে থাকে। এই সমন্বয় স্থাপনের লক্ষ্য হলো এজেন্ট ও ব্যক্তিগত ব্যবহারকারীর আইডি-র অপব্যবহার প্রতিরোধ করা এবং টিকেটিং ব্যবস্থা আরও সুরক্ষিত ও স্বচ্ছ করা। গণ সচেতনতার গুরুত্বকে স্বীকার করে বিভিন্ন মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে আরপিএফ শিক্ষামূলক প্রচার অভিযান চালিয়ে আসছে। এই পদক্ষেপগুলি অকর্তৃত্বশীল কার্যকলাপের রিপোর্ট সম্পর্কে যাত্রীদের অবগত করে এবং সরকারি ও অনুমোদিত চ্যানেলের মাধ্যমে টিকিট বুকিং করার গুরুত্বের উপর জোর দেয়। আরপিএফ-এর গৃহীত এই কৌশলগত পদক্ষেপগুলি উল্লেখযোগ্য ফল প্রদান করেছে। অসংখ্য হাই-প্রোফাইল দালাল সিন্ডিকেট ভেঙে ফেলা হয়েছে এবং সহস্রাধিক অপরাধীকে আটক করা হয়েছে। আরপিএফ-এর এই প্রচেষ্টাগুলির ফলে বিশাল পরিমাণের অবৈধ টিকিট উদ্ধার হয়েছে, ফলে বড়মাপের কালোবাজারি প্রতিরোধ হয়েছে। আরপিএফ-এর পক্ষ আগামীদিনে অ্যাডভান্সড এআই অ্যান্ড মেশিন লার্নিং-এর মতো আরও উন্নত প্রযুক্তি একত্রিত করার পরিকল্পনা করা হয়েছে, যা বুকিং আচরণগুলি ভালো করে পরীক্ষা করে দালালি কার্যকলাপের ইঙ্গিত দেওয়া ত্রুটিগুলি চিহ্নিত করবে। বাস্তব সময়ে সন্দেহজনক লেনদেন ধরতে এবং বন্ধ করতে রিয়েল টাইম ফ্রড ডিটেকশন সিস্টেম বাস্তবায়িত করা হবে। একই আইপি অ্যাড্রেস থেকে উৎপত্তি হওয়া অথবা ভিপিএন ব্যবহার করে একাধিক বুকিং চিহ্নিত এবং ব্লক করতেও ডায়নামিক আইপি মনিটোরিং সিস্টেম চালু করা হবে। যাত্রীদের ভেরিফিকেশন নিশ্চিত করতে এবং লেনদেনের সত্যতা বৃদ্ধির জন্য ফেস রেকগনাইজেশন, ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানিং ব্যবস্থাও প্রণয়ন করা হবে। টিকিটের দালালির সাথে মোকাবিলা করতে রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর শক্তিশালী ও ব্যাপক পদ্ধতি রেলওয়ের টিকেটিং কার্যকলাপের ন্যায্যতা ও স্বচ্ছতার প্রতি তাদের অটল প্রতিশ্রুতিকেই প্রতিফলিত করে। উন্নত প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে সংশ্লিষ্ট এজেন্সিগুলির সাথে সহযোগিতা বৃদ্ধি করে এবং জনগণকে অন্তর্ভুক্ত করে আরপিএফ কালোবাজারি হ্রাস করতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এই কৌশলগুলি বিকাশের সাথে সাথে এগুলির দ্বারা অধিক সুরক্ষিত ও ন্যায্য রেলওয়ে ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, যা সমস্ত যাত্রীর জন্য এক বাধাহীন ও সুন্দর ভ্রমণ অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করে। ২০২৪ সালে সমগ্র ভারতে মোট ৪২৭৫টি দালালি মামলা পঞ্জীয়ন করা হয়েছিল, যেখানে ৪৯৭৫জন দালালকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাদের কাছ থেকে ৫৩.৩৮ কোটি টাকা মূল্যের ১,২৪,৫২৯টি টিকিট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল এবং ২৬,৪৪২টি আইআরসিটিসি আইডি ব্লক করার পাশাপাশি বাল্ক ও তৎকাল বুকিঙের জন্য ব্যবহৃত অবৈধ সফ্টওয়্যারগুলিও ব্লক করা হয়েছিল।

ড্রাইভিং লাইসেন্স করতে গিয়ে জানলেন তিনি মৃত

যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ড অঙ্গরাজ্যের বাসিন্দা নিকোল পাউলিনো। সম্প্রতি নিজের ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন করতে গিয়ে তিনি যে তথ্য জানতে পারেন, তাতে তাঁর মাথায় পুরো আকাশ ভেঙে পড়েছিল। তিন সন্তানের জননী এই নারী বলেন, জীবনে এতটা হতবাক তিনি আগে কখনো হননি। কী কারণে নিকোল এতটা হতবাক হয়েছেন, তা জানলে আপনারও চোখ কপালে উঠে যাবে। পাউলিনো ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন করতে গিয়ে জানতে পারেন, সরকারি নথিপত্রে তিনি একজন মৃত মানুষ। তাই আগে তাঁকে জীবিত থাকার প্রমাণপত্র দিতে হবে। তবেই কেবল তিনি ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন করতে পারবেন। ফোনে এমন বার্তা পেয়ে নিজে 'ভীত ও বিস্মিত' হয়ে পড়েছিলেন বলে জানান নিকোল। তিনি বলেন, 'সেখানে লেখা ছিল, মেরিল্যান্ড মোটর ভেহিকল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সিস্টেমে আমি মৃত। মিথ্যা বলব না, আমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, বিস্মিতও হয়েছিলাম। আমি তো জীবিত। আমি এখানেই আছি।' ড্রাইভিং লাইসেন্স নবায়ন করতে হলে এখন নিকোলকে ইউএস ইন্টারনাল রেভিনিউ সার্ভিস থেকে একটি প্রমাণপত্র নিতে হবে। কারণ, সেখানে তিনি এখন একজন 'মৃত করদাতা'। এ ঘটনা নিকোলের জীবনকে এলোমেলো করে দিয়েছে বলে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। কারণ, তিনি জানতে পারেন, তাঁর ও তাঁর তিন সন্তানের স্বাস্থ্যবিমাও বাতিল হয়ে গেছে। এতে তাঁর হাজার হাজার টাকার চিকিৎসা বিল জমা হয়েছে। এমনকি হাঁপানিতে আক্রান্ত এ নারী তাঁর ইনহেলার পর্যন্ত কিনতে পারছিলেন না। কেন এত বড় ঝড় জীবনে উঠল, নিকোল যখন তার কারণ জানার চেষ্টা করছিলেন, সে সময় সোশ্যাল সিকিউরিটি কার্যালয় থেকে তাঁর কাছে একটি ফোন আসে। জানানো হয়, তাদের একটি অনিচ্ছাকৃত ভুলের কারণে (টাইপো) এমনটা হয়েছে। সেখান থেকে বলা হয়, সোশ্যাল সিকিউরিটির ওয়েবসাইটে অন্য এক ব্যক্তির মৃত্যুর নিবন্ধন করতে গিয়ে নম্বরের গরমিলে নিকোলের সোশ্যাল সিকিউরিটি নম্বর দিয়ে দেওয়া হয়। সোশ্যাল সিকিউরিটি কর্তৃপক্ষ এ দাবিও করেছে, তাদের এ ধরনের ভুল খুবই কম হয়। তারা বছরে ৩০ লাখ মৃত্যুর উল্লেখ করে এবং ভুলের হার মাত্র ০.৩৩ শতাংশ। নিকোলের বিষয়ে তদন্ত শেষে সোশ্যাল সিকিউরিটি কর্তৃপক্ষ নিজেদের ভুল সংশোধন করে নেওয়ার কথা জানিয়েছে। তারা বলেছে, পাউলিনো এখন আনুষ্ঠানিকভাবে জীবিত।

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রী সন্তোষ রজক পিতা-শ্রী সোনা রজক গত ইংরাজী ১৩/০৬/২০১৪ তারিখে ৪৫২৫/২০১৪ ও ইংরেজি ২১/০৫/২০১৪, এ.ডি.এস.আর ৩৮৬০/১৪ অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত গত ইংরেজি ১৪/১২/২০১৩ তারিখে ১৭১৮/১৩, ডি.এস.আর. পূর্বসিংভূম জামসেদপুর ঝাড়খন্ড অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত আমমোক্তারদ্বারা দ্বারা বর্তমানে ৬৪২৭/২০১৪ কোবলা দলিলে সচীদুলাল গড়গড়ির নিকট হইতে খরিদ করেন। যার মৌজা- রিষড়া, জে.এল. নং- ২৭, সাবেক দাগ ৫৪৬৬, ৫৪৬৯ সাবেক খতিয়ান ২১, হাল দাগ- ১৪৭৬৮, হাল-৬৭৯২ খতিয়ানে নাম পত্তন এর জন্য আবেদনের পরিপেক্ষিতে যদি কোন ব্যক্তির অভিযোগ থাকে তাহলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে শ্রীরামপুর বি.এল. এন্ড এল. আর. অফিসে যোগাযোগ করিবেন। নচেৎ আইন অনুযায়ী কার্য্য করা হইবে।

Name Change

I, Sripati Biswas (old name), son of Late Ganapati Biswas, residing at 159, Saraj Park, P.S.- Barasat, Dist.- North 24 Parganas, Pin- 700124, W.B, India, shall henceforth be known as Sripoti Biswas (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 21/01/2025. Sripoti Biswas (new name) and Sripati Biswas (old name) both are the same and one identical person.

Name Change

I, Kishor Kumar Mistry S/O Late Kartik Mistry, on behalf of my minor son Kingkar Mistry (old name), residing at P-30, Block-A, Satabdi Park, Mukundpur, Kolkata- 700099, West Bengal, INDIA, have changed my son name and he shall henceforth be known as Kinkar Mistry (new name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore, South 24 Parganas, dated 09/12/2024 Kinkar Mistry (new name) and Kingkar Mistry (old name) both are same and identical person.

Name Change

I JAIBUN NISHA & JAIMUN NESSA,W/O AKBAR ALI,R/O 77,N.R ADHIKARI ROAD,KAMARHATI, NORTH 24 PARGANAS, 700058, WEST BENGAL, SHALL HENCE-FORTH BE KNOWN AS JAIMUN NESA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/01/2025,THAT JAIBUN NISHA & JAIMUN NESSA AND JAIMUN NESA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I,SWAPNA MUKHERJEE,WIFE OF SWAPAN KUMAR MUKHOPADHYAY, RESIDING AT 8A BAIKUNTHA CHATTERJEE LANE, PS - HOWRAH,DIST - HOWRAH, PIN - 711101, WEST BENGAL, SHALL HENCE-FORTH BE KNOWN AS SWAPNA MUKHOPADHYAY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC KOLKATA ON 17/01/2025.THAT SWAPNA MUKHERJEE AND SWAPNA MUKHOPADHYAY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Sripati Biswas (old name), son of Late Ganapati Biswas, residing at 159, Saraj Park, P.S.- Barasat, Dist.- North 24 Parganas, Pin- 700124, W.B, India, shall henceforth be known as Sripoti Biswas (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at Kolkata on 21/01/2025. Sripoti Biswas (new name) and Sripati Biswas (old name) both are the same and one identical person.

Name Change

I, CHANDRA HALDAR, DAUGHTER OF ANIL HALDAR, RESIDING AT VILL & PO - KHAIRAMARI, MURSHIDABAD - 742303,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS CHANDRA HALDER VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC KOLKATA ON 17/01/2025.THAT CHANDRA HALDAR AND CHANDRA HALDER BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SK SAMIM (old name), S/O SK JAKER ALI, R/O VILL- SULTANPUR, MUSLIMPARA, PO +PS MEMARI, PURBA BARDHAMAN, 713146, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SEKH SAMIM (new name), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/01/2025, THAT SK SAMIM (old name) AND SEKH SAMIM (new name) ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I,SWAPNA MUKHERJEE,WIFE OF SWAPAN KUMAR MUKHOPADHYAY, RESIDING AT 8A BAIKUNTHA CHATTERJEE LANE, HOWRAH, WEST BENGAL, PIN - 711101, SHALL HENCE-FORTH BE KNOWN AS SWAPNA MUKHOPADHYAY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC HOWRAH ON 20/01/2025.THAT SWAPNA MUKHERJEE AND SWAPNA MUKHOPADHYAY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I SEKH SOREFUL ISLAM (old name), S/O SEKH MOFIJUL ISLAM, R/O DELUARA, PO-MELKY, PS-GURAP, HOOGHLY, 712152, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SEKH SARIFUL ISLAM (new name), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/01/2025, THAT SEKH SOREFUL ISLAM (old name) AND SEKH SARIFUL ISLAM (new name) ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, CHIRANJIT BAIRAGY (Old Name) S/O GANESH BAIRAGI Residing at Raghunathpur, P.O.-Anandanagar, P.S.-Kalyani, District - Nadia, Pin - 741245, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as CHIRANJIT BAIRAGI (New Name) as declared before the Notary Public govt of India vide affidavit Dated 21-01-2025. CHIRANJIT BAIRAGY (Old Name) and CHIRANJIT BAIRAGI (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I ANEES & ANEES SHEIKH (old name), S/O LUKMAN SHEKH, R/O JOYPUR, PANDUA, PO+PS PANDUA, HOOGHLY RURAL-712149, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHEKH ANEES (new name), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/01/2025, THAT ANEES & ANEES SHEIKH (old name) AND SHEKH ANEES (new name) ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTI-CAL PERSON

Name Change

I, GANESH BAIRAGY (Old Name) S/O HARI MOHAN BAIRAGI Residing at Raghunathpur, P.O.-Anandanagar, P.S.-Kalyani, District - Nadia, Pin - 741245, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as GANESH BAIRAGI (New Name) as declared before the Notary Public govt of India vide affidavit Dated 21-01-2025. GANESH BAIRAGY (Old Name) and GANESH BAIRAGI (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I,NOOR ISLAM MONDAL, SON OF LALMAHAMMAD MONDAL,RESIDING AT TENGRA,TALSA,HABRA, NORTH 24 PARGANAS - 743234,WEST BEN-GAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD NOOR ISLAM VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC KOLKATA ON 20/01/2025.THAT NOOR ISLAM MONDAL AND MD NOOR ISLAM BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, KALPANA BAIRAGY (Old Name) W/O GANESH BAIRAGI Residing at Raghunathpur, P.O.-Anandanagar, P.S.-Kalyani, District - Nadia, Pin - 741245, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as KALPANA BAIRAGI (New Name) as declared before the Notary Public govt of India vide affidavit Dated 21-01-2025. KALPANA BAIRAGY (Old Name) and KALPANA BAIRAGI (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Navendu Panchadhayee (Old Name) son of Ramchandra Panchadhayee, residing at N0092, Amarpur, Patashpur, Purba Medinipur, P.S.- Patashpur, Pin-721439, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Navendu Panchadhaye (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 20/01/2025. Navendu Panchadhaye (New Name) and Navendu Panchadhayee (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Uttam Nandy S/o Late Bimal Nandy Residing at Dharsa Govt. Colony, P.o - G.I.P Colony, P.S. - Jagacha, District - Howrah, Pin- 711112, West Bengal India that my deceased father who previously known as Bimal Kanti Nandy shall henceforth be known as Bimal Nandy by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 21-01-2025. I Declare that My deceased Father Bimal Kanti Nandy and Bimal Nandy both are same and one identical person.

Name Change

I, Yasin Sk (Old Name) son of Sk Manjur Ali, residing at Bhola, P.O.-Kamarkundu, Dist.- Hooghly, Pin-712407, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Yeasin Ali (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 20/01/2025. Sk Yeasin Ali (New Name) and Yasin Sk (Old Name) both are same and identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Hafizul Mondal alias Habijul Mondal (পুরাতন নাম) পিতা Mansur Mandal ঠিকানা Chunari, Garapota, Hanskhali, District - Nadia, Pin - 741502 West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 21-01-2025 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Habijul Mandal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Habijul Mandal (নতুন নাম) ও Hafizul Mondal, Habijul Mondal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I,BEBI KUMARI, DAUGHTER OF YOGENDRA RAI,WIFE OF RAM RAI, RESIDING AT 16 NOS JESSORE ROAD, RAJABAGAN,PO - DUMDUM, NORTH 24 PARGANAS - 700028,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BABY RAI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT BARRACKPORE ON 16/01/2025. THAT BEBI KUMARI AND BABY RAI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Shaikh Kamaluddin (Old Name) son of Sk Golam Mostafa, residing at Vill.-Ramanathpur Paschimpara, P.O-Kumirmora, P.S.- Chanditala, Dist.-Hooghly, Pin- 712704, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sekh Kamaluddin (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 20/01/2025. Sekh Kamaluddin (New Name) and Shaikh Kamaluddin (Old Name) both are same and identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Kutubbuddin Mondal (পুরাতন নাম) পিতা Habijul Mandal ঠিকানা Chunari, Garapota, Hanskhali, District - Nadia, Pin - 741502 West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 21-01-2025 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Kutubuddin Mondal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Kutubuddin Mondal (নতুন নাম) ও Kutubbuddin Mondal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I,NISHITH SARKAR, SON OF NIMAI SARKAR, RESIDING AT VILL - SAHA-PUR,PO - CHHATINA,PS - TEHATTA, NADIA - 741160, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NISHIT SARKAR VIDE AN AFFI-DAVIT SWORN BEFORE THE NO-TARY PUBLIC KOLKATA ON 17/01/2025.THAT NISHITH SARKAR AND NISHIT SARKAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Jotir Maya Pal (Old Name) son of Late Sudhanshu Pal, residing at Dharampur, P.O.- Gopi Ballavpur, P.S.- Gopiballavpur, Jhargram, Pin 721506, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Jyortimay Pal (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 16/01/2025. Jyortimay Pal (New Name) and Jotir Maya Pal (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Kamarul Hoque S/O- Abdur Rafique resident of Chakta, P.O.-Chakta, P.S.-Ketugram, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713129, have changed my name and shall henceforth be known as 'MD KAMARUL HOQUE' vide an affidavit before the notary public at Purba Bardhaman on 20/01/2025. That Kamarul Hoque and MD Kamarul Hoque both are same and one identical person.

Name Change

I VIDYA SEB THAKURI,D/O MAN BAHADUR THAKURI,R/O W-1 GREEN PARK APPARTMENT MEGHNATH SARANI WARD NO 2,P.O. PRADHAN NAGAR SILIGURI PIN734003,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS VIDYA THAKURI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/01/2025,THAT VIDYA SEB THAKURI AND VIDYA THAKURI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I BHIM CHARAN DAS, S/O ATUL DAS,R/O C/CEN-208, NEDHUA DAKSHIN,GP-06,NEDHUA,WEST MEDINIPUR 721144,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BHIM DAS,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 21/01/2025, THAT BHIM CHARAN DAS AND BHIM DAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, (Himadri Chakraborty), D/o. Late Swaraj Ranjan Bhattacharya, W/o. Ajoy Kumar Chakraborty, residing at 53/A, Beleghata Main Road, Rashbip Apartment, Flat No. 202, Kolkata-700010, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Himadri Bhattacharyya Chakrabarty, as declared before the Notary Public/First Class Judicial Magistrate Alipore Court (Dist.-South 24 Parganas, State-West Bengal) vide affidavit no. 126/15/12/95 dated 15/12/1999. Himadri Chakrabarty and Himadri Bhattacharyya Chakrabarty both are same and identical person.

স্কুলে তালা ভেঙে লক্ষাধিক টাকা চুরি, চাঞ্চল্য চন্দ্রকোনায়

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২১ জানুয়ারি ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা থানার পলাশচাবড়ী নিগমানন্দ উচ্চবিদ্যালয়ে টিচার ইন চার্জের (টিআইসি) ঘরের তালা ভেঙে লক্ষাধিক টাকা চুরির ঘটনায় মঙ্গলবার চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সরস্বতী পূজা এবং স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য রাখা প্রায় দেড় লক্ষ টাকা চুরি হওয়ার ঘটনায় এলাকাবাসীর মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, টিআইসি গণেশ চন্দ্র লেট সকালে স্কুলে এসে দেখেন তাঁর ঘরের তালা ভাঙা। সন্দেহ হওয়ায় তিনি গ্রুপ ডি কর্মীকে ফোন করেন, তবে সেই কর্মীও তখন স্কুলে আসেননি। পরে তিনি বিষয়টি পুলিশকে জানান। পুলিশ এসে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে তদন্ত শুরু করেছে। গণেশ চন্দ্র লেট জানান, তাঁর ঘরের ছয়টি আলমারির তালা ভাঙা অবস্থায় পাওয়া যায়। সরস্বতী পূজা, ভোকেশনাল ফর্ম বিক্রি, মিড-ডে মিল এবং স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ প্রায় দেড় লক্ষ টাকা চুরি হয়ে গেছে। স্কুলের কোষাধ্যক্ষ শুভাশিস গোস্বামী জানান, সরস্বতী পূজার জন্য গচ্ছিত ৮৪ হাজার টাকা, ভোকেশনাল ফর্ম বিক্রির টাকা, এবং অন্যান্য কাজের জন্য রাখা অর্থ চুরি যাওয়ার কারণে স্কুল কর্তৃপক্ষ বিপাকে পড়েছে। চুরির ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

ফেলে দেওয়া বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে সরস্বতী ঠাকুর বানাচ্ছে রাজু বাগ

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ২১ জানুয়ারি ঃ ফেলে দেওয়া বিভিন্ন উপকরণকে কাজে লাগিয়ে সরস্বতী ঠাকুর বানাচ্ছে পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের বড়

কোবলা এলাকার রাজু বাগ। তার ছোটবেলা থেকে পড়ে বড় হয়ে ওঠা বিদ্যানগর গয়া রামদাস বিদ্যামন্দির স্কুলে পুজো হবে এই ঠাকুরের। এদিন মঙ্গলবার রাজু বাগ তিনি জানান, যে সমস্ত জিনিস আমরা ফেলে দিই সেই সমস্ত উপকরণ এবং কিছু নতুন উপকরণ ব্যবহার করে আমরা সরস্বতী ঠাকুর বানাচ্ছি এ বছর। ফেলে দেওয়া নাট, সাইকেলের চেইন, ফেলে দেওয়া স্প্রিং, কিছু লোহার পাতিসহ একাধিক ফেলে দেওয়া জিনিস দিয়ে ফুটে উঠছে দেবী প্রতিমা। ফেলে দেওয়া জিনিস দিয়েও যে একটি ভালো নতুন জিনিস হয়ে উঠতে পারে সেই ভাবনা থেকেই তার এই উদ্যোগ। তাকে সাহায্য করছে তারই এলাকার বেশ কয়েকজন যুবক। তারাও দিন-রাত এক করে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সরস্বতী পূজোর দিন বিদ্যানগর গয়ারাম দাস বিদ্যামন্দির হাই স্কুলের স্থান পাবে এই প্রতিমার।

তিন বছরের ঈশানের নাম উঠল ইন্ডিয়া ও এশিয়া বুক অফ রেকর্ডসে

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২১ জানুয়ারি ঃ নদীয়ার তাহেরপুরের সাড়ে তিন বছরের ঈশান বিশ্বাস। মাত্র ৪ মিনিট ৫২ সেকেন্ডে ২১৫ টি ফুল, ফল, পশু, পাখি, জীবজন্তু সহ দৈনন্দিন ব্যবহার্য বস্তুর ইংরেজি নাম বাংলায় ব'লে রেকর্ড গড়েছে। ইতিমধ্যেই তার প্রতিভা নিয়ে নাম তুলে ফেলেছে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস এবং এশিয়া বুক অফ রেকর্ডসে। সাড়ে তিন বছর বয়সে ২১৫ টি ইংরেজি শব্দের বাংলা নাম ঠোটস্থ করে ফেলেছে নদীয়ার তাহেরপুর খামার শিমুলিয়ার ঈশান বিশ্বাস। এই বয়সেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জাতীয় পতাকা দেখে প্রতিটি দেশের নাম একনাগাড়ে বলতে পারে।

নদীয়ার তাহেরপুর থানার খামার শিমুলিয়া গ্রামের বাসিন্দা প্রসেনজিত বিশ্বাসের সাড়ে তিন বছরের একমাত্র ছেলে ঈশান বিশ্বাস। ইতিমধ্যেই তার প্রতিভা নিয়ে নাম তুলে ফেলেছে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস এবং এশিয়া বুক অফ রেকর্ডসে। মাত্র ৪ মিনিট ৫২ সেকেন্ডে ২১৫ টি ফুল, ফল, পশু, পাখি, জীবজন্তু সহ দৈনন্দিন ব্যবহার্য বস্তুর ইংরেজি নাম বাংলায় ব'লে রেকর্ড গড়েছে সে।

দুবরাজপুরে সোনা ছিনতাইয়ের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২১ জানুয়ারি ঃ দুবরাজপুরের বিপুল পরিমাণ ব্যাগ ভর্তি সোনা ছিনতাইয়ের ঘটনায় অবশেষে গ্রেপ্তার করা হলো মূল অভিযুক্তকে। গ্রেপ্তার করল দুবরাজপুর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ২০২৪ সালের ২৭ নভেম্বর রাত্রে দুবরাজপুরে বিপুল পরিমাণ ব্যাগ ভর্তি সোনা ছিনতাইয়ের ঘটনায় অবশেষে গ্রেপ্তার মূল অভিযুক্ত। ধৃতের নাম শেখ রঞ্জু। গতকাল রাত্রে রানীগঞ্জ- মোরগ্রাম ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের দুবরাজপুরের সাতকেন্দুরী মোড়ে ঘোরাঘুরি করছিল সেখ রঞ্জু। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে দুবরাজপুর থানার পুলিশ সেই সময় তাকে গ্রেফতার করে। দুবরাজপুর শহরে ব্যাগ ভর্তি সোনা ছিনতাইয়ে জড়িত থাকার ঘটনায় মোট চারজন গ্রেফতার হল। মঙ্গলবার ধৃত সেখ রঞ্জুকে দুবরাজপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। পাশাপাশি বিচারক পুলিশের আবেদন মতো ২১ জানুয়ারি টি.আই. প্যারাডের নির্দেশ দেন বলে জানান দুবরাজপুর আদালতের সরকারি আইনজীবী রাজেন্দ্র প্রসাদ দে।

কুখ্যাত দুষ্কৃতী সাজ্জাক আলমের সঙ্গী আবদুল হোসেন গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর ২১ জানুয়ারি ঃ গোয়ালপোখরের কুখ্যাত দুষ্কৃতী সাজ্জাক আলম এনকাউন্টারে নিহত হয়েছে। এবার তার সঙ্গী আবদুল হোসেন ওরফে আবালকেও নাগালে পেলেন তদন্তকারীরা। জানা গেছে, সোমবার গভীর রাতে উত্তর দিনাজপুরের করণদিঘির রসখোয়া এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় তাকে। রাতে করণদিঘি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে খবর। আবদুল হোসেনের গ্রেফতারির খবর নিশ্চিত করলেও এ বিষয়ে বিশেষ মুখ খুলতে চাননি রায়গঞ্জের পুলিশ সুপার সানা আখতার। আবদুল হোসেন ওরফে আবাল বাংলাদেশি। বেশ কয়েকবছর আগে সেখান থেকে ভারতে অনুপ্রবেশ করে। আর সেই কারণেই কারাবাসে ছিল আবদুল। ইসলামপুরের সেই জেলে থাকার সময় সাজ্জাক আলমের সঙ্গে আলাপ এবং ডাকাতি-সহ একাধিক অপরাধমূলক কাজে হাত পাকানো। সেসময় সাজ্জাকও একটি ডাকাতির ঘটনায় কারাগারে ছিল। আবদুলকেও সে এসব কুকর্মের সঙ্গী করে নেয়। করণদিঘি এলাকায় যাবতীয় চুরি, ছিনতাইয়ের ঘটনায় যুক্ত ছিল এরা। ছিল পুলিশের নজরেও।

৪৩ তম বইমেলা উদ্বোধন বীরভূমে

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২১ জানুয়ারি ঃ ৪৩ তম বইমেলা উদ্বোধন হলো বীরভূমে। ডাকবাংলো জেলা পরিষদের মাঠে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে বই মেলার উদ্বোধন করেন রাজ্য গ্রামীন উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান অনুব্রত মণ্ডল। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধান সভার ডেপুটি স্পীকার আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, জেলাশাসক বিধান রায় প্রমুখ। জানা গেছে, বিভিন্ন প্রকাশনীর সর্বমোট ১০০ টি স্টল বসেছে। এছাড়াও প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্ষদের একটি স্টল আছে। বাচ্চাদের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা আছে। উদ্বোধনের পর অনুব্রত বলেন, মায়েদের বলবো বাচ্চাদের হাতে মোবাইল না দিয়ে বই তুলে দিন।

পাইপলাইনের কাজে গিয়ে মাটি চাপা পড়ে আসানসোলে মৃত্যু ৩ শ্রমিকের

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ২১ জানুয়ারি ঃ জলের পাইপ লাইনের কাজ করতে গিয়ে মাটি চাপা পড়ে গেলেন ৪ শ্রমিক। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে আসানসোলের সালানপুর থানার ডালমিয়া এলাকায়। ঘটনার পরপরই উদ্ধারের কাজে হাত লাগান অন্য শ্রমিক ও স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সালানপুর থানার পুলিস। মাটি চাপা পড়ে যাওয়া ৪ শ্রমিককে উদ্ধার করে আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসক ৩ জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন । চাপা পড়ে যান রাজ্জাক শেখ (২২), রোহিত শেখ, উদ্দিন শেখ (১৮), সামসুল শেখ (২০) ও নীতেশ পাশওয়ান (২৫)। এদের মধ্যে তাদের মধ্যে তিনজনের বাড়ি ঝাড়খণ্ডের পাকুর জেলার ও অন্য একজনের বাড়ি আসানসোলে। ঘটনাটি ঘটেছে সালানপুর থানার অন্তর্গত ডালমিয়া কোলিয়ারি এলাকায়। এদিন রেল সাইডিং রাস্তার পাশে রাজ্যে সরকারের পিএইচই-র জলের পাইপ লাইন বসানোর কাজ চলছিল। সেই কারণে মাটি খুঁড়ে গর্ত করা হয়েছিল। হঠাৎই সেখানে মাটি ধসে পড়ে। মাটির চাঙড়ের মধ্যে আটকে পড়েন কয়েকজন শ্রমিক। স্থানীয়রা এসে উদ্ধার কাজ শুরু করেন। কোনওভাবেই তাদের উদ্ধার করা সম্ভব হচ্ছিল না। অন্য শ্রমিকেরা শাবল, কোদাল দিয়ে মাটি কেটে তাদের টেনে বের করার চেষ্টা করতে থাকেন। আবার জেসিবি দিয়েও মাটি সরানোর চেষ্টা করা হয়। যদিও তাতে আরও বিপদ হতে পারে বলে আশঙ্কায় চিৎকার শুরু করেন স্থানীয় মানুষজন। দীর্ঘক্ষণ চেষ্টার পর ৪ শ্রমিককে উদ্ধার করা হয়। আহতদের আসানসোল জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। স্থানীয় সমাজসেবি ফুচু বাউরি বলেন, শুনলাম ধস নেমেছে। এসে দেখি চারজন চাপা পড়েছে। তাদেরকে ৪ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন ৩ জনকে। একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

মিড ডে মিলের চালে পোকা, শোরগোল

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ২১ জানুয়ারি ঃ মিড ডে মিলের চালে পোকা, ঘটনায় শোরগোল। শুরু রাজনৈতিক তরজা। অভিযোগ পেয়ে স্কুল পরিদর্শনের স্কুল পরিদর্শক। এমনই ঘটনা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার রামজীবনপুর পৌরসভার রামজীবনপুর বালিকা বিদ্যালয়। অভিভাবকদের অভিযোগ মাঝে মধ্যেই তারা ছাত্রীদের কাছ থেকে খবর পান স্কুলের মিড ডে মিলের খাবার একেবারে নিম্নমানের, কখনো কখনো পোকা চাল কে রান্না করে দেওয়া হয়। এদিন হঠাৎই অভিভাবক থেকে শুরু করে স্থানীয় বিজেপির নেতাকর্মীরা জানতে পারেন আজও স্কুলের বেশ কয়েকটি মিড ডে মিলের চালের বস্তাতে পোকা। এই নিয়ে স্কুলে বিক্ষোভ শুরু করে অভিভাবকেরা শুরু হয় চিৎকার চেঁচামেচি। দ্রুত স্কুলে এসে উপস্থিত হয় স্কুল পরিদর্শক। অবশেষে মিড ডে মিলে চালে পোকা তা স্বীকার করেন স্কুল পরিচালন কমিটির সদস্যরা। এবিষয়ে স্কুল পরিদর্শক সুমিতা রানা বলেন স্কুলে পোকা চাল থাকলেও তা পড়ুয়াদের খাওয়ানো হয়নি। পৌরসভা কে জানানো হয়েছে চালগুলি পরিবর্তন করার জন্য।

সার্কুলার নং সম্মতিতে. DNBS (PD)/CC.NO.11/02.01/ 99-2000 ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্বারা জারি করা ১৫.১১.১৯৯৯ তারিখে সময়ে সংশোধিত, নোটিশ এতদ্বারা দেওয়া হল যে মেসার্স বৈকুন্ঠ মোটর ফাইন্যান্স প্রাইভেট লিমিটেডের পরিচালক (CIN-U65929WB1996PTC151085) ১৮ রবীন্দ্র সরণি, পোদ্দার কোর্ট, গেট নং ২, ৩য় তলা, রুম নং ৩০৯, কলকাতা-৭০০০০১ মিঃ গোবিন্দ শর্মা (DIN: 10905709), শ্রী রাম গোপাল শর্মার ছেলে হিসাবে পরিবর্তিত হয়েছে, ৩য় তলার এফএল-৫, এএ- ১৪ / ১, দেশবন্ধুনগর, বাগুইআটি, উত্তর ২৪ পরগণা, ২৪ উত্তর পরগণা, পশ্চিম বেঙ্গল-৭০০০৫৯ পেশাগত ব্যবসায়ী দ্বারা, ১৪ জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখে কোম্পানিতে অতিরিক্ত পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন।

সার্কুলার নং সম্মতিতে. DNBS (PD)/ CC.NO. 11/02.01/99-2000 ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্বারা জারি করা ১৫.১১.১৯৯৯ তারিখে সময় থেকে চুন করার জন্য সংশোধিত, নোটিশ এতদ্বারা মেসার্স S.L.N. ফাইন্যান্স অ্যান্ড লিজিং প্রাইভেট লিমিটেড (CIN: U65922WB1995PTC124678) ১৮, রবীন্দ্র সরণি, গেট নং ২। পোদ্দার কোর্ট, ৫ ম তলা, ইউনিট নং ৫৪২, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ মিঃ সুরেশ আরেশ জুগালকি (১৯৯৫) হিসাবে পরিবর্তিত হয়েছে। পুত্র এ / ৩০৪ এর জুগল কিশোর আগরওয়াল, (DIN: 10905618) প্রকাশ আদর্শ সি.এইচ.এস কোপার রোড, শাস্ত্রী নগর ডম্বিভলি পশ্চিম, কল্যাণ, বিষ্ণুনগর, থানে, ৪২১২০২, মহারাষ্ট্র, পেশাজীবী ব্যবসায়ী, ১৪ জানুয়ারি ২০২৫ থেকে কোম্পানিতে পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন।

সার্কুলার নং সম্মতিতে. DNBS (PD)/ CC.NO.11/02.01/99-2000 ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্বারা জারি করা ১৫.১১.১৯৯৯ তারিখে সময়ে সংশোধিত, নোটিশ এতদ্বারা দেওয়া হল যে মেসার্স জয়প্রকাশ ওভারসিজ ফাইন্যান্স লিমিটেডের পরিচালক (CIN U74899WB1996PLC171590) পোদ্দার কোর্ট, গেটের নং ১, ১৮, রবীন্দ্র সরণি, ৮ম তলা, ইউনিট নম্বর-৮৩০বি, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ মিঃ বিপিন ব্যানার্জি (DIN: 09200667), ৫৪ /১, কালীতলা লেনের শ্রী প্রাণ কৃষ্ণ ব্যানার্জির পুত্র হিসাবে পরিবর্তিত হয়েছে , সালকিয়া, হাওড়া-৭১১১০৬ থেকে পদত্যাগ করেছেন পেশাজীবী ব্যবসায়ী ১৮ নভেম্বর, ২০২৪ এর মধ্যে কোম্পানিতে পরিচালকের পদ।

সার্কুলার নং সম্মতিতে. DNBS (PD)/ CC.NO.11/02.01/99-2000 ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্বারা জারি করা ১৫.১১.১৯৯৯ তারিখে সময়ে সময়ে সংশোধিত, নোটিশ এতদ্বারা দেওয়া হল যে M/s Incents Consultants Private Limited-এর পরিচালক (CIN U45209WB1994PTC066375) এর ২৯. স্ট্র্যান্ড রোড, ২য় তলা, রুম নং ৮, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০১ মিঃ আনন্দ দিদওয়ানিয়া (DIN: 10721680) হিসাবে পরিবর্তিত হয়েছে। ইএ ১০ / ৫, দেশবন্ধু নগর রোড, রাজারহাট গোপালপুর (এম), দেশবন্ধু নগর, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৫৯ পেশাজীবী ব্যবসায়ীর শ্রী অনিল কুমার দিদওয়ানিয়ার পুত্র, কোম্পানিতে অতিরিক্ত পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন ১৪ অক্টোবর, ২০২৪।

সার্কুলার নং সম্মতিতে. DNBS (PD)/ CC.NO.11/02.01/ 99-2000 ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্বারা জারি করা ১৫.১১.১৯৯৯ তারিখে সময়ে সময়ে সংশোধিত, নোটিশ এতদ্বারা দেওয়া হল যে মেসার্স এসএলএন-এর পরিচালক ফাইন্যান্স অ্যান্ড লিজিং প্রাইভেট লিমিটেড (**CIN: U65922WB1995PTC124678**) ১৮, রবীন্দ্র সরণি, গেট নং ২, পোদ্দার কোর্ট, ৫ ম তলা, রুম নং ৫৪২, কলকাতা-৭০০০০১ মিঃ মোহন পান্ডে হিসাবে পরিবর্তিত হয়েছে (**S0269**) মিঃ ব্রহ্মানন্দ ৯৭-এর পান্ডে। ত্রিপুরা রায় লেন, হাওড়া, সালকিয়া, হাওড়া-৭১১১০৬, পেশাজীবী ব্যবসায়ী, **২৭ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে** কোম্পানির পরিচালকের পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন।

The undersigned hereby inviting e-tender vide ref. no-memo No - **39/DGP/Gen/ eNIT_16/2025, Date 21/01/ 2025, (Tender ID - 2025_ZPHD_804242_1 to 2025_ZPHD_804242_3)** from prospective bidders from **21/01/ 2025, 12:30 IST**. For details visit **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/-Prodhan
Dogachia GP

N.I.Q. No- WBIW/SDO/ M.Inv.S.D./NIQ NO-01/2024-25 (4th Call)

On behalf of the Governor of W.B., the Sub Divisonal Officer, Malda Investigation Sub Divisin, Green Park, Malda invites sealed quotation. Last date of application:- **05.02.2025 till 15:00 Hours IST**. Details may be seen in the website **www.wbiwd.gov.in**

Sd/-
Sub Divisional Officer, Malda Investigation Sub Division.

ম্যানড ইঞ্জিনিয়ারিং এলসি গেটের ইন্টারলকিং

ই-টেন্ডার নং.ঃ এসএনটি-৩৯-এলএমজি-২০২৪-২৫-আরবিটি, তারিখঃ ১৮-০১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ও এর স্থান ঃ** লামডিং ডিভিশনের বদরপুর জং.- আগরতলা সেকশনে ইএলবি এবং ইমার্জেন্সি স্লাইডিং বুমের ব্যবস্থা সহ ০৮টি ম্যানড ইঞ্জিনিয়ারিং এলসি গেটের ইন্টারলকিং। টেন্ডার মূল্যঃ ৫,৬৮,৫৪,৫২২.৯৭ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৪,৩৪,৩০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১০-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ১০-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। সবিশেষের জন্য www.ireps.gov.in দেখুন।

সিনি. ডিএসটিই, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে বিভিন্ন প্রকার বণ্ডের ব্যবস্থা করা

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এপি-ইএল-টিআরডি -১৬-২৪-২৫ তারিখঃ ১৭-০১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেণ্ডার সংখ্যা. এপি-ইএল-টিআরডি-১৬ -২৪-২৫। কাজের নামঃ** আলিপুরদুয়ার জংশন মণ্ডলের নিউ কোচবিহার - ফকিরাগ্রাম জংশন- টিএসআর (পি) -৪৮.১৬০ টিকেএমের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকার বণ্ডের ব্যবস্থা করা। **টেণ্ডার রাশিঃ** ২৪,০২,২৩২/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৪৮,১০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১০-০২-২০২৫** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ১০-০২-২০২৫** তারিখের **১৫.৩০** ঘন্টায় ডিআরএম/ইলেক্ট (টিআরডি)/আলিপুরদুয়ার জংশন কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ইএল/২৯/আরটি২৩_২০২৪/কে/১১৭৩, তারিখঃ ১৬-০১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.ঃ আরটি২৩_২০২৪, কাজের নামঃ** ২ বছর সময়ের জন্য কাটিহার ডিভিশনে জ্যাকসন নির্মিত এবং ক্ষমতার ডিজেল জেনারেটিং সেটের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। টেন্ডার মূল্যঃ ৮,৯৫,৪৪১ টাকা; বায়নার ধনঃ ১৮,০০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১০-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ১০-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১০-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

মানবনিযুক্ত ইঞ্জিনিয়ারিং এলসি গেটের ইন্টারলকিং

ই-টেণ্ডার নং. এসএনটি-৪০-এলএমজি -২০২৪-২৫-আরবিটি তারিখঃ ১৮-০১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নামঃ** লামডিং মণ্ডলের গুয়াহাটি-ফরকাটিং এবং চাপরমুখ-শেনচোয়া জংশন-আমনি খণ্ডে ইএলবি এবং জরুরীকালীন শ্লাইডিং বুমের ব্যবস্থার সাথে ০৯ টি মানবনিযুক্ত ইঞ্জিনিয়ারিং এলসি গেটের ইন্টারলকিং। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৬,২১,৮৭,২৯১.৭০/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৪,৬০,৯০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১০-০২-২০২৫** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ১০-০২-২০২৫** তারিখের **১৫.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

এসিসট্যান্ট সিগন্যাল এণ্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/ওয়ার্কস, লামডিং
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার মণ্ডলে সিগন্যাল এবং টেলিকম কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এন-২০২৪-কে-৩১ তারিখঃ ১৭-০১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নামঃ** সিংগাবাদ ষ্টেশনে ছোট সীএসএল লাইন সম্পূর্ণ সীএসএল লাইন পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার জন্যে সিগন্যাল এবং টেলিকম কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৮২,২৪,৭৯১.৩৬/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১,৬৪,৫০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৭-০২-২০২৫** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় এবং **খোলা যাবেঃ ০৭-০২-২০২৫** তারিখের **১৫.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী ০৭-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম/(এসএণ্ডটি)/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার ডিভিশনে আরজিএম সাইডিং -এর ব্যবস্থা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ কেআইআর/ইএনজিজি./০৪ অফ ২০২৫; তারিখ ঃ ১৬-০১-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেন্ডার নংঃ ১; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** কাটিহার-তেজনারায়ণপুর - আরজিএম সাইডিংয়ের ব্যবস্থা- সিনিয়র ডিইএন/IV/কাটিহার -এর আওতাধীন ২টি স্টেশন। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৩,২০,৭১,৮৯৩.৪৮/- টাকা; **বিড সিকিউরিটি ঃ** ৩,১০,৪০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় **১৫:০০** টায় এবং খোলা **১৩-০২-২০২৫ তারিখে ১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **১৩-০২-২০২৫** তারিখে **১৫:০০** টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল তন্ময় কুণ্ডু, মৃত শিবাজি কুণ্ডুর পুত্র, যিনি ১৫ /৪/ ২, ঘোষ পাড়া লেন, কলকাতা - ৭০০১৫৪-এ বসবাস করেন, তার ১২.০৫.১৯৮৮ তারিখের একটি উপহারের দলিল হারিয়ে গেছে এবং উক্ত দলিলটি এ.ডি.এস.আর. কাশীপুর দম দম অফিসে যথাযথভাবে নিবন্ধিত ছিল এবং বই নং ১, খণ্ড নং ৪৯, পৃষ্ঠা ৩১৭ থেকে ৩২৪ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ ছিল, যা ১৯৮৮ সালের জন্য নং ২৪২৬ ছিল, এবং ১৩-০৭-২০২৪ তারিখের জি.ডি. এন্ট্রি নং ৯৬১-এর মাধ্যমে বরানগর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরিও দায়ের করেছে। যে কোনও ব্যক্তির এই বিষয়ে কোনও দাবি, ভাগ, অধিকার, স্বত্ব, স্বার্থ, বা যে কোনও আপত্তি থাকলে, এই তারিখ থেকে দুই সপ্তাহের মধ্যে সহায়ক দলিল প্রমাণ সহ নিম্নস্বাক্ষরকারীকে তা অবহিত করতে হবে, যেখানে দাবির পরে যদি কোনও দাবি থাকে তবে তা মওকুফ বলে গণ্য হবে এবং আর কোনও দাবি গ্রহণ করা হবে না।

পল্লবী কর্মকার
উকিল
ফোন নং. ৯০০৭৮২৪৯৫৭

e-TENDER NOTICE
Memo No: 16/JJ-IGP/2025 Date: 20/01/2025
NIeT No. WB/PUR/PARA/ PRADHAN/JJ-I/NIT(e)-07/2024-25

Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan, Jabarrah-Jhapra 1 No GP under Para Panchayat Samity through a single stage two part e procurement system (Part I Techno-commercial Bid, Part II: Financial Bid) using website **https:wbtenders.gov.in/**. 1. Date and Time of Download/Sale: from **22/01/2025 6:30 pm to 31/01/2025 1:30 pm**. 2. Date and time of Bid Submission: from **22/01/2025 6:30pm to 31/01/2025 01:30 pm**. 3. Date and time of Bid Opening: **04/02/2025 at 04:00 PM**. The list of schemes & other details will be available in the office notice board of the undersigned as well as above mentioned website.

Pradhan
Jabarrah-Jhapra 1 no Gram Panchayat
Para Panchayat Samity
Vill + PO- Jhapra, Dist – Purulia

CORRIGENDUM FOR

e-NOTICE INVITING TENDER No-WBPUR/PARA/UJGP/(15th FC Untied)/NIT(e)-05/2024-25, WBPUR/PARA/UJGP/(15th FC Untied)/NIT(e)-06/2024-25, WBPUR/PARA/UJGP/(15th FC Tied)/NIT(e)-07/2024-25, WBPUR/PARA/UJGP/(5th SFC)/NIT(e)-08/2024-25 As per regulation of tender committee, Corrigendum called for Extension of Bid closing date up to 22/01/2025.(Tender ID:
2025_ZPHD_799693_2,
2025_ZPHD_799693 3,
2025_ZPHD_799693_6,
2025_ZPHD_799785_6,
2025_ZPHD_799785_7,
2025_ZPHD_799785_8,
2025_ZPHD_799908_5,
2025_ZPHD_800042_4,
2025_ZPHD_799785_3,
2025_ZPHD_799785_4,
2025_Z.PHD_800042_1

Sd/- PRADHAN
UDAYPUR JAYNAGAR GRAM PANCHAYAT

Office of the
Antila Gram Panchayat
Vill.- Antila P.O.-Antila, P.S.-Bagnan, Dist.-Howrah
Notice Inviting e-Tender No.: AGP/eNIT/05/24-25

For and on behalf of the Antila Gram Panchayat, Pradhan, invites tenders through e-tendering for 03(Three) Nos. similar works. Bid submission start dt.: **17/01/2025 at 18:00 Hrs**. Bid submission closing dt.: **25/01/2025 at 10:00 p.m**. Bid Opening Date on **27/01/2025 at 10.00 PM**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Antila Gram Panchayat

DEHIBATPUR GRAM PANCHAYET
VILL –DEHIBATPUR,P.O.-ALATI
P.S.-PURSURAH,HOOGHLY.
Notice Inviting e-Tender

e-NIT vide NIT No: 10/DGP/24-25(Sl no. 1 to 5), Fund :15 th FC , Dated 21/01/2025 are invited by the Prodhan Dehibatpur Gram Panchayat, from reliable and bonafied Tenderer for work. Online EMD & Tender fees through ICICI Bank Payment Gateway in e-procurement portal for deposit from **21/01/2025 to 29/01/2025**, Bid submission closing online on **29/01/2025 at 17:30 Hrs**. Date of Bid Opening **04.02.2025 (11:30 O'Clock)**.For details contact the above office or visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Prodhan, Dehibatpur Gram Panchayat

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows:-

NIT No.	Name of Projects	Bid submission Start Date	Last Date of Bid Submission
83/GPW/ WBFDC/ 2024-25	**Advance-cum-Creation of Avenue Plantation on ECL Land at Salanpur, Mohanpur OCP, over 2.50 Km. during the year 2024-25.**	**22.01.2025**	**29.01.2025**

Details can be seen at https://wbtenders.gov.in

রুপিক ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড

45/B, শুভম কমপ্লেক্স, ১ম A মেইন, জেপি নগর ৩য় ফেজ, বেঙ্গালুরু – 560078

স্বর্ণ নিলাম বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারন জনসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে, নিচে উল্লেখিত ঋণের ক্ষেত্রে বন্ধক রাখা সোনা, বকেয়া পরিশোধ না করার কারণে নিলাম করা হবে।একটি অনলাইন পোর্টাল **https://gold.samil.in**-এর মাধ্যমে **10/02/2025** তারিখে নিলাম হবে।
যদি উপরে উল্লিখিত তারিখে কোনো কারণে ই-নিলাম বাস্তবায়িত না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলির যে কোনও বা সমস্ত আইটেমের ক্ষেত্রে, রুপিক পরবর্তী যে কোনও তারিখ/সেগুলিতে পরবর্তী কোনও বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই আইটেমগুলির ই-নিলাম/ব্যক্তিগত বিক্রয় পরিচালনা করবে।

ঋণের তালিকা (LOS ID)

12010817, 12011075

আরও তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন - **1800 419 8000**

এসডি/- অনুমোদিত অফিসার — রুপিক ক্যাপিট্যাল প্রাইভেট লিমিটেড

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), BR-VIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/083/028/2024-2025/R
Name of the work: **Barricading by new ornamental grill under the both side of staircase & escalator of Kalighat Skywalk in Ward No.-83 under Borough-VIII.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 2,67,217.22.** Earnest money: **₹ 5,500.00.** Period of completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/083/026/2024-2025/R
Name of the work: **Painting & minor mending of KMC Health Building at 240 Kalighat Road in Ward No.-083.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 2,40,295.89.** Earnest money: **₹ 4,850.00.** Period of completion: **30 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/083/027/2024-2025/R
Name of the work: **Painting & minor mending of Community Hall & Ward Office at 242 Kalighat Road in Ward No.-083.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 2,18,262.67.** Earnest money: **₹ 4,500.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **01.02.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 3).** Date of opening of tender: **05.02.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **22.01.2025 (5 P.M) (For Sl. No. 1 to 3).**

(4) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/088/038/2024-2025/BUSTEE
Name of the work: **Repairing of Bustee privies at 106, T.G. Road, 54, T.G. Road, 13, B.M. Road, 95, T.G. Road etc. in Ward No.-88.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 3,48,116.43.** Earnest money: **₹ 7,000.00.** Period of completion: **90 days.** Last date and time of submission of bid: **04.02.2025 - 12 Noon.** Date of opening of tender: **06.02.2025 - 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **24.01.2025 (5 P.M).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 4).**

The Executive Engineer (Civil), BR-XIV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/XIV/130/044/24-25/BS (1st Call)
Name of the work: **Improvement of Bustee concrete passage at Jelepara slum area near Premises No. 57 etc. N.S. Road in Ward No.-130.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 1,34,710.04.** Earnest money: **₹ 3,000.00.** Period of completion: **15 days.**

(2) NIT No. : KMC/XIV/130/043/24-25/BS (1st Call)
Name of the work: **Repairing of Bustee concrete passages in different slum area at the Bye Lanes of B.S. Road, N.S. Road, Ashram & Basak Bagan etc. in Ward No.-130.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 2,99,606.31.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **15 days.**

(3) NIT No. : KMC/XIV/130/042/24-25/BS (1st Call)
Name of the work: **Maintenance of Bustee U/G sewer including replacement of pit covers etc. in different slum are at the Bye Lanes of B.S. Road, N.S. Road & Basak Bagan etc. in Ward No.-130.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 2,99,396.56.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **15 days.**

(4) NIT No. : KMC/XIV/129/048/24-25/BUSTEE (1st Call)
Name of the work: **Maintenance of C.C. passage at the slum area of J.J. Road near Premises Nos. 226H, 38/1/A etc. in Ward No.-129.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 1,98,763.86.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **15 days.**

(5) NIT No. : KMC/XIV/129/051/24-25/BUSTEE (1st Call)
Name of the work: **Development of C.C. passage at the slum area of P.D.P. Road near Premises Nos. 5/25, 5/40, 5/21/12 etc. in Ward No.-129.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 2,98,400.03.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **15 days.**

(6) NIT No. : KMC/XIV/130/039/24-25/BS (1st Call)
Name of the work: **Construction of Bustee sanitary latrines at different slum area in the Bye Lanes of B.C. Road & R.K. Sarani in Ward No.-130.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 4,99,497.55.** Earnest money: **₹ 9,500.00.** Period of completion: **15 days.** Last date of submission of bid: **01.02.2025 (upto 11 A.M) (For Sl. No. 1 to 6).** Tender will be opened on: **04.02.2025 (11 A.M) (For Sl. No. 1 to 6).** The bid forms and other details are available on and from **24.01.2025 (from 5 P.M) (For Sl. No. 1 to 6).** The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 6).**

The Executive Engineer (Civil), BR-III, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/EE-III/31/39/24-25 (2nd Call)
Name of the work: **Restoration of IPS and paver block footpath at 8/H Jogodyan Lane, 24/A CIT Road Sch. VI (M) and different location in Ward No.-031 disturbed by C.E.S.C.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 4,32,626.00.** Earnest money: **₹ 9,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **28.01.2025 upto 12 Noon.** Date and time of opening of bid: **30.01.2025 after 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **21.01.2025 (5 P.M)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Director General (Civil), KMC invites e-tender online percentage rate in ERP/two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XI/104/075/24-25/R/BUSTEE
Name of the work: **Desilting of U.G drain near Kalikapur Joy Yatri Club & surrounding Bustee area in Ward No.-104.** Estimated value (including GST and CESS): **₹ 1,34,769.70.** Earnest money: **₹ 2,700.00.** Time of completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XI/104/073/24-25/R/BUSTEE
Name of the work: **Improvement of sewer line near P-31/1 Middle Road Bustee area in Ward No.-104.** Estimated value (including GST and CESS): **₹ 2,12,089.36.** Earnest money: **₹ 4,300.00.** Time of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **01.02.2025 up to 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2).** Date and time of opening of bid: **04.02.2025 at 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **22.01.2025 (from 5 P.M) (For Sl. No. 1 & 2).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Civil), BR-X, KMC invites online percentage rate e-tenders in two bid system for the following works:

(1) NIT No. : EEC/BX/093/010/24-25/BUSTEE
Name of the work: **Maintenance of sewerage system near 38, 45 Gobindapur Road (slum area) etc. in Ward No.-093, BR-X.** Estimated value (including GST and CESS): **₹ 1,99,139.50.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Time of completion: **90 days.** Last date and time of submission of bid: **31.01.2025 - 12 Noon.** Date and time of opening of bid: **04.02.2025-12 Noon.**

(2) NIT No. : X/089/052/2024-2025/BUSTEE
Name of the work: **Maintenance of IPS & paver block passage near Premises Nos. 78/A, 73 P.R. Lane etc. (slum area) in Ward No.-089, BR-X.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 2,39,987.33.** Earnest money: **₹ 5,000.00.** Period of completion: **90 days.** Last date and time of submission of bid: **30.01.2025 - 12 Noon.** Date and time of opening of bid: **01.02.2025 - 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **21.01.2025 (from 5 P.M) (For Sl. No. 1 & 2).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Civil), BR-IX, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/IX/073/037/2024-2025
Name of the work: **Improvement of sewer line at 49 and 71 Kalighat Road in Ward No.-73.** Estimate amount (including GST & CESS): **₹ 2,99,959.36.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **25 days.**

(2) NIT No. : KMC/IX/078/086/2024-2025
Name of the work: **Maintenance of sewer line by desilting of SICP, ICP, catch pits at different Bustee area in Ward No.-78.** Estimate amount (including GST & CESS): **₹ 1,98,878.42.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **60 days.**

(3) NIT No. : KMC/IX/078/087/2024-2025
Name of the work: **Improvement of Bustee sewer line at 21/1/C/3 Mominpore Road in Ward No.-78.** Estimate amount (including GST & CESS): **₹ 1,98,304.58.** Earnest money: **₹ 4,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **30.01.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 3).** Tender will be opened on: **01.02.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **21.01.2025 (5 P.M) (For Sl. No. 1 to 3).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The Executive Engineer (Civil), BR-XI, KMC invites percentage rate e-tenders in two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XI/104/070/24-25/R/BUSTEE
Name of the work: **Restoration of C.C road near P-13/A Garfa 3rd Lane, 11A Garfa 4th Lane, 4/7C, 2/83 Viveknagar & 66 to 228 Kalikapur Road Bustee area in Ward No.-104.** Estimated value (including GST and CESS): **₹ 2,42,837.09.** Earnest money: **₹ 4,900.00.** Time of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **01.02.2025 up to 12 Noon.** Date and time of opening of bid: **04.02.2025 at 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **22.01.2025 (from 5 P.M)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), BR-IV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/28/13/24-25/R
Name of the work: **Repairs to I.P.S. Footpath at Southern Flank of Bipradas Street for proposed W/S Department works in Ward No.-28.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 1,04,589.70.** Earnest money: **₹ 2,100.00.** Period of completion: **21 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/038/023/2024-2025/R
Name of the work: **Restoration of IPS passage disturbed by W/S Department at 5, 55, Panchanan Ghosh Lane, 119, K.C. Sen Street and others in Ward No.-38.** Estimated cost (including GST and CESS): **₹ 2,33,821.52.** Earnest money: **₹ 4,680.00.** Period of completion: **21 days.** Last date and time of submission of bid: **30.01.2025 - 11 A.M (For Sl. No. 1 & 2).** The tender will be opened on: **01.02.2025 - 11 A.M (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **21.01.2025 (5 P.M) (For Sl. No. 1 & 2).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

(1271/24-25)

বিরাটের বোধোদয়!

রঞ্জিতে কোহলির খেলার কথা জানিয়ে দিলেন কোচ

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারিঃ রোহিত শর্মা, যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমন গিল, ঋষভ পন্থের থেকে আগেই গ্রিন সিগন্যাল মিলেছিল। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে ভরাডুবি। তার আগে ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের কাছে ক্লিনসুইপ। ব্যাটিং ব্যর্থতা পরিষ্কার ধরা পড়েছে। কেউই ধারাবাহিকতা দেখাতে পারেননি। বোর্ডের তরফে বলা হয়েছিল, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট না থাকলে ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিরতে হবে। অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরেই ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা মুম্বইয়ের সঙ্গে প্রস্তুতিতে নেমে পড়েন। রঞ্জি ট্রফিতে খেলবেন সকলেই। প্রশ্ন ছিল বিরাট কোহলিকে নিয়ে। সেই প্রশ্নেরও উত্তর মিলল। দীর্ঘ ১৩ বছর পর ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিরতে চলেছেন বিরাট কোহলি। তাঁকে নিয়ে ধোঁয়াশা ছিল। শোনা যাচ্ছিল, গৃহপ্রবেশের জন্য রঞ্জিতে খেলবেন না। পরে শোনা যায়, বিরাট কোহলির চোট রয়েছে। চোট যে রয়েছে তা আন্দাজ করা যায়। সে কারণেই এখনই ফেরা হচ্ছে না। বোর্ডের নির্দেশিকা

অনুযায়ী, বার্ষিক চুক্তিতে থাকা প্লেয়াররা ফিট থাকলে এবং আন্তর্জার্তিক ক্রিকেট না থাকলে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলা বাধ্যতামূলক। কোহলিকে নিয়ে ধোঁয়াশা কিছুতেই কাটছিল না। দিল্লির পরবর্তী ম্যাচ সৌরাষ্ট্রর বিরুদ্ধে। যদিও ষষ্ঠ রাউন্ডের ম্যাচে তাঁকে পাওয়া যাবে না। সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, ৩০ জানুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা রঞ্জি ট্রফির সপ্তম তথা লিগ পর্বের শেষ রাউন্ডের ম্যাচে খেলবেন বিরাট কোহলিও। দিল্লি ক্রিকেট সংস্থার তরফেও জানানো হয়েছে বিরাটের খেলার কথা। দিল্লি সপ্তম রাউন্ডের ম্যাচ খেলবে রেলওয়েজের বিরুদ্ধে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজ এবং চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রস্তুতিতে এই ম্যাচে দিল্লির জার্সিতে নামতে দেখা যাবে বিরাট কোহলিকেও। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের ওডিআই সিরিজ শুরু হচ্ছে ৬ ফেব্রুয়ারি। আর রঞ্জি ট্রফির সপ্তম রাউন্ডের ম্যাচ ৩০ জানুয়ারি। চার দিন চললেও তা শেষ হয়ে যাবে ২ ফেব্রুয়ারি। এরপর জাতীয় দলে যোগ দেবেন বিরাট। দিল্লির কোচ শরণদীপ সিং বলেন, ''আমি যতদূর জানি, কোহলি রেলওয়েজের বিরুদ্ধে ম্যাচে খেলবে।''

বিরাট-রোহিতদের জার্সিতে 'পাকিস্তান' লেখার অনুমতি দিচ্ছে না বোর্ড

ইসলামাবাদ, ২১ জানুয়ারিঃ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শুরু হওয়ার বহু আগে থেকেই ভারত ও পাকিস্তানের লড়াই যেন জমে উঠেছে। ফেব্রুয়ারি মাসের ১৯ তারিখ শুরু হবে এ বারের আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। তার আগে ফের এক নয়া বিতর্কের জন্ম হয়েছে। এ বার বিতর্কের কেন্দ্রে জার্সি। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতীয় টিমের ক্রিকেটাররা যে জার্সি পরবেন, সেখানে থাকবে না পাকিস্তানের নাম। এমন দাবিই জানিয়েছে বিসিসিআই। এ কথা সংবাদ সংস্থা আইএএনএস-কে জানিয়েছেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের এক কর্তা। এ বারের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজিত হতে চলেছে হাইব্রিড মডেলে। পাকিস্তান টুর্নামেন্টের আয়োজক। কিন্তু সে দেশে ভারতীয় ক্রিকেটাররা খেলতে যাবেন না। তাই হাইব্রিড মডেল অনুযায়ী দুবাইতে ভারতীয় টিম সবকটি ম্যাচ খেলবে। বিসিসিআই ও পিসিবির চুক্তি হয়েছে আসন্ন আইসিসি টুর্নামেন্টে পাক ক্রিকেট টিম আর ভারতে খেলতে আসবে না। দুই দেশের পরবর্তী আইসিসি ইভেন্টের ম্যাচগুলি নিরপেক্ষ ভেনুতে

হবে। এ বার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শুরু হওয়ার আগে নতুন করে বিসিসিআইয়ের দাবি পৌঁছে গিয়েছে পিসিবির কাছে। সংবাদ সংস্থা আইএএনএস-কে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের এক কর্তা বলেছেন, 'বিসিসিআই ক্রিকেটে মধ্যে রাজনীতিকে নিয়ে আসছে। এটা খেলার জন্য ভালো নয়। ওরা পাকিস্তানে আসতে চায়নি। এমনকি ওদের অধিনায়ককেও ছবি তোলার জন্যও পাকিস্তানে পাঠাতে রাজি নয়। আর এখন যা জানতে পারছি তাতে ওরা জার্সিতে পাকিস্তানের নামও নাকি রাখতে চাইছে না। আশা করছি আইসিসি এমন কিছু হতে দেবে না। পাকিস্তান সেই সমর্থনটা পাবে।'' আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী, কোনও ইভেন্টের আয়োজক দেশের নাম সেই ইভেন্টে অংশ নেওয়া প্রত্যেক দলের ক্রিকেটারদের জার্সিতে থাকে। জার্সির বাঁ দিকে টুর্নামেন্টের নাম এবং নীচে আয়োজক দেশের নাম লেখা থাকে। ২০২৩ সালে পাকিস্তান যে ভারতে ওডিআই বিশ্বকাপ খেলেছিল, সেই ইভেন্টে পাকিস্তানের জার্সিতে আয়োজক ভারতের নাম লেখা ছিল। আপাতত জা জানা যাচ্ছে, তাতে ভারত অবশ্য তা করতে নারাজ। প্রথমে ভেনু, এ বার জার্সিতে পাকিস্তানকে চাইছে না। এ যেন ঠারে ঠারে বিসিসিআই বুঝিয়ে দিতে চাইছে পাকিস্তান তাদের কাছে পাত্তা পাচ্ছে না।

তিন তারকা নেই, রঞ্জিতে ব্যাকফুটে থাকা বাংলার ভরসা সেই অনুষ্টুপ-মুকেশই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জানুয়ারিঃ রঞ্জি ট্রফির পরের রাউন্ডের ম্যাচ শুরু হবে ২৩ জানুয়ারি। এলিট-সি গ্রুপের প্রথম স্থানে থাকা হরিয়ানার বিরুদ্ধে নামবে বাংলা। পয়েন্ট টেবলের তিনে রয়েছে লক্ষ্মীরতন শুক্লার দল। ব্যাকফুটে থাকা বাংলা এ বার রঞ্জির পরবর্তী ম্যাচে পাবে না গুরুত্বপূর্ণ তিন তারকাকে। প্রথমত, মহম্মদ সামিকে পাচ্ছে না বাংলা। তিনি যোগ দিয়েছেন জাতীয় দলে। দ্বিতীয়ত, আকাশ দীপকেও পাওয়া যাবে না হরিয়ানার বিরুদ্ধে। এবং তৃতীয়ত অভিমন্যু ঈশ্বরণকে পাবে না বাংলা। ফলে বাংলার ভরসা সেই অনুষ্টুপ মজুমদার, মুকেশ কুমারই। দীর্ঘদিন পর ভারতীয় টিমে ফিরলেন মহম্মদ সামি। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৫ ম্যাচের টি-২০ সিরিজে খেলতে দেখা যাবে সামিকে। তিনি ছাড়া রঞ্জির পরবর্তী গ্রুপের ম্যাচে আকাশ দীপ ও অভিমন্যু ঈশ্বরণকে পাওয়া যাবে না চোটের জন্য। বর্ডার গাভাসকর ট্রফিতে ভারতীয় টিমের সঙ্গে ছিলেন আকাশ দীপ। তাঁর পিঠে চোট রয়েছে। বর্ডার গাভাসকর ট্রফির সিডনি টেস্টেও চোটের কারণে খেলতে পারেননি। বোর্ডের মেডিকেল টিম তাঁকে ২ সপ্তাহের বিশ্রামের কথা বলেছিল। আপাতত বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি থেকে তিনি ফিটনেস ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট পাননি। ফলে তিনি বিসিসিআইয়ের মেডিকেল টিমের তত্ত্বাবধানেই রয়েছেন। অন্যদিকে ডান হাতের মধ্যমাতে চোট পেয়েছেন অভিমন্যু ঈশ্বরণ। যে কারণে রঞ্জির দ্বিতীয় পর্বে তাঁর খেলা হবে না। এরই মাঝে বাংলা রঞ্জি টিমে সুযোগ পেয়েছেন দুই অনূর্ধ্ব-১৯ প্লেয়ার। এক, অঙ্কিত চট্টোপাধ্যায়। দুই, বিশাল ভাটি। অনূর্ধ্ব-১৯ স্তরে এই দুই ক্রিকেটার ভালো পারফর্ম করার জন্য ডাক পেয়েছেন বাংলা টিমে। এই মুহূর্তে রঞ্জি ট্রফিতে ৫ ম্যাচ খেলে ১৪ পয়েন্ট ঝুলিতে এসেছে অনুষ্টুপ মজুমদারের বাংলার।

কিপিংয়ে নেই বাটলার, স্কাই-গম্ভীরদের চাপে ফেলতে 'কেকেআর' ফাঁদ ম্যাকালামের!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জানুয়ারিঃ ইডেন গার্ডেন্সে ভারত-ইংল্যান্ডের মেগা শো বুধবার। বর্ডার গাভাসকর ট্রফি হারার পর এটাই টিম ইন্ডিয়ার এ বছরের অন্য ফর্ম্যাটের প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট। ৫ ম্যাচের টি-২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচ পেয়েছে ক্রিকেটের নন্দনকানন। সেখানেই জোরকদমে প্রস্তুতি নিচ্ছেন সূর্যকুমার, সামি, হার্দিকরা। ইডেনের সঙ্গে ইংল্যান্ডের কোচ ব্রেন্ডন ম্যাকালামের বিশেষ যোগ রয়েছে। তিনি আইপিএলে কেকেআরের প্রাক্তনী। এ বার সূর্যকুমার যাদব, গৌতম গম্ভীরদের চাপে ফেলার জন্য প্রথম ম্যাচের একাদশ ঘোষণা করে দিল ইসিবি। 'গৌতম গম্ভীরের দলের বিরুদ্ধে ভালো পারফর্ম করার রাস্তা খুঁজতে হবে আমাদের', বক্তা ইংল্যান্ডের তিন ফর্ম্যাটের কোচ ব্রেন্ডন ম্যাকালাম। সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে গম্ভীরকে একজন দুর্দান্ত নেতাও বলেছেন কেকেআরের প্রাক্তনী। এ বার কোনও ভাবনা চিন্তার জায়গা না রেখে ম্যাচের আগের দিন ইংল্যান্ডের একাদশ প্রকাশ করে দিলেন। ইংল্যান্ডের হেড কোচ আগেই জানিয়েছিলেন, এই টি-২০ সিরিজে জস বাটলার উইকেটকিপিং করবেন না। সেই মতো উইকেটকিপার হিসেবে এই সিরিজে দেখা যাবে কেকেআরের প্রাক্তনী ফিল সল্টকে। কেকেআরের হয়ে আইপিএলে খেলার সুবাদে ইডেন সল্টের চেনা। এ বার আইপিএলে অবশ্য সল্টকে আর কেকেআরে নয়, আরসিবির জার্সিতে দেখা যাবে। স্কাইয়ের ভারতের বিরুদ্ধে এই টি-২০ সিরিজে ক্যাপ্টেন এবং স্পেশালিস্ট ব্যাটার হিসেবে দেখা যাবে বাটলারকে। ইংল্যান্ডের একাদশে স্পেশালিস্ট স্পিনার হিসেবে রয়েছেন আদিল রশিদ। এ ছাড়া একাদশে স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার জ্যাকব বেথেল ও লিয়াম লিভিংস্টোন রয়েছেন। ভারতের বিরুদ্ধে ৫ ম্যাচের টি-২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচের জন্য ইংল্যান্ডের একাদশ- বেন ডাকেট, ফিল সল্ট (উইকেটকিপার), জস বাটলার (অধিনায়ক), হ্যারি ব্রুক, লিয়াম লিভিংস্টোন, জ্যাকব বেথেল, জেমি ওভার্টন, গাস আটকিনসন, জোফ্রা আর্চার, আদিল রশিদ, মার্ক উড।

আর বিনিয়োগ নয়, মহমেডানকে চূড়ান্ত বার্তা ইনভেস্টরের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জানুয়ারিঃ মহমেডান আছে মহমেডানেই। আইএসএলের মতো লিগে খেলছে কলকাতার তিন প্রধানের অন্যতম মহমেডান, তারপরও ক্লাব কর্তাদের গাফিলতির ছবি বেশ স্পষ্ট। এ বার হঠাৎ করেই বিপাকে পড়ল সাদা-কালো ব্রিগেড। আর কোনও বিনিয়োগ নয়, মহমেডান ক্লাবকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছে ইনভেস্টর শ্রাচী গ্রুপ। এই মুহূর্তে মহমেডান আর শ্রাচী গ্রুপের মধ্যে বিবাদ চরমে। শেয়ার না পেলে আর কোনও রকম ইনভেস্ট করবে না শ্রাচী স্পোর্টস। তাদের পক্ষ থেকে পরিষ্কার জানানো হয়েছে। ক্লাব আর ইনভেস্টর সমস্যায় বিপাকে মহমেডানের ফুটবলাররাও। এখনও অবধি ২ মাসের বেতন বাকি ফুটবলারদের। ইতিমধ্যেই অনুশীলনও বয়কট করছেন ফুটবলাররা। ২৬ তারিখ মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে আইএসএলের ম্যাচ মহমেডানের। সেখানে ফুটবলারদের মাঠে নামা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। মাস চারেক আগেই

মহমেডানের সঙ্গে মউ চুক্তি করে শ্রাচী গ্রুপ। নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও শেয়ার হস্তান্তর করেনি ক্লাব। এই মহমেডানের সঙ্গে শ্রাচীর গাঁটছড়ার পিছনে অবদান ছিল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সেই ইনভেস্টরের সঙ্গেই এখন বিবাদ চরমে। এই পরিস্থিতিতে আইএসএলের ম্যাচগুলো আর মহমেডান খেলবে কী করে, তা নিয়ে তৈরি হল অনিশ্চয়তা। মহমেডানের ১০০ শতাংশ শেয়ারের ভাগ দেখলে ক্লাবের শেষ ইনভেস্টর বাঙ্কারহিলের রয়েছে ৩০.৫ শেয়ার। শ্রাচীর ৩০.৫ এবং মহমেডানের ৩৯ শেয়ার। গত বছরের আগস্টে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে ইনভেস্টর পেয়েছিল মহমেডান। ক্লাবের সঙ্গে মউ চুক্তির ভিত্তিতে এখনও অবধি প্রায় ১৬ কোটি খরচ করেছে শ্রাচী। তারপরও মহমেডান সেই শেয়ার ছাড়েনি। গত ৩-৪ বছর ধরে মহমেডানের বিনিয়োগকারী হিসেবে রয়েছে বাঙ্কারহিল। তাদের পক্ষ থেকেও জানানো হয়েছে, এখনও মহমেডান তাদের শেয়ার দেয়নি। ইনভেস্টর জটিলতা, শেয়ার জটিলতার মধ্য দিয়ে যাওয়া মহমেডানে চরম ডামাডোল চলছে। সম্প্রতি মাত্র ৫ জন ফুটবলার মহমেডানের অনুশীলনে গিয়েছিলেন। এই অবস্থায় প্রায় রোজই ফুটবলারদের সঙ্গে বৈঠক করছেন ক্লাব কর্তারা, কিন্তু তাতে কোনও সুরাহা হচ্ছে না। এ দিকে কলকাতা লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশনে চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য বহু প্রতীক্ষিত ইস্টবেঙ্গল এবং ডায়মন্ড হারবার এফসি-র ম্যাচটি হবে আগামী ১৩ ফেব্রুয়ারি। নরহরি শ্রেষ্ঠরা মহমেডানের বিরুদ্ধে খেলবেন ১৮ ফেব্রুয়ারি।

কলকাতায় ইংল্যান্ডকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেবে ঘরের দুই ছেলে?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২১ জানুয়ারিঃ বুধবার ইডেন গার্ডেন্সের চেনা মাঠে খেলতে নামছেন ভারতীয় দল। যেখানে থেকে শুরু হচ্ছে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। ভারতের কাছে এই সিরিজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে ব্যর্থতার পর এবং চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে। সাদা বলের ক্রিকেটে আবারও ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য এই সিরিজকে অন্যতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা হচ্ছে। এছাড়া, ২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতি শুরু করার লক্ষ্যে ভারতীয় দল এখন থেকেই নিজেদের পরিকল্পনা মসৃণ করতে চাইছে। এই ম্যাচেই তাক লাগাতে পারেন কেকেআরের দুই সসদ্য। ফেব্রুয়ারি মাসে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থাকলেও পাঁচ ম্যাচের এই সিরিজটিকে ভারতের জন্য এক ধরনের প্রস্তুতি হিসেবে দেখছে টিম ম্যানেজমেন্ট। যেমন দেড় বছর পর ভারতের জার্সিতে ফেরার অপেক্ষায় আছেন মহম্মদ শামি। যিনি বল হাতে দলের জন্য বড় ভূমিকা রাখতে পারেন। তবে, এর পাশাপাশি ইডেন গার্ডেন্সে নজর থাকবে কেকেআরের ক্রিকেটারদের দিকে, বিশেষ করে রিঙ্কু সিং এবং বরুণ চক্রবর্তীর। বর্তমানে একাধিক কেকেআর ক্রিকেটার ভারতীয় দলে রয়েছেন, আর ইডেন তাদের কাছে অতি পরিচিত এক মাঠ। চেনা মাঠে চেনা পরিবেশে খেলার অভিজ্ঞতা সবসময়ই কোনো ক্রিকেটারের জন্য বাড়তি সুবিধা এনে দেয়। এই ক্ষেত্রে রিঙ্কু সিং এবং বরুণ চক্রবর্তীর জন্য ইডেন গার্ডেন্স এক ধরনের বাড়ি হয়ে দাঁড়িয়েছে। উল্লিখিত দুই ক্রিকেটারের জন্য এই মাঠে খেলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তারা দীর্ঘদিন ধরে এখানে খেলে এসেছেন। বিশেষ করে বরুণ চক্রবর্তী, যিনি কেকেআরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য, তার জন্য ইডেনের মাঠ যেন এক ধরনের ঘরের মাঠের মতো। এর ফলে, ভারতীয় দলের টিম ম্যানেজমেন্ট প্রথম ম্যাচে বরুণকে সুযোগ দিতে চাইছে। তবে, এখানে প্রশ্ন ওঠে যে, প্রথম একাদশে বরুণ চক্রবর্তী নাকি অন্য কোন স্পিনার থাকবেন। যদিও অক্ষর প্যাটেলের প্রথম একাদশে থাকার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। বরুণ এবং রবি নিয়ে এখন কিছুটা দ্বন্দ্ব রয়েছে। তবে, প্রথম ম্যাচের দৃষ্টিকোণ থেকে বরুণ চক্রবর্তীর পক্ষেই সুবিধা বেশি। কারণ ইডেনের মাঠে তার খেলার অভিজ্ঞতা অনেক বেশি এবং সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েই তিনি দলের হয়ে ভালো কিছু করতে পারেন। ভারতের স্পিন আক্রমণ নিয়ে বিতর্ক চললেও, বরুণের পক্ষে

একটি বড় সুবিধা হল তার ইডেনের অভিজ্ঞতা। রবি বৈষ্ণোই, যদিও অনেক বেশি টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন, তবে জানা গিয়েছে প্রথম ম্যাচের জন্য বরুণের মতো অভিজ্ঞ খেলোয়াড়কেই এগিয়ে রাখছেন টিম ম্যানেজমেন্ট। এই সিরিজের পাঁচটি ম্যাচে সবসময়ই বরুণকে প্রথম একাদশে সুযোগ দেওয়ার সম্ভাবনা নেই, কিন্তু প্রথম ম্যাচে তার সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বরুণ চক্রবর্তী ১৩টি ম্যাচে ১৯ উইকেট নিয়েছেন, অন্যদিকে রবি বৈষ্ণোই ৩৭ ম্যাচে ৫৬ উইকেট নিয়েছেন, যা তার অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে। তবে, বরুণের চেনা পরিবেশের সুবিধা তাকে প্রথম ম্যাচে এগিয়ে রেখেছে। এছাড়া, ইডেনে এক বিশেষ নজর থাকবে কেকেআরের ক্রিকেটার রিঙ্কু সিংয়ের দিকেও। রিঙ্কু, যিনি কেকেআরের ঘরের ছেলে, বেশ কয়েক বছর ধরে ইডেনের পরিচিত মুখ। আইপিএলে কেকেআর তাকে রিটেন করেছে, যা তার মনোবল বাড়িয়ে দিয়েছে। তিনি এই ম্যাচের মাধ্যমে ইডেন গার্ডেন্সে একটি দুর্দান্ত পারফরম্যান্স দিতে চাইবেন, যা তাকে আরও সাফল্য এনে দিতে পারে। এই মাঠে তার খেলা ও পারফরম্যান্স ভারতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, বিশেষ করে ম্যাচের প্রথম থেকেই তার দিকে নজর থাকবে। মাঠের বাইরে, কেকেআরের প্রাক্তন অধিনায়ক এবং মেন্টর গৌতম গম্ভীরের উপস্থিতি ভারতীয় দলের জন্য এক বাড়তি অনুপ্রেরণা হতে পারে। কলকাতার এই প্রাক্তন তারকা ক্রিকেটার, যিনি কেকেআর দলের অন্যতম শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব, তাকে নিয়ে দর্শকদের মধ্যে আলাদা আগ্রহ রয়েছে। গম্ভীরের কলকাতা সফর মানেই যেন নতুন কিছু শুরু হওয়া এবং তার উপস্থিতি দলকে অনুপ্রাণিত করার জন্য যথেষ্ট। সব মিলিয়ে, ইডেন গার্ডেন্সে এই প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচের প্রস্তুতি চলাকালীন, কেকেআরের সদস্যরা রিঙ্কু সিং, বরুণ চক্রবর্তী তাদের উপস্থিতি এবং পারফরম্যান্স দিয়ে এক নতুন রঙে নিজেদের পরিচিতি আরও দৃঢ় করতে চাইছেন। সুতরাং, বুধবারের ম্যাচে ইডেন গার্ডেন্সে যে শুধুমাত্র ভারতীয় দলের ক্রিকেটাররা নজরে থাকবেন, তা নয়, কেকেআরের সদস্যদের জন্যও এই ম্যাচটি হতে চলেছে বিশেষ একটি মুহূর্ত।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে অঘটন, বিদায় তৃতীয় বাছাই গফের, সেমিফাইনালে দ্বিতীয় বাছাই জেরেভ

মেলবোর্ন, ২১ জানুয়ারিঃ বিশ্বের তিন নম্বরের হার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে। আমেরিকার কোকো গফ হেরে গেলেন পাওলা বাডোসার বিরুদ্ধে। স্ট্রেট সেটে জিতলেন স্পেনের টেনিস তারকা। ৭-৫, ৬-৪ গেমে জিতলেন বাডোসা। পুরুষদের সিঙ্গলসে সেমিফাইনালে উঠলেন অ্যালেকজান্ডার জেরেভ। এই প্রথম বাডোসা কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যামের সেমিফাইনালে উঠলেন। ২০২০ সালের পর প্রথম কোনও স্প্যানিশ মহিলা গ্র্যান্ড স্ল্যামের সেমিফাইনাল খেলবেন। কোয়ার্টার ফাইনালে গফকে হারিয়ে বাডোসা বলেন, ''আবেগ গ্রাস করছে আমাকে। আমি খুবই আবেগপ্রবণ। নিজের সেরাটা খেলতে চেয়েছিলাম। সেটা মনে হয় পেরেছি। যে পর্যায় টেনিস খেলেছি, তাতে আমি গর্বিত।'' এক বছর আগে বাডোসা বিশ্ব ক্রমতালিকায় ১০০ জনের পিছনে ছিলেন। পিঠের চোটের কারণে খেলতে পারছিলেন না তিনি। সেখান থেকে এক বছরে মধ্যে ক্রমতালিকায় ১১ নম্বরে উঠে এসেছেন বাডোসা। তিনি বলেন, ''এক বছর আগে পিঠের চোট নিয়ে ভুগছিলাম। মনে হচ্ছিল খেলা থেকে অবসর নিতে হতে পারে। সেখান থেকে এখন আমি বিশ্বের সেরাদের বিরুদ্ধে খেলছি। আজ জিতেছি। সেমিফাইনালে উঠলাম। আগামী বছর যে এখানে থাকতে পারব এমনটা ভাবছি না।''

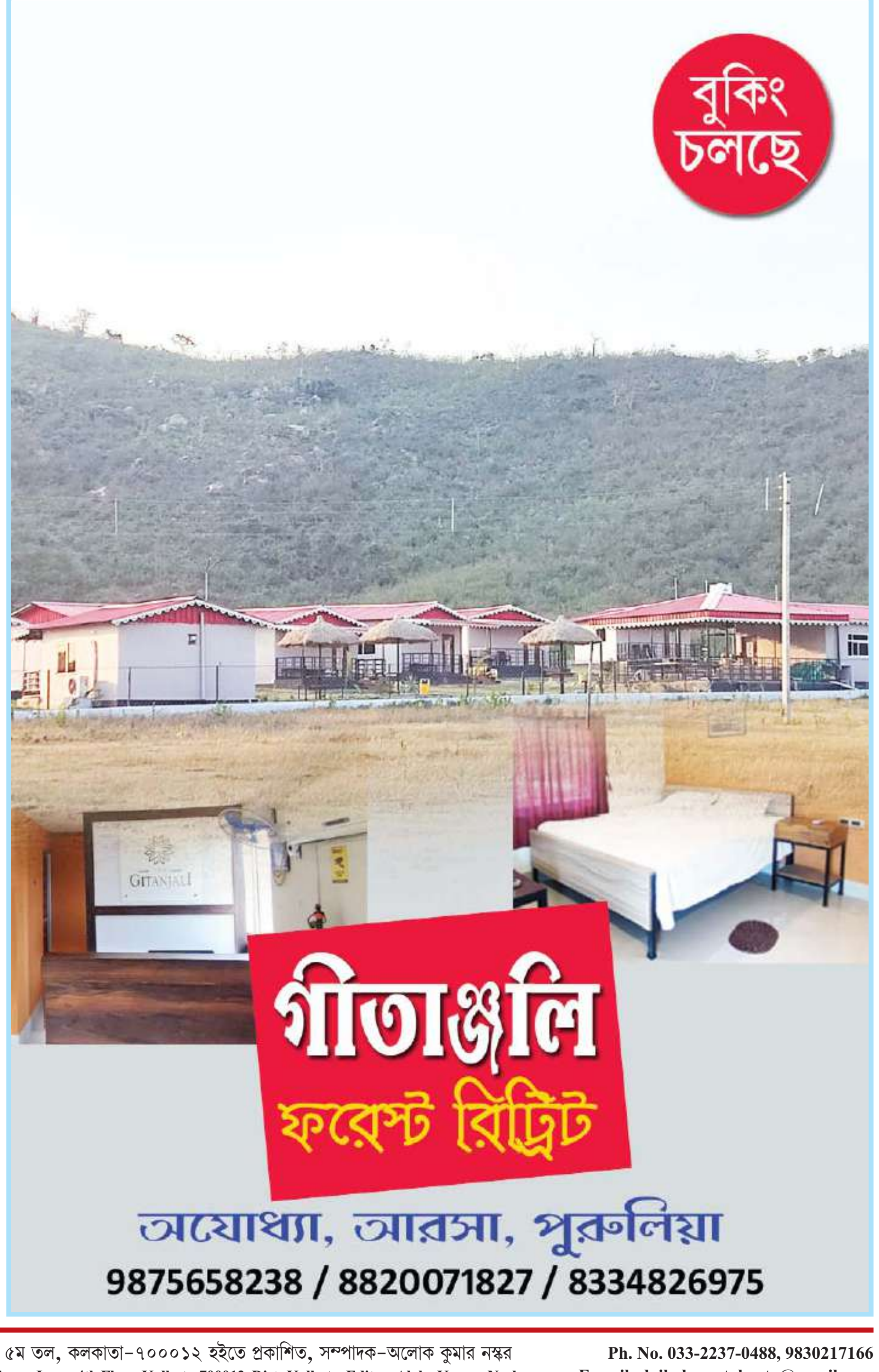

আনচেলত্তি-সিমিওনে বিরোধ তুঙ্গে

রিয়াল কোচকে এবার স্মৃতিশক্তি নিয়ে খোঁচা দিলেন আতলেতিকো কোচ

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

রিয়াল মাদ্রিদ কোচ কার্লো আনচেলত্তির সঙ্গে দিয়েগো সিমিওনের বিবাদের উত্তাপ যেন বেড়েই চলেছে। নতুনভাবে মন্তব্য করে সেই বিবাদের আগুনে ঘি ঢেলেছেন সিমিওনে। এবার সরাসরি আনচেলত্তির স্মৃতিশক্তি নিয়েই খোঁচা দিলেন আতলেতিকো মাদ্রিদ কোচ। সর্বশেষ ঝামেলার শুরু কোপা দেল'রেতে সেলতা ভিগোর বিপক্ষে রিয়ালের ৫-২ গোলের জয়ের পর। সেই ম্যাচে সেলতাকে রেফারি প্রাপ্য পেনাল্টি দেননি বলে অভিযোগ উঠে। এ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় সিমিওনে বলেছিলেন, ''এটা গতকালের ম্যাচ থেকে শুরু হয়নি। এটা ১০০ বছর ধরে চলে আসছে। আমি জানি না মানুষ বিস্মিত হচ্ছে কেন?'' সিমিওনের এই প্রতিক্রিয়ার জবাব দিতে দেরি করেননি আনচেলত্তিও। সিমিওনেকে এক হাত নিয়ে তিনি বলেন, ''গ্যালারি খুশি রাখতে এমন কথা বলতে হয়।

১২৫ বছরের ইতিহাসে রিয়াল মাদ্রিদ কী করেছে, তা গোটা দুনিয়া জানে। আমার ধারণা, এগুলোই কাঁটা হয়ে কারও গায়ে বিঁধছে।'' তবে জবাব ও পাল্টা-জবাবেও থামছে না এ লড়াই। এবার আবার আনচেলত্তিকে নতুন করে খোঁচা দিলেন সিমিওনে। আতলেতিকো কোচ বলেন, ''আমি কখনো আমার সহকর্মীদের মন্তব্য নিয়ে পাল্টা মন্তব্য করি না। আমি শুধু কিছু কথা মনে করিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। এটাই স্বাভাবিক। তারা খুব ভালো দল। খুব ভালো করছে। কিন্তু তারা যখন অন্য দল নিয়ে কথা বলে, তখন তারা অন্য কিছুই বলে।'' এ সময় ২০১৭ সালের চ্যাম্পিয়নস লিগে বায়ার্ন মিউনিখের কোচ হিসেবে আনচেলত্তি রিয়ালকে নিয়ে কি বলেছিলেন, সেটাও মনে করতে বলেন সিমিওনে। সে সময় রিয়ালের বিপক্ষে বায়ার্নের হারকে 'অন্যায্য' ও 'অস্বাভাবিক ব্যাপার' বলেছিলেন আনচেলত্তি। সিমিওনে বলেন, ''কেউ যদি অতীতে ফিরে যায় এবং বায়ার্নের বিপক্ষে (রিয়ালের) ম্যাচটিতে যায়, তবে দেখবে কোচ (আনচেলত্তি) মাঠে যা ঘটেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতেই মন্তব্য করেছিলেন।'' সিমিওনের এই কথার জবাব এখন আনচেলত্তি কি বলেন, সেটাই দেখার অপেক্ষা। দুই কোচের মতো এখন অবশ্য দুই দলেরও পয়েন্ট তালিকায় জমজমাট লড়াই চলছে। ২০ ম্যাচ শেষে ৪৬ পয়েন্ট নিয়ে লিগে সবার ওপরে আছে রিয়াল। সমান ম্যাচে ৪৪ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আতলেতিকো। এখন যেভাবে সবকিছু এগোচ্ছে, সামনের দিনগুলোতে দুই দলের মাঝে লড়াইটা আরও তুঙ্গে উঠতে পারে।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com